

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব

প্রয়োগ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ জাম্নাতুন ফেরদৌসী

রোলঃ ২৩১০০১২০৭৬৪

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব

প্রয়োগ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ জাম্নাতুন ফেরদৌসী

রোলঃ ২৩১০০১২০৭৬৪

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব প্রয়োগ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ জান্নাতুন ফেরদৌসী, আইডিঃ ২৩১০০১২০৭৬৪ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব প্রয়োগ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোছাঃ জান্নাতুন ফেরদৌসী

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মোছাঃ জান্নাতুন ফেরদৌসী

আইডিঃ ২৩১০০১২০৭৬৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	6
১.১ ইসলামী সভ্যতা কি ও এর বৈশিষ্ট্য বা ভিত্তি :.....	6
১.২ ইসলাম সভ্যতার প্রয়োজনীয়তা.....	6
১.৩ ইসলামী সভ্যতার হারিয়ে যাওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট.....	10
১.৪ বর্তমান সভ্যতা বনাম ইসলামী সভ্যতা	12
২ ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের করণীয়:.....	15
২.১ কোরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা.....	15
২.২ ব্যাপক দাওয়াত ও দাওয়াতের বিষয়বস্তু.....	19
২.৩ জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি.....	23
২.৫ হৃদয়তা ভাতৃবোধ.....	31
২.৬ সহনশীলতা.....	32
২.৭ উত্তম চরিত্রের বিভূষিত হওয়া.....	33
২.৮ মানুষ ও দায়ীর মধ্যকার দেওয়ার ভেঙে ফেলা	36
৩ ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে করণীয়:.....	38
৩.১ ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন.....	38
৩.২ মুসলমানদের শক্তির উৎস	41
৩.৩ কোরআন ও সুন্নাহ সঠিক মর্ম অনুধাবন করা.....	44
৩.৩ ঐক্য	48
৩.৪ ওআইসিকে কার্যকর প্রতিষ্ঠান রূপে রূপান্তর করা	56
৩.৫ সামরিক শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন	61
৩.৬ পাশ্চাত্য বিরোধী জোট.....	66
৩.৭ বিদেশ নির্ভরশীলতা পরিহার.....	70
৩.৮ নিজস্ব গণমাধ্যম ও প্রচার মাধ্যম তৈরি.....	75

৩.৯ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা.....	81
৪. উপসংহার	86
৪.১ পাশ্চাত্য দর্শনের দুর্গন্ধ	86
৪.২ ইসলামী দর্শনের হকিকত	88
৪.৩ ইসলামী অর্থব্যবস্থা সঠিক ব্যাখ্যা.....	90
৪.৪ শিক্ষা ব্যবস্থার মূলউপাটন। শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামিক শিক্ষানীতি ও মূল্যবোধ প্রণয়ন।	94
৪.৫ একটি পরিবার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবারের একটি সদস্য একজন দায়ী.....	98
৪.৬ জনগণের মন থেকে খিলাফতভীতি দূর করন ও খিলাফতের প্রকৃত হকিকত তুলে ধরা	102
৪.৭ ইসলামী সভ্যতার সোনালী যুগের ইতিহাস কে সকলের জন্য সহজলভ্য ও সহজবোধ্য হিসেবে প্রচার করা।	107

ভূমিকা

১.১ ইসলামী সভ্যতা কি ও এর বৈশিষ্ট্য বা ভিত্তি :

ইসলামী সভ্যতা হলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর (নবী মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শ) ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি অনন্য জীবনব্যবস্থা, যা জ্ঞান, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার এবং তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদ) ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি কেবল কোনো অঞ্চল বা বংশগত সভ্যতা নয়, বরং ঈমান ও আমলের আলোকে গড়ে ওঠা এমন এক সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক অর্জন, যা মানবকল্যাণে নিবেদিত। মহানবী সাঃ এর খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর চার খলিফা গণ এর মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতার উন্মোচন হয়েছিল যুগে যুগে সেই খিলাফত এর মাধ্যমেই ইসলামী সভ্যতা বিকাশিত হয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতার সোনালী নিদর্শন এখনো রয়ে গেছে।

ইসলামী সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

ভিত্তি: এই সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) ও তাঁর আনুগত্য।

জ্ঞানভিত্তিক: জ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এই সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা একে অনন্য করেছে।

নৈতিক ও মানবিক: এটি সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার এবং মানবিক মর্যাদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।

সমগ্র জীবনব্যবস্থা: এটি মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

শিল্প ও স্থাপত্য: ইসলামী স্থাপত্যে জ্যামিতিক নকশা, ক্যালিগ্রাফি এবং গম্বুজ ও মিনার ব্যবহারের অনন্য শৈলী ফুটে ওঠে।

১.২ ইসলাম সভ্যতার প্রয়োজনীয়তা

খিলাফত চলাকালীন সময়ে ইসলামী সভ্যতার যে উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল ইসলামিক রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল খেলাফত ব্যতীত সেই উন্নতির ধারে কাছে পৌঁছা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি এবং

কেয়ামত পর্যন্ত সম্ভব হবে না। কেননা যেহেতু শরীয়া মানুষের স্রষ্টার মানুষের কল্যাণের জন্য প্রণীত জীবন বিধান। মানুষের সার্বিক কল্যাণ রচনার জন্য যথার্থ জীবন বিধান রচনা করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

ইসলামী সভ্যতার প্রতি প্রয়োজনীয়তা নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো:

ইসলামী সভ্যতার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় মানুষের সৃষ্টিগত চাহিদা আর বাস্তব ইতিহাস দেখলে। মানুষ শুধু পেট-পিঠের জীব নয়। তার ভেতর সত্যের সন্ধান, ন্যায়ের আকাঙ্ক্ষা আর আত্মার প্রশান্তির ক্ষুধা আছে। এই তিনটি একসাথে মেটাতে পারে একমাত্র ইসলামী সভ্যতা।

মানুষকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন দুনিয়ায় আবাদ করার জন্য। আল্লাহ বলেন, هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

অর্থ: তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদেরকে আবাদ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। [সূরা হূদ ১১:৬১]

আবাদ মানে শুধু ঘর-বাড়ি বানানো নয়, বরং ইনসাফ, ইলম আর ইবাদতের মাধ্যমে জমিনকে আল্লাহমুখী করা। যখন এই দায়িত্ব পালন হয় না, তখন সভ্যতা নিজেই নিজেকে খেয়ে ফেলে।

ইসলামী সভ্যতা প্রয়োজন কারণ এটা মানুষকে গোলামি থেকে মুক্ত করে।

জাহিলিয়াতের যুগে মানুষের, পাথরের, প্রবৃত্তির গোলাম ছিল। রাসূল সাঃ বলেছেন, تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ

অর্থ: ধ্বংস হোক দীনারের বান্দা, ধ্বংস হোক দিরহামের বান্দা। [সহীহ বুখারী ২৮৭]

ইসলামী সভ্যতা ঘোষণা দেয়, لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ — আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই। এই ঘোষণা মানুষকে রাজা-বাদশা, পুঁজি আর প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে প্রকৃত স্বাধীনতা দেয়।

সমাজ টিকে থাকে ইনসাফের উপর। যেখানে ইনসাফ নেই সেখানে শক্তিশালী দুর্বলকে গিলে খায়। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হও, আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যায়। [সূরা নিসা ৪:১৩৫]

ইসলামী সভ্যতায় খলিফা থেকে সাধারণ কৃষক পর্যন্ত সবাই আইনের অধীন। উমর রা. বলতেন, আল্লাহর কসম, যদি ফোরাতে তীরে একটি কুকুরও না খেয়ে মরে, আমি ভয় করি কিয়ামতের দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। এই চেতনাই সমাজে নিরাপত্তা আনে।

মানুষের আত্মা ও শরীর দুটোরই খোরাক দরকার। পাশ্চাত্য সভ্যতা শরীরকে মোটাতাজা করে আত্মাকে শুকিয়ে মেরেছে। ফলে ধনী দেশেও আত্মহত্যা বাড়ছে। আল্লাহ বলেন,
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

অর্থ: আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখিরাতের ঘর তাল্লাশ কর, আর দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। [সূরা কাস ২৮:৭]

ইসলামী সভ্যতা মসজিদের পাশে মাদ্রাসা, বাজারের পাশে হাসপাতাল, আদালতের পাশে যাকাত বিতরণ কেন্দ্র রাখে। এটাই ভারসাম্য।

জ্ঞান যদি নৈতিকতা ছাড়া হয় তবে তা ধ্বংসের হাতিয়ার হয়। হিরোশিমা, পরিবেশ দূষণ, জৈব অস্ত্র—সবই নৈতিকতাবিহীন বিজ্ঞানের ফল। আল্লাহ বলেন, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

অর্থ: তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে খুবই সামান্য। [সূরা ইসরা ১৭:৮৫]

ইসলামী সভ্যতা ইলমকে তাকওয়ার অধীন রাখে। তাই এখানে বিজ্ঞান মানুষ মারার জন্য নয়, মানুষ বাঁচানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ইবনে সিনা, আল-রাজি, ইবনে হাইসামরা এটাই দেখিয়েছেন।

পরিবার ভেঙে গেলে সভ্যতা ভেঙে যায়। পশ্চিমে বিবাহ প্রথা দুর্বল হওয়ায় সমাজে একাকিত্ব, অপরাধ আর মানসিক রোগ বেড়েছে। ইসলামী সভ্যতা বিবাহকে ইবাদত বানায়, পিতা-মাতার হককে ফরজ বানায়, সন্তানের তরবিয়তকে দায়িত্ব বানায়। রাসূল সাঃ বলেছেন, كُنْكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

অর্থ: তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। [সহীহ বুখারী ৮৯৩]

এই দায়িত্ববোধই পরিবারকে ভাঙতে দেয় না।

সম্পদের সুখম বণ্টন ছাড়া সমাজে অস্থিরতা বাড়ে। পুঁজিবাদে ধনীর সম্পদ আরো বাড়ে, গরীব আরো পিছিয়ে পড়ে। ইসলামী সভ্যতা যাকাত, ওয়াকফ, সাদাকা, মিরাসের মাধ্যমে সম্পদকে ছড়িয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْذُومٌ لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অর্থ: আর তাদের সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক প্রার্থী ও বঞ্চিতের জন্য। [সূরা মাআরিজ ৭০:২৪-২৫]

এই ব্যবস্থায় কেউ না খেয়ে থাকে না, কেউ চিকিৎসার অভাবে মরে না।

উম্মাহর ঐক্য ছাড়া কোনো সভ্যতা টেকে না। জাতীয়তাবাদ মানুষকে বিভক্ত করে, আর ইসলামী সভ্যতা তাকওয়ার ভিত্তিতে এক করে। আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অর্থ: তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধর এবং বিভক্ত হয়ো না। [সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩]

আব্বাসিয়া খিলাফতে আরব, পারসি, তুর্কি, বারবার একসাথে বাগদাদে জ্ঞানচর্চা করেছে। এই ঐক্যই সোনালী যুগ এনেছিল।

সবচেয়ে বড় কথা, ইসলামী সভ্যতা ছাড়া মানুষের শেষ পরিণতি অন্ধকার। দুনিয়ার সাফল্য যদি আখিরাতকে নষ্ট করে তবে সেটা লোকসান। আল্লাহ বলেন, فُلْنِ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: বল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। [সূরা যুমার ৩৯:১৫]

ইসলামী সভ্যতা দুনিয়া ও আখিরাত দুটোকে একসাথে সাজায়। এখানে ব্যবসা, চাকরি, গবেষণা সবই ইবাদত হয়ে যায় যদি নিয়ত ঠিক থাকে।

তাই ইসলামী সভ্যতা জরুরি কারণ এটা মানুষকে তার আসল পরিচয় মনে করিয়ে দেয়—সে আল্লাহর বান্দা। এটা ইনসাফ আনে, শান্তি আনে, জ্ঞান আনে, ঐক্য আনে। যখন মানুষ এই সভ্যতা থেকে দূরে সরে, তখন সে আবার জাহিলিয়াতে ফিরে যায়। আর জাহিলিয়াত কখনো মানুষকে শান্তি দিতে পারে না।

১.৩ ইসলামী সভ্যতার হারিয়ে যাওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট

ইসলামী সভ্যতা ৮ম থেকে ১৩শ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, গণিত, স্থাপত্য আর বাণিজ্যে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। "হারিয়ে যাওয়া" বলতে বোঝায় সেই নেতৃত্বের অবস্থান থেকে পিছিয়ে পড়া। এটা এক দিনে হয়নি। ৪-৫টা বড় ধারা মিলে প্রায় ২০০-৩০ বছর ধরে এই পতন ঘটেছে।

১. জ্ঞানচর্চার গতি কমে যাওয়া

প্রেক্ষাপট: আব্বাসীয় যুগে বাগদাদের বাইতুল হিকমায় গ্রিক, ফার্সি, সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ হত। যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে মুক্ত বিতর্ক চলত।

কী হলো: ১-১২ শতকের পর মাদ্রাসা শিক্ষা ক্রমশ শুধু ফিকহ, তাফসির, হাদিসে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে "অপ্রয়োজনীয়" বা "সন্দেহজনক" বলা শুরু হয়। ফলে নতুন প্রশ্ন করার সংস্কৃতি দুর্বল হয়।

ফল: ইউরোপ যখন রেনেসাঁর সময় গ্রিক দর্শন আবার আবিষ্কার করে মুদ্রণযন্ত্র দিয়ে ছড়াচ্ছে, মুসলিম বিশ্ব তখন অনুবাদের সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারল না।

২. রাজনৈতিক বিভক্তি ও সামরিক দুর্বলতা

প্রেক্ষাপট: ৯ম শতকের পর আব্বাসীয় খেলাফত ভেঙে ছোট ছোট সালতানাতে পরিণত হয়। মিশরে ফাতেমি, স্পেনে উমাইয়া, পারস্যে বুয়িদরা নিজেদের মতো চলত।

কী হলো: কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকায় বাইরের আক্রমণ ঠেকানো কঠিন হলো। ১২৫৮ সালে মঙ্গোলরা বাগদাদ ধ্বংস করে, বাইতুল হিকমার লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেয়। ১৪৯২ সালে স্পেনের গ্রানাডা পতনের পর আল-আন্দালুসের জ্ঞানচর্চা শেষ হয়ে যায়।

ফল: প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের টিকে থাকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয়, বাণিজ্য নেটওয়ার্কের অর্থায়ন কমে যায়।

৩. অর্থনৈতিক বাণিজ্য রুটের পরিবর্তন

প্রেক্ষাপট: মুসলিম বিশ্ব মধ্যযুগে ভারত মহাসাগর, সিল্ক রোড, ভূমধ্যসাগর নিয়ন্ত্রণ করত। মসলা, রেশম, কাগজ, বইয়ের ব্যবসা দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় চলত।

কী হলো: ১৫শ শতকের পর্তুগিজ-স্প্যানিশরা সমুদ্রপথ আবিষ্কার করে আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসা শুরু করে। অটোমানরা ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য হারায়। পরে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব এলে হাতে বোনা কাপড়, মসলা, কাগজের চাহিদা কমে যায়।

ফল: বাণিজ্যিক সম্পদ কমে যাওয়ায় শিক্ষা, গবেষণা, নগরায়ণে বিনিয়োগ কমে। অর্থনীতি কৃষি ও স্থানীয় বাজারে আটকে পড়ে।

৪.বাইরের আক্রমণ ও উপনিবেশ

প্রেক্ষাপট: ১৮শ শতকের পর অটোমান, মুঘল, সাফাভি - তিন বড় সাম্রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়ে।

কী হলো: ব্রিটিশ, ফরাসি, ডাচরা অর্থনীতি, শিক্ষা, আইন ব্যবস্থা নিজেদের মতো করে সাজায়। স্থানীয় ভাষার বদলে ইংরেজি-ফরাসি হয়ে যায় প্রশাসনিক ভাষা। স্থানীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে ইউরোপের পণ্যের বাজার হয়ে যায়।

ফল: ২০০ বছর উপনিবেশের পর স্বাধীন হলেও রাষ্ট্রগুলো নিজস্ব শিক্ষা, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি।

৫. অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির পরিবর্তন

প্রেক্ষাপট: স্বর্ণযুগে বিজ্ঞানী, কবি, দার্শনিকদের রাজপৃষ্ঠপোষকতা ছিল।

কী হলো: পরে ধীরে ধীরে জ্ঞানচর্চা মসজিদ-মাদ্রাসা কেন্দ্রিক হয়ে যায়। বাজার, দরবার, বণিক শ্রেণি গবেষণায় বিনিয়োগ করা বন্ধ করে দেয়। সামাজিক মর্যাদা এখন আর আলেম-বিজ্ঞানীর না হয়ে জমিদার-সেনাপতির দিকে চলে যায়।

ফল: মেধাবী মানুষেরা বিজ্ঞানের বদলে প্রশাসনিক বা ধর্মীয় পদে চলে যায়।

সংক্ষেপে বললে:

ইসলামী সভ্যতা হারায়নি, বরং নেতৃত্বের অবস্থান হারিয়েছে। কারণগুলো ছিল - জ্ঞানের নতুন শাখা খোলা বন্ধ হওয়া, রাজনৈতিক বিভক্তি, বাণিজ্য রুট বদল, উপনিবেশ, আর সামাজিকভাবে উদ্ভাবনের উৎসাহ কমে যাওয়া।

ইউরোপ যেখানে মুদ্রণযন্ত্র, বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞানসমাজ গড়ে তুলে ১৬-১৮ শতকে এগিয়ে গেল, মুসলিম বিশ্ব তখনো কৃষি ও বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে আটকে ছিল।

১.৪ বর্তমান সভ্যতা বনাম ইসলামী সভ্যতা

বর্তমান সভ্যতা আর ইসলামী সভ্যতার পার্থক্য মূলত ভিত্তি, উদ্দেশ্য আর ফলাফলে। বর্তমান সভ্যতা গড়ে উঠেছে মানুষের প্রবৃত্তি, বস্তুবাদ আর স্বাধীনতাবাদের উপর। ইসলামী সভ্যতা গড়ে ওঠে ওহী, তাওহীদ আর জবাবদিহিতার উপর।

বর্তমান সভ্যতা মানুষকে নিজেই আইনদাতা বানায়। যা সংখ্যাগরিষ্ঠ চায়, তাই আইন হয়। এতে নৈতিকতা বদলায় সময়ের সাথে। আজ যেটা অপরাধ কাল সেটা অধিকার হয়ে যায়। ইসলামী সভ্যতায় আইনের উৎস আল্লাহ। মানুষ শুধু তার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে। আল্লাহ বলেন, **إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ**

অর্থ: হুকুম দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহর। [সূরা ইউসুফ ৪০]

ফলে নৈতিকতা স্থির থাকে। চুরি, ব্যভিচার, জুলুম কালেও পাপ ছিল, আজও পাপ।

বর্তমান সভ্যতার কেন্দ্র হলো মানুষের ইচ্ছা। স্বাধীনতা মানে যা খুশি তাই করা। এতে পরিবার ভেঙেছে, সমাজে একাকিত্ব বেড়েছে, সম্পর্কগুলো চুক্তিতে পরিণত হয়েছে। ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্র হলো আল্লাহর ইবাদত। স্বাধীনতা মানে আল্লাহর গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে অন্য সবার গোলামি থেকে বাঁচা। আল্লাহ বলেন, **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ**

অর্থ: আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদত করার জন্য। [সূরা যারিয়াত ৫৬]

এই দৃষ্টিভঙ্গি জীবনের প্রতিটি কাজকে অর্থ দেয়। খাওয়া, ঘুমানো, ব্যবসা—সবই ইবাদত হয় যদি নিয়ত ঠিক থাকে।

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও পার্থক্য স্পষ্ট। বর্তমান সভ্যতা জ্ঞানকে মূল্যায়ন করে উপযোগিতা দিয়ে। যা টাকা আনে, ক্ষমতা আনে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিকতা ছাড়া বিজ্ঞান পরমাণু বোমা বানায়, পরিবেশ ধ্বংস করে। ইসলামী সভ্যতা জ্ঞানকে দুই ভাগে দেখে—ফরজে আইন আর ফরজে কিফায়া। সব জ্ঞানই আল্লাহর সৃষ্টি জানার মাধ্যম। রাসূল সাঃ বলেছেন, **مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ**

অর্থ: যে ব্যক্তি ইলম তালাশের জন্য পথ চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। [সহীহ মুসলিম ২৬৯]

তাই এখানে ডাক্তার, প্রকৌশলী, আলেম সবাই সমান মর্যাদার।

অর্থনীতিতে বর্তমান সভ্যতা সুদভিত্তিক। টাকা টাকা বানায়, শ্রমের মূল্য কমে যায়। সম্পদ কয়েকজনের হাতে জমে যায়। ইসলামী সভ্যতা সুদ হারাম করে, যাকাত ফরজ করে। সম্পদ ঘুরতে থাকে। আল্লাহ বলেন, **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**

অর্থ: আল্লাহ ব্যবসাকে হাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। [সূরা বাকারা ২৭৫]

এই ব্যবস্থায় গরীবের হক নিশ্চিত হয়, বাজারে ভারসাম্য থাকে।

পরিবার ও সমাজের চিত্রও ভিন্ন। বর্তমান সভ্যতায় বিয়ে কঠিন, ব্যভিচার সহজ। পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, সন্তানরা স্ক্রিনে বড় হচ্ছে। ইসলামী সভ্যতা পর্দা, হায়া, বিয়েকে সহজ করে। আল্লাহ বলেন, **وَلَيْسَتُغْنِيَنَّ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**

অর্থ: যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যতক্ষণ আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছলতা না দেন। [সূরা নূর ৩]

ফলে পরিবার থাকে শক্ত, সমাজ থাকে নিরাপদ।

রাজনীতির দিক থেকে বর্তমান সভ্যতা জাতি-রাষ্ট্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভাষা, বর্ণ, ভূখণ্ড মানুষকে ভাগ করে। যুদ্ধ হয় সম্পদ আর ক্ষমতার জন্য। ইসলামী সভ্যতা উম্মাহর ঐক্যের উপর দাঁড়ায়। আল্লাহ বলেন, **إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ**

অর্থ: নিশ্চয়ই এই তোমাদের উম্মাহ একই উম্মাহ, আর আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। [সূরা আশ্বিয়া ৯২]

এখানে আরব-অনারব, কালো-সাদা সবাই সমান। নেতৃত্ব নির্ধারিত হয় তাকওয়া দিয়ে, বংশ দিয়ে নয়।

শেষ বিচারে বর্তমান সভ্যতা দুনিয়াকে চূড়ান্ত লক্ষ্য বানায়। সুখ মানে ভোগ, সাফল্য মানে সম্পদ। মৃত্যুর পর কিছু নেই—এই ধারণা মানুষকে হতাশ করে। ইসলামী সভ্যতা

দুনিয়াকে পরীক্ষাক্ষেত্র মনে করে। সুখ মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি, সাফল্য মানে জান্নাত।

আল্লাহ বলেন, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

অর্থ: আর দুনিয়ার জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়। [সূরা আলে ইমরান ১৮৫]

এই দৃষ্টি মানুষকে লোভ থেকে বাঁচায়, জুলুম থেকে ফেরায়।

বর্তমান সভ্যতা প্রযুক্তিতে এগিয়েছে কিন্তু মানুষকে শান্তি দিতে পারেনি। ইসলামী

সভ্যতা প্রযুক্তির সাথে আত্মার খোরাকও দেয়। একটা মানুষকে শুধু স্মার্ট বানায় না,

তাকে আদম বানায়—আল্লাহর খলিফা।

২ ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের করণীয়:

২.১ কোরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা

শারিয়া যেহেতু আল্লাহ সুবহানাতায়ালা প্রণীত জীবন বিধান সুতরাং এই জীবন বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করতে চাইলে রবের প্রদত্ত আসমানী কিতাবের মাধ্যমে এর দিকনির্দেশনা খুঁজতে হবে।

কুরআন ও হাদিস থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে মুসলমানদের আজকে এই অধঃপতন। অন্যদিকে কোরআন ও হাদিস থেকে নির্দেশনা নিয়ে সর্বদিক থেকে সাফল্য অর্জন করছে কাফের মুশরিক তথা পশ্চিমা।

মূল কথা হলো মুসলমানরা প্রকৃত অর্থেই যদি আল্লাহর দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করত যদি মুসলিম শাসক ও জনসাধারণ সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দ্বীনের দিকে ফিরে আসতো এবং তারা মুসলমানদেরকে বন্ধু রূপে এবং কাফেরদেরকে শত্রু রূপে গ্রহণ করত তাহলে তারা সমগ্র পৃথিবীর মালিক হত। জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিত্ব বা নির্দিষ্ট গোত্রের দিকে সম্পৃক্ততার কারণে তারা বিজয়ী হতো না বরং আল্লাহর দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পালন করার কারণে বিজয়ী হতো। আর আল্লাহ তায়ালা তার দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেন,"

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দ্বীনের ওপর একে বিজয়ী করার জন্যে, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

—আস সাফ - ৯

যুবকেরা নবজাগরণের আন্দোলনের যে ডাক দিচ্ছে তা যদি কোরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে তা কখনোই প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারবে না। তাহলে

কিভাবে মুসলিম সভ্যতার পুনর্জাগরণ সম্ভব? উত্তর কোরান মাজিদের দিকে ফিরে যাওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে তার একমাত্র সমাধান।

যখন মুসলমানেরা কোরআন মাজীদ গবেষণা করবে অতঃপর উহার আনীত বিধানের উপর আমল করবে তখন এই কোরআনের দিকে ফিরে যাওয়া সহজ হবে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেন

كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

এক কল্যাণময় কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এটার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।

—ছ--দ - ২৯

আয়াতে সুস্পষ্ট ভাবে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বোধশক্তি সম্পন্নদের প্রতি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যে কোরআন পাঠ এবং কোরআনের গবেষণার মাধ্যমে মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। চাই সেটা ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়কই হোক না কেন।

শুধুমাত্র কোরআন এর অর্থ জানার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা মানুষকে প্রকৃত অর্থে কি জানাতে চেয়েছেন তা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ফলতঃ এর এর ব্যাখ্যা স্বরূপ আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আমাদের একজন রসূল (সা:) প্রেরণ করেছেন যার মাধ্যমে আমরা সুন্নাহ এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রকৃত বিধান এর ব্যাখ্যা জানতে পারি। এবং আল্লাহর রাসূল এর সকল সুন্নাহ আমাদের কাছে প্রমাণিত ও সংরক্ষিত আছে (ফালিল্লাহিল হামদ)। এমনকি ওলামায়ে কেরাম কোনটি সহীহ সুন্নাহ কোনটি মাওজু বা জাল তা বর্ণনা করেছেন ফলে হাদিস সুস্পষ্ট সংরক্ষিত হয়ে গেছে যে কেউ সম্ভব হলে হাদিসের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে তা অনুধাবন করতে পারে।

আর সে যোগ্যতা না থাকলে ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করে অবিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় কেউ যদি বলে আমরা অধিকাংশ লোককে মাযহাবী গ্রন্থগুলো অনুসরণ করতে দেখি তারা বলে আমি অমুক মাযহাবের অনুসারী আমি তোমুক মাজহাবের অনুসারী।

এমনকি আপনি যখন কোন ব্যক্তিকে কোন ফতোয়া প্রদান করবেন তখন সে বলবে আমি হানাফী মাযহাবের অনুসারী, আমি মালিকি মাজহাবের অনুসারী, আমি শাফিঈ মাজহাবের অনুসারী ইত্যাদি। এমতাবস্থায় আপনি কোরআন সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার যে কথা বলছেন সে ব্যাপারে কিভাবে সমন্বয়ে সাধন করবেন?

এর জবাবে আমরা তাদেরকে বলবো আমরা সবাই বলি ,আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের ঐক্যের ব্যাপারে প্রচুর গুরুত্বারোপ করেছেন। সুতরাং সকল মাযহাবের অনুসারীদের উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শারিয়া কায়মের প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করা এবং ইখতিলাফি বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করে নিজের মাজহাব গত মত অনুসরণ করা এবং অন্য মাজহাবের ত্রুটি খুজার মতো বোকামি না করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

ইখতিলাফি বিষয় কোন দ্বন্দ্ব নয় বরং এটি ইসলামের এমন উপশাখা যা রসুলের যুগ থেকেই চলে আসছে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলে আকরাম সাঃ এর কতিপয় হাদিস

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

নুমান ইবনে বশীর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া ও সহানুভূতিতে মুমিনদের উদাহরণ একটি দেহের মতো। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন পুরো দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।”

রেফারেন্স: সহীহ মুসলিম: ২৫৮৬; সহীহ বুখারী: ৬০১১

৩. মুমিনরা একে অপরের জন্য প্রাচীরের মতো

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “মুমিন মুমিনের জন্য ইমারতের মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে মজবুত করে।” এরপর তিনি তাঁর এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলে ঢুকিয়ে দেখালেন।

রেফারেন্স: সহীহ বুখারী: ৬০২৬; সহীহ মুসলিম:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيُذِ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ»

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতকে কখনো গোমরাহীর উপর একত্রিত করবেন না। আল্লাহর সাহায্য জামাআতের সাথে আছে। আর যে ব্যক্তি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।”

রেফারেন্স: সুনান তিরমিযী: ২১৬৭; মুসতাদরাকে হাকিম: ১/১১৫, সহিহ

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: * «مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ»

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।”

রেফারেন্স: তাবারানী, আল-মুজামুল আওসাত; হাকিম - হাসান

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।”

রেফারেন্স: সূরা আলে ইমরান

২.২ ব্যাপক দাওয়াত ও দাওয়াতের বিষয়বস্তু

ইসলাম সভ্যতার পুনর্জাগরণ নিছক আবেগের বশবর্তী কোন ভাষণ নয় বরং এ এক বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার মত বিষয় যা বর্তমান সময়ে আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ ইসলামী শারিয়াহ তথা খিলাফতের যথাযথ হাকিকত অনুধাবন না করতে পারলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শারিয়াহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে যাবে। তাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন মাঠ পর্যায়ে কাজ করা। সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ যত জটিল কঠিন ও গুরুতর হবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তার প্রভাব ও ঠিক ততটুকু পড়বে সুতরাং ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের পূর্বে সাধারণ মানুষের ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা দরকার। এর জন্য সর্বপ্রথম তাদের অন্তর থেকে ইসলামওফোবিয়া তথা ইসলাম ভীতি দূর করতে হবে এবং ইসলামের নামে যে অপপ্রচার করা হয় তা দূর করতে হবে এবং ইসলামের প্রকৃত হাকিকত সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে। কেননা ইসলামের প্রকৃত হাকিকত জানলে কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে সে ইসলামিক আইন কে ভালো না বেসে থাকতে পারে। প্রকৃত কল্যাণের জীবন বিধান যে কেবল ইসলামই তা জনসম্মুখে প্রচার করতে হবে।

দাওয়াত দেওয়ার বিষয়ে মাথায় এসে যায় যে এই দাওয়াতী কাজ করবে কে? এই প্রশ্নের সমাধান আমরা পাই বিখ্যাত হাদীস থেকে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَلْغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدَّثُوا *عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّيًا فَلْيَنْبَرَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: *“তোমরা আমার পক্ষ থেকে পোঁছে দাও, যদি একটি আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর, এতে কোনো দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।”

রেফারেন্স:

সহীহ বুখারী, কিতাবুল আশ্বিয়া [নবীদের কাহিনী অধ্যায়], হাদিস নং: ৩৪৬১

কিতাব নম্বর ও বাব: সহীহ বুখারী, কিতাব: ৬০, বাব: ৫০

হাদিসের শিক্ষা:

১. দাওয়াতের দায়িত্ব: ইসলামের যতটুকু ইলম তোমার জানা আছে, সেটাই প্রচার করা ফরযে কিফায়া। পুরো আলেম হওয়া শর্ত না।
২. সতর্কতা: তবে মনগড়া কথা বলা যাবে না। রাসূল ﷺ এর নামে মিথ্যা বললে জাহান্নাম অবধারিত।

*«نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ»

“আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন, যে আমাদের থেকে হাদিস শুনে তা মুখস্থ রাখে এবং অপরের কাছে পৌঁছে দেয়।”

রেফারেন্স: সুনান তিরমিযী: ২৬৫৮, আবু দাউদ: ৩৬৬০, সহীহ

এখন প্রশ্ন হলো সকলে কোন ধারাবাহিকতায় দ্বীন প্রচারের কাজ করবে? সবাই যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দ্বয়ন প্রচারের কাজ করে তবে কি সে দাওয়াত প্রকৃত হকিকত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে?

উত্তর হলো: না।

তবে কিভাবে দাওয়াতের কাজ করা যায়? উত্তর হলো: হক্কানী আলেমের তত্ত্বাবধানে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

এর কারণ চলুন কোরআন ও হাদিসের আলোকে জানা যাক,

১. জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রসঙ্গে কঠোর হুঁশিয়ারি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছেন: “যে ব্যক্তি আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হয় জাহিলিয়াতের মৃত্যু।”

রেফারেন্স: সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদিস নং ৫৩, ১৮৪৮ f688

২. আমীরের আনুগত্য রাসূলেরই আনুগত্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছেন: “যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো।”

রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, অধ্যায় ৫৬ জিহাদ, অনুচ্ছেদ ১০৮, হাদিস নং ২৯৫৫ f688

৪. জামাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে

يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ

“জামাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, সে জাহান্নামে বিচ্ছিন্ন হলো।”

রেফারেন্স: সুনান তিরমিযী, হাদিস: ২১৬৭, সহীহ

৫. তিনজন হলেও একজনকে আমীর বানাও

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“যখন তিনজন সফরে থাকে, তখন তারা যেন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়।”

রেফারেন্স: সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ২৬০৮, হাসান সহীহ

৬. জামাতবদ্ধ থাকার ফযিলত

আরবি:

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ

বাংলা অনুবাদ:

“তোমরা জামাতকে আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ শয়তান একাকী ব্যক্তির সাথে থাকে, আর দু’জন থেকে সে অনেক দূরে থাকে।”

রেফারেন্স: মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, হাদিস: ২১৬৫, সহীহ

উপরোক্ত হাদিস ও কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, দল মত নির্বিশেষে ইসলামী সভ্যতা কে পুনর্জাগরণের নিমিত্তে সকলকে একজন আমিরের নেতৃত্বে একত্রে দাওয়াতে কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এবং এই দাওয়াতী কাজ কেবল হুজুর তথা ওলামায়ে কেরামগণের কাজ নয় বরং যে যেই পেশায় নিয়োজিত থাকুক না কেন নিজ নিজ জায়গা থেকে দাওয়াতি কাজ করতে হবে। তবে ফতোয়া বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উলামায়ে কেরাম গানের কাছেই রাখতে হবে, কোনোভাবেই এখানে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা বলতে পারি একজন রিকশাচালক তিনি রিকশা চালান এবং ইসলামী শারিয়া সম্পর্কে এবং হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এক্ষেত্রে তার করণীয় হলো নিয়মিত একজন আলেম এর কাছ থেকে ইলমি দারস আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করা এবং পারিবারিক তালিমে বৈঠক করা এবং তার কর্ম ক্ষেত্রে সম্ভব হলে প্যাসেঞ্জারের এসব বিষয়ে আলোচনা করা এবং ইসলামী শারিয়া এর মডেল উপস্থাপন করা এবং কি নিজস্ব এলাকায় দাওয়া মূলক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করা।

এরপরে একজন ছাত্র যে কিনা স্কুল কলেজ বা ভার্সিটিতে পড়ছে তার ক্ষেত্রে দাওয়াতি বিষয়ে দায়িত্ব এমন হতে পারে যে, সে তার দৈনিক পড়ালেখার রুটিনে নির্দিষ্ট ১ ঘন্টা তার সাপ্তাহিক হোক বা দৈনিক হোক একজন হক্কানী আলেম এর কাছ থেকে দারস নেবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে এবং আলেমের পরামর্শ অনুযায়ী কিতাবাদী অধ্যয়ন ও গবেষণা করবে এবং এ বিষয়ে সে তার সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করবে এবং কর্মমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়া সহজ সহজ বিষয়গুলো তারা আমলে আনতে পারে যেগুলো করতে সহজ কিন্তু নেকীর পাল্লায় অনেক ভারী উদাহরণ স্বরূপ আমরা একটা হাদিস বর্ণনা করতে পারি

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَزِرُوهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন: “কোনো মুসলিম গাছ লাগালে, তা থেকে যা খাওয়া হয় তা তার জন্য সদকা। যা চুরি হয়ে যায় তাও তার জন্য সদকা। হিংস্র প্রাণী যা খায় তাও তার জন্য সদকা। পাখি যা খায় তাও তার জন্য সদকা। কেউ কোনো ক্ষতি করলেও তা তার জন্য সদকা হিসেবে লেখা হয়।”

রেফারেন্স:সহীহ মুসলিম: ১৫৫২

এছাড়াও যুবকেরা খেলার মাঠে বা বিভিন্ন ক্লাব বা ফাউন্ডেশন গঠন করে জনকল্যাণমূলক কাজ করতে পারেন আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এসব কাজ করলে তারা সদগায়ে জারিয়ার সওয়াব পাবে তেমনি সমাজের ও উন্নয়ন সাধিত হবে।

২.৩ জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি

ইসলাম কোন আবেগ তড়িত জীবন বিধান নয় এটি একটি জ্ঞান ও তথ্য নির্ভর জীবন বিধান তার প্রমাণ আমরা কোরআন নাজিলের প্রথম আয়াত থেকেই পাই যেখানে নবুয়তের প্রথম শব্দ ছিল ইকরা তথা পড়ো। সেই জীবন বিধান কতটুকু কল্যাণধর্মী ও জ্ঞাননির্ভর হতে পারে তা বলার বাকি রাখে না। সুতরাং ইসলামের পুনর্জাগরণ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে অন্যতম হলো জ্ঞান। ইসলামী শরীয়াতের দুটি মূল উৎসের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান আর জ্ঞানের উৎস দুটি হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন,

ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُضُرُّونَكَ ۚ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

বাংলা অনুবাদ:

“আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তবে তাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। বস্তুত তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে পথভ্রষ্ট করে না এবং তারা তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। আর তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অতি মহান।”

রেফারেন্স: সূরা আন-নিসা ৪:১১৩

সুতরাং ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে দাওয়াতের ভিত্তি। দাওয়াহ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে কোন দাওয়াতই এমনভাবে সম্পন্ন হতে পারে না যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। ইমাম বুখারী রাহিমাল্লাহ তার সহীহ বুখারীতে বলা ও আমল করার পূর্বে জ্ঞান অর্জন আবশ্যিক শিরোনামে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। জ্ঞানহীন প্রত্যেকটি দাওয়াতে ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা থাকবে।

ইসলামিক পুনর্জাগন জাগরণে প্রত্যাশী অনেক দ্বীনি ভাইকে আমরা ধর্মীয় আবেগে তাড়িত দেখি নিঃসন্দেহে এটা ভালো দিক কারণ আগ্রহ আবেগ না থাকলে অগ্রগামীতা অর্জিত হয় না কিন্তু শুধু আবেগই যথেষ্ট নয় বরং অবশ্যই তার সাথে এমন জ্ঞান থাকতে হবে যার ভিত্তিতে দাওয়াত ও আমলের ক্ষেত্রে মানুষ পরিচালিত হবে

সুতরাং যে বিষয়ে আহ্বানকারী আহ্বান করবেন সে বিষয়টার প্রতি তার কুরআন সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ জ্ঞান থাকতে হবে। আর কোরআন সুন্নাহ ব্যতীত অন্য সকল অর্জিত জ্ঞানকে প্রথমত কোরআন সুন্নাহর আলোকে জাচাই করতে হবে। কোরআন সুন্নাহ দ্বারা সারটিফাইড হলে তা গ্রহণীয় অন্যথায় হবে তা তাহলে ফিরিয়ে নেওয়া আবশ্যিক হবে।

জ্ঞানহীন দাওয়াত মূর্খতার দাওয়াত। আর মূর্খতার উপর নির্ভরশীল দাওয়াতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। কারণ এক্ষেত্রে দায়ী নিজেকে দিকনির্দেশক ও পথপ্রদর্শক রূপে নিয়োজিত করেন। তাই তিনি যদি মূর্খ হন তাহলে সে মূর্খতার দ্বারা তিনি নিজে পথভ্রষ্ট হন এবং অন্য কেউ পথভ্রষ্ট করেন। আর দ্বীনের মূর্খতা নগণ্য মূর্খতার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর। কারণ নগণ্য মূর্খতা মূর্খকে আটকে রাখে এবং সে কথা বলে না। এ জাতীয় মূর্খতা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে বিদূরিত হতে পারে কিন্তু যত সমস্যা গন্ডমূর্খের

বেলায় সে চুপ থাকেনা বরং কোন বিষয়ে জানা না থাকলেও সে কথা বলবে। আর তখনই সে আলোকিতকারীর চেয়ে ধ্বংসকারী রূপে প্রতীয়মান হবে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, না জেনে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া রসূল সা: ও তার অনুসারীদের আদর্শের পরিপন্থী মনোযোগ দিয়ে শুনুন আল্লাহ সুবহানাতায়ালা তার নবীকে আদেশ দিয়ে বলছেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

বাংলা অনুবাদ:

“বলুন, এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীরা জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।”

রেফারেন্স: সূরা ইউসুফ ১২:১০৮

এছাড়াও এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন,

আরবি:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَلْعَنُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ *«بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

বাংলা অনুবাদ:

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: “তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর, এতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।”

রেফারেন্স: সহীহ বুখারী: ৩৪৬১, কিতাবু আহাদীসিল আশ্বিয়া [নবীদের হাদিস অধ্যায়],
বাব: বনী ইসরাঈল সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُنْعِدًا فَلْيَنْبِرْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ যে ইচ্ছা করে আমার নামে মিথ্যা
বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান করে নেয় - রাসূলের নামে জাল হাদিস বানানো
কবীরা গুনাহ।

নোট: এই হাদিস “ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলের নামে মিথ্যা বলা” বিষয়ে সবচেয়ে কঠোর
হুঁশিয়ারি। তাই কোনো হাদিস বলার আগে তাহকীক করা জরুরি।

বন্ধুগণ না জেনে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ও
তার অনুসারীদের আদর্শের পরিপন্থী।

তাই আল্লাহর বাণী জাগ্রত সরকারের চিন্তা করুন আর তিনটি বিষয়ে জাগ্রত জ্ঞান
সহকারে চিন্তা করতে হবে,

প্রথমত যে বিষয়ে আহ্বান করবেন সে বিষয়ে তাকে জাগ্রত জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে
এটা এভাবে যে যে বিষয়ে তিনি আহ্বান করবেন সে বিষয়ে সরাসরি বিধান সম্পর্কে
জ্ঞান থাকবে। কারণ তিনি কোনো বিষয়কে অপরিহার্য মনে করে সেদিকে আহ্বান
করলেন অথচ দেখা গেল শরীয়তে অপরিহার্য নয় এর ফলে আল্লাহর বান্দাদের জন্য
তিনি এমন বিধান বাধ্যতামূলক করে দিলেন যা আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য বাধ্যতামূলক
করেননি।

দ্বিতীয়তঃ আহুত ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে সজাগ থাকা

আপনি কি তার দিকে দাওয়াত দিতে যাবেন যার অবস্থা সম্পর্কে আপনি সজাগ নন ?
এটা না জেনে যে দ্বীন বিষয়ে তার অবস্থা কিরূপ? হয়ত আহুত ব্যক্তির বাতিল জ্ঞান
সম্পর্কে এত বেশি অভিজ্ঞ যে তিনি আপনাকে গোড়াতেই থামিয়ে দিবেন! যদিও আপনি
হক পন্থী হন না কেন। সুতরাং দাওয়াতের পূর্বে আহুত ব্যক্তির জ্ঞানগত ও তর্কগত
যোগ্যতা কতটুকু তা জেনে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আপনাকে দাওয়াতে নামতে হবে। কারণ
আপনি যদি এমন ব্যক্তি এর সাথে তর্কে নামতে যান যে বাতিল পন্থী হলেও তার

তর্কগত যোগ্যতা আপনার চেয়ে ঢের উন্নত তাহলে তা হকের জন্য বিশাল অকল্যাণ বয়ে আনবে। আর এই জন্য শুধু আপনি দায়ী হবেন।

এছাড়া আপনার থেকে দ্বীনি এলম অর্জন করতে আগ্রহী ব্যক্তিগনেরও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে আপনাকে দাওয়াতে কাজ করতে হবে। কেননা কোন ব্যক্তি হয়তো মানসিকভাবে খুবই চাপে আছে বা বাসা থেকে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছে বা ভীষণ রেগে আছে এমন অবস্থায় সে আপনার কথা গ্রহণ করবে না বরং আপনার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আপনাকেই দুই চার কথা শুনিয়ে দিতে পারে যা আপনার সম্মানের জন্য হীতকর হবে না।

আবার কেউ যদি মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকে তবে তাকে জোর করে দ্বীনের কথা না শোনানো। কারণ এতে সে আল্লাহর রাসূলের প্রতি বিরক্ত হতে পারে। তো এক্ষেত্রে করণীয় হবে তার জন্য তার অনুপস্থিতিতে বেশি করে দোয়া করা।

একই বৈঠকে কাউকে উল্লেখ্য করে দীর্ঘক্ষণ বয়ান না করা। বরং সে যে ধরনের কথা পছন্দ করে তার উপর নির্ভর করে ছোট ছোট কার্যকরী বয়ান পেশ করা যা তার জন্য মেনে চলতে হিতকর হবে আবার সে মনঃক্ষুণ্ণও হবে না।

যেমন কেউ ধূমপান করে আবার সলাত ও আদায় করে তো এক্ষেত্রেই তাকে সরাসরি কটু কথা বলে তিরস্কার করা যাবে না। যে ধূমপানকারী কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না এরকম কথা না বলা। বরং ধূমপান করার দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতিকর দিক তার সামনে মহব্বতের সাথে তুলে ধরা এবং এ থেকে তাকে বিরত হতে অনুরোধ করা।

দাওয়াত এর সুন্দর পদ্ধতি হলো নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় দোয়া ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে মজলিস শুরু করা এবং দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা এ বিষয়ে অবগত করার জন্য পূর্বে সকলকে নির্ধারিত স্থান ও সময় জানিয়ে দেওয়া।

তৃতীয়ত দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া

অনেক দায়ী তাই হওয়ার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে তাদের মধ্যে আপনি বহুল পরিমাণ আবেগ উচ্ছ্বাস দেখতে পারবেন কিন্তু আল্লাহর পথে ডাকার প্রকৃত হেকমত কৌশল থেকে তারা অনেক দূরে। ফলতো তাদের কাজিত উদ্দেশ্য কখনো অর্জিত হবে না এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেন

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

বাংলা অনুবাদ:

“তুমি তোমার রবের পথের দিকে আহ্বান কর হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার রব ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।”

সূরা আন-নাহল ১৬:১২৫

সংক্ষিপ্ত তাফসীর:

এই আয়াতে দাওয়াতের ৩টি মূলনীতি বলা হয়েছে:

১. বিল-হিকমাহ - হিকমত/প্রজ্ঞার সাথে: স্থান-কাল-পাত্র বুঝে কথা বলা
২. মাওইয়াতিল হাসানাহ - উত্তম উপদেশ: নরম ভাষা, দরদ দিয়ে বোঝানো
৩. জিদাল বিল্লাতি হিয়া আহসান - উত্তম পন্থায় বিতর্ক: গালি-গালাজ নয়, যুক্তি ও দলিল দিয়ে

এটি দাওয়াত ও তাবলিগের মূল দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

দাওয়াহ এর পথ কোন গোলাপ বিছানো পথ নয় এ কঙ্কটপূর্ণ পথ যেখানে পথে পথে থাকতে পারে বাধা -বিপত্তি, অপমান -লাঞ্ছনা ইত্যাদি। দাওয়াহ দিতে গিয়ে এমন কিছু অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা ঘটে যেতে পারে যা দাওয়া এর স্প্রীহা দমিয়ে দিতে পারে। তাই দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করে সবরের সাথে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখতে হবে। দুনিয়ার এই অনুকূল

পরিবেশ কেবল আল্লাহ সুবহানাতায়ালা সন্তুষ্টির জন্য এবং এর প্রতিটি ক্ষতের বিনিময়ে রয়েছে উত্তম পুরস্কার যে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা উত্তম ভাবে প্রদান করবেন।

দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে যদি আমরা না জানি তাহলে আমাদের করণীয় হলো দাওয়াত দেওয়ার আদর্শ নিয়ম জানার চেষ্টা করা প্রয়োজনে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বা কোন দায়ীর আন্ডারে দীর্ঘদিন থেকে তার থেকে সহবত লাভ করে বা দারস গ্রহণ করার মাধ্যমে দাওয়াত পদ্ধতি আয়ত্ত করা।

একমুখী দাওয়াতের ক্ষেত্রে দ্বায়ীর গুণাবলী এমন হবে যে সে শুধু যা জানে তাই দাওয়াত দেবে যা সে জানে না সে বিষয়ে সে নীরবেতা নীরবতা অবলম্বন করবে।

২৪ ধৈর্য ধারণ করা ও আল্লাহর কাছে সাহায্য এবং পুরস্কার চাইতে থাকা

দাওয়াতের পথ হল সবরের পথ। দাওয়াতের ক্ষেত্রে কাজিত ফলাফল পেতে কখনো খুব কম সময়ে লাগতে পারে আবার কখনো লাগতে পারে অনেক দীর্ঘ সময়। এই সময় কাটাতে হবে সবর ও দোয়ার মাধ্যমে। দাওয়াতের সেই দীর্ঘ সময়টাতে হতাশ হওয়া যাবে না বরং নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যেতে হবে।

ধৈর্যধারণ বিশ্বের আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেন

আর তুমি ধৈর্য ধারণ করা যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসুলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না

সূরা আহকাফ আয়াত ৩৫

রাসুলের জীবনীতেও আমরা সবরের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যেমন তার বাসার দরজায় ময়লা আবর্জনা ফেললে তিনি বলতেন এটা কেমন প্রতিবেশী স্বরূপ আচরণ? তোমরা আমাকে কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা কিভাবে কষ্ট দিতে পারো?

এরকম ধৈর্যের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখা যায় নবীজির জীবনের পদে পদে।

সুতরাং হে যুবক ভাইবোন হে আল্লাহর পথের দায়ীরা ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন। এবং আনুগত্যের ব্যাপারে নিবেদিত প্রাণ হোন।

নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীল ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। সুতরাং আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে ধৈর্যের সাথে বারবার ডাকতে থাকবো হতাশ হবো না অগ্নি শর্মা হব না।

কেননা আল্লাহ না চাইলে কেউ হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পারে না সুতরাং আমরা যার হেদায়েত চাচ্ছি তার জন্য খাস করে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা দরবারে কান্নাকাটি করে রোনাঝারি করে দোয়া করব তার হেদায়েত চাইবো।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে মাথায় রাখবো যে রসূল সা এর মত মহৎ দায়ীর মক্কায়ে দীর্ঘ ১০ বছর এবং মদিনায় ১৩ বছর দাওয়াতের ফলে ইসলাম কায়েম হয়েছে এটা এক বা দুই দিনে নয়।

সুতরাং ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করতে হবে। সূরা ইমরানের ২০০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহান ওয়াতায়াল্লা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

বাংলা অনুবাদ:

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর, সদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”

*সূরা আলে ইমরান ৩:২০০

সুতরাং ধৈর্যের সাথে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। পরিবারের ক্ষেত্রে সহজতর বিষয় দিয়ে দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করতে হবে। এবং মনে রাখতে হবে আজকে যে বিষয়টি কঠিন কিছু দিন পরে সেটা কঠিন থাকবে না ইনশাআল্লাহ তায়ালা তার সহজ করে দিবেন।

রাগ করে কখনো কোন কিছুর ফায়সালা হয় না। সর্বদা সবরের প্রমাণ দিতে হবে কেননা কোন কিছু করতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগলো তা ভাঙতে বেশি সময় লাগে না

।যেমন একটি ইমারত তৈরি করতে তিন মাস লাগলেও তা ভাঙতে মাত্র তিন ঘন্টাই যথেষ্ট।

তেমনি উম্মাহর ঐক্য অনেক দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফল পক্ষান্তরে এর বিভেদ ঘটানো খুবই সহজতার বিষয় যা অনেকে করে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে অভিভাবকদের বলব আপনার সন্তান যদি আপনাকে দ্বীনি বিষয়ে তালিম দেয় এবং দাওয়াতি কাজ করে তাহলে আপনি তাদের উপর ক্ষিপ্ত হবে না বরং তার কাজের প্রশংসা করবেন এবং নিজেও সে আমল করার চেষ্টা করবেন কেননা গাড়ি-বাড়ি ধন সম্পদের চেয়েও বড় সম্পদ হলো নেককার সন্তান। সুতরাং তার কদর করুন অন্যান্য আট দশটা ছেলে মেয়ের মত আপনার ছেলে মেয়েদের যে গড্ডালিকা প্রবাহে হারিয়ে যায়নি, নেশার জগতে বুদ্ধ হয়ে যায়নি, যেনা ব্যাভিচারের জগতে হারিয়ে যায়নি তার জন্য শুকরিয়া আদায় করুন এবং ছেলে মেয়েদের পাশে দাঁড়ান তাহলে আপনার দুনিয়া আখেরাত কল্যাণ কি হবে ইনশাআল্লাহ।

২.৫ হৃদয়তা ভাতৃত্ববোধ

দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে দ্বীনি ভাই হিসেবে থাকতে হবে এ বিষয়ে আলোচনা বলেন

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

বাংলা অনুবাদ:

“নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।”

সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১০

ইমানের দাবি হলো আমরা একজন আরেকজনের উপর কোন জুলুম অত্যাচার করব না, বাড়াবাড়ি করব না বরং কিছু ইখতিলাফি মতপার্থক্য থাকলেও তাকে নিজের ভাই ভাববো।

বর্তমানে কিছু যুবক আছে যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত নসিব করেছেন এবং তারা শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাদের মধ্যে এমন বিষয়ে মতভেদের কারণে দূরত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ব্যাপারে মতভেদের অবকাশ আছে। কেননা সেগুলো ইজতিহাদী বিষয়। কোরআন ও সুন্নাহর দলিল সে বিষয়ে ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। কিন্তু কতিপয় যুবক চায় সবাই তার মতের অনুসারী হোক। যদি কেউ তাদের মতের অনুসারী না হয় তাহলে তারা তাদেরকে ভ্রষ্ট বলে মনে করে। এরূপ ধ্যান ধারণা পোষণ করা সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী ইমামগণের মতের পরিপন্থী। সুতরাং হক কথা বল কিন্তু মানুষকে নম্রতা ও কমলতা অসহযোগতার সাথে আহ্বান করো যাতে সঠিক পরিণতির দিকে পৌঁছাতে পারে।

সুতরাং একজন দায়ী সকল মুসলিমকে নিজের ভাই ও বোন ভাববে। কারো প্রতি বিদ্বেষ লালন করবে না। কেউ যদি প্রকাশ্য গোমরাহীতে থাকে তবে নরমপন্থায় তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে এবং বেশি বেশি করে তার জন্য দোয়া করবে এবং সর্বত্র ভালোবাসা ছড়াবে।

দায়ীর আচরণ হবে ফুলের মত যে তাকে হাতে নেবে সে তাকে সুঘ্রান দেবে আবার কেউ তাকে কষ্ট দিল তার থেকে সে কল্যাণ ব্যতীত কিছুই পাবে না।

২.৬ সহনশীলতা

একজন দায়ীকে অবশ্যই সহনশীল হতে হবে। সহনশীলতা হবে দায়ীর পোশাক। কেননা দায়ী যদি সহনশীল না হয় তাহলে সে কখনো হকের কথা বলে যেতে পারবে না। যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশ ও যে কোন ক্ষতিপূর কথাবার্তা মেনে নিয়ে নেওয়ার মানসিকতা ও জাজবা তার মধ্যে থাকা আবশ্যিক।

২.৭উত্তম চরিত্রের বিভূষিত হওয়া

একজন দ্বায়ীর সবচেয়ে বড় দাওয়াত হলো তার নিজস্ব আখলাক ও চরিত্র। দ্বায়ীর আখলাক যদি ভালো হয় তবে তার দাওয়াতে কার্যক্রম অনেক ফলপ্রসূ প্রতিমান হয়। কেননা মানুষের উপরে মুখের কথার চেয়ে মানুষের কর্ম বেশি প্রভাব ফেলে। যেমন একজন দায়ী মানুষকে সালাম দেয়ার ফজিলত বর্ণনা করছে অথচ সে নিজেই সকলকে সালাম দেওয়ার অভ্যাসে নেই। তাহলে তার কথা কিন্তু সকলে সাদরে গ্রহণ করবে না। কিন্তু দ্বায়ী যদি যাকে সামনে দেখে তাকে সালাম দেয় যদিও সে ছোট বাচ্চা হয় তাহলে কিন্তু অন্যরাও তার কাছ থেকে এটা শিক্ষা নিতে পারে। আবার একজন দায়ী যদি মানুষকে অন্যকে সাহায্য করার ফজিলত বর্ণনা করে এবং নিজেও সাধ্যমত অন্যের সাহায্যে নিয়োজিত হয় তাহলে কিন্তু সমাজে আমল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে।

এছাড়া দেখা গেল দায়ী সব দিক দিয়ে ভালো কিন্তু তার কথা ককর্শ মধুর নয় এক্ষেত্রে তার কথা হক হলেও মানুষ তা আমল করতে চাইবে না।

অনেক দ্বাইয়ের দরদ মাখা কথার জন্য সাধারণ মানুষ তার ওপর আমলে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

রাসুল (সা:) এর জামানা হতেও আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, কাউকে নসিহত করার আগে নিজে সে কাজটি করতেন ফলোতো অন্যরা সহজেই সেই আমলটি নিজে করতে আগ্রহী হত। রাসুলের জীবনীতে কখনো এটা দেখা যায়নি যে নিজে তিনি যা করেন না অন্যকে তা করার আদেশ প্রদান করেন।। বরং অন্যকে দ্বীনের পথে ডেকে সে অনুযায়ী নিজে না আমল করার পরিণতি ও অত্যন্ত ভয়াবহ চলুন সে বিষয়ে কিছু কোরআন হাদিস থেকে রেফারেন্স জেনে নেওয়া যাক

১. জাহান্নামে নাড়িভুড়ি নিয়ে ঘুরবে

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَيَنْدَلِقُ أَفْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيُّ فُلَانٍ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ أَمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ

বাংলা অনুবাদ:

উসামা ইবনে যায়েদ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি: “কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে আসবে এবং সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা যাঁতাকল নিয়ে ঘোরে। জাহান্নামীরা তার কাছে জড়ো হয়ে বলবে: হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিতে না এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে না? সে বলবে: আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর তোমাদেরকে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম।”
রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদিস ৩২৬৭; সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৯৮৯

২. শুধু জ্ঞান মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, আমল জরুরি

كُلُّهُمْ هَلَكَاءٌ إِلَّا الْعَالِمُونَ، وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَلَكَاءٌ إِلَّا الْعَامِلُونَ

বাংলা অনুবাদ:

“সমস্ত মানুষই ধ্বংসপ্রাপ্ত একমাত্র আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া, আর সমস্ত আলেমই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে একমাত্র আমলকারী আলেম ছাড়া।”

রেফারেন্স: বুখারী 64a5

নোট: শুধু জ্ঞানার্জন করাই মুক্তির পথ নয়, সাথে জ্ঞান অনুযায়ী আমলেরও প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

৩. কুরআনের হুঁশিয়ারি

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

বাংলা অনুবাদ:

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল? আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী যে, তোমরা যা কর না তা বল।”

সূরা আস-সফ ৬১:২-৩

মূল ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:

১. দাওয়াতের আগে নিজের আমল:

দাঈর জন্য শর্ত হলো নিজে আগে আমল করা। রাসূল সাঃ এর আদর্শ এটাই ছিল। আল্লাহ বলেন: “তুমি নিজ প্রতিপালকের দিকে দাওয়াত দিয়ে থাক। নিশ্চয় তুমি সরল পথে আছ”

২. নিয়তের পরিশুদ্ধতা: আমল কবুলের জন্য নিয়ত ও সুন্নাতের পাবন্দি জরুরি। নবীর সুন্নাত না মানলে অন্য কারো আদর্শ চলে আসবে

৩. দ্বিমুখী আচরণের শাস্তি: মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দিয়ে নিজে না করা মুনাফিকের আলামত। এর শাস্তি জাহান্নামে নাড়িভুঁড়ি নিয়ে ঘোরা।

৪. দায়ীর চরিত্র: দাওয়াতের আলোচ্য বিষয় হলো ফিকাহ, আকাইদ, তাসাউফ - অর্থাৎ দীনি শিক্ষা, বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস এবং আমল ও আত্মশুদ্ধি। দাঈর নিজের চরিত্রে এগুলো থাকতে হবে।

তবে মনে রাখবেন: কেউ যদি গুনাহগারও হয়, তবু দাওয়াত দেওয়া ছেড়ে দেবে না। কারণ ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ ফরজ। কিন্তু নিজেকে সংশোধনের চেষ্টাও সমানভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

হাশরের ময়দানে ৫টি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, তার মধ্যে একটি হলো: “ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে”।

একজন দায়ীর যের পোশাক-আশাক থাকবে সুন্নাহ অনুযায়ী। তার পোশাক পরিচ্ছদ থাকবে পরিষ্কার শালীন ও সুন্দর। পোশাক দামি হওয়ার জরুরী নয় তবে তা যেন পরিচ্ছন্ন থাকে এবং সুগন্ধ যুক্ত থাকে।

দায়ীর হাব ভাব হাঁটাচলা কথাবার্তা এবং পোশাক আশাকের মাধ্যমেই তার জ্ঞানের মাহাত্ম্য ফুটে উঠবে।

সুতরাং আমরা প্রত্যেক দায়ীর কাছে এমন আচরণই প্রত্যাশা করি যা একজন দায়ীর সাথে মানানসই। যাতে তিনি একজন প্রকৃত দায়ী হতে পারে এবং তার কথা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে।

২.৮ মানুষ ও দায়ীর মধ্যকার দেওয়ার ভেঙে ফেলা

কিছু মানুষ অঞ্চল বা গোত্রের অবস্থা এত শোচনীয় যে কিছু কিছু দায়ী তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের কাছে দাওয়াতি কার্যক্রম পৌঁছাতে নারাজ। তাদের চিন্তা এরকম যে এমন মানুষ কিভাবে আল্লাহর কথা শুনবে তারা তো ফাসেক এরা তো কাফের এরা তো অমুক এরা তো তমুক।

বাস্তবিকভাবেও হয়তো তাদের অবস্থা সেরকমই কিন্তু আমি বলব হে দ্বীনের দায়ী খারাপ মানুষের কাছে যদি আপনি দ্বীনের দাওয়াত না পৌঁছান তবে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাবে কে? আল্লাহ আপনাকে এত বড় গুরুদায়িত্ব কি শুধু এই কারণে দিয়েছে যে আপনি শুধু ভালো মানুষদের কাছে এটি পৌঁছাবেন!? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিরাত থেকে কি আপনি এটাই শিখেছেন যে কেবল ভালো লোকদের কাছেই দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে? যারা অন্ধকারের নিমজ্জিত তাদের কে অন্ধকার থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করা যাবে না।

সুতরাং তাদের রুচি ও জাহেলিয়াত দেখে বিমর্ষ না হওয়া, ঘাবড়ে না যাওয়া বরং তার জন্য বেশি থেকে বেশী দোয়া করা রোনাজারি করা এবং বারবার তার কাছে যাওয়া আল্লাহর দিকে ডাকা।

মনে রাখবেন ,আপনার কারণে যদি একজন পথভোলা মানুষ আল্লাহর প্রেমের পথ খুঁজে পায় তবে তার সে আশিকির কারণে সাদগায়ে জারিয়ার সওয়াব আপনি আজীবন পেতে থাকবেন। এবং কি আপনার মৃত্যুর পরেও এই সিলসিলা জারি থাকবে ইনশাআল্লাহ যদি সে ব্যক্তি আমলকারী হয়।

সেই ব্যক্তি দ্বারা অন্য কেউ যদি খুব ক্ষুদ্র পরিমাণে কিছু শিখে তবুও তার একটা সাদগায়ে জারিয়া আপনার আমলনামায় আসতে থাকবে। বলুন এমন কোন ব্যবসার সম্ভাবনা কি দুনিয়ার কোন মানুষ আপনাকে দিতে পারবে সহ??

তাহলে এত এত লাভ যে ব্যবসায় সে ব্যবসা করতে কেন এত সংশয়। দ্বায়ীর ও রবের থেকে পথ ভোলা মানুষের মাঝখানে যে প্রাচীর তা ভেঙে দিতেই হবে। তাদের অন্তরেও রবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন ও মোহাব্বত ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অন্তত করতেই হবে। এটাই যে ইমানের দাবি এটাই যে দ্বায়ীর কর্তব্য।

৩ ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে করণীয়:

৩.১ ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে ব্যক্তিগত পর্যায়ের পরে আসে রাষ্ট্রীয় পর্যায়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে করা যাবতীয় কাজের মাধ্যমে যখন খেলাফত এর জন্য জমিন উর্বর হয়ে যাবে তখনই আদর্শ সময় ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনের।

কেননা ক্ষমতা ছাড়া কখনোই প্রকৃত শাসন কায়েম করা সম্ভব নয়। ক্ষমতা হস্তগত হলে কিছু মানুষ বেপরোয়া হলো তাদেরকে লাইনে আনা সম্ভব।

আর কেবল দাওয়াতের মাধ্যমে ও সকল মানুষকে একই লাইনে আনা সম্ভব নয় এজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। আবার সকল কাজ সম্পাদনের পরেও যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইসলামবিদ্বেষী কেউ পায় তাহলেই হল। এখান থেকেই খিলাফতের লাইনে ফুলস্টপ। যা আমরা আমাদের স্বাধীন দেশে বিগত সরকারের আমল হতে দেখে আসছি।

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ শুধু ব্যক্তি সংশোধন বা কিছু আচার-অনুষ্ঠান দিয়ে সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, আর সেই ব্যবস্থাপনার মূল চালিকাশক্তি হলো রাষ্ট্রনায়ক। কুরআন-হাদিসের আলোকে কারণগুলো দেখা যাক:

১. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যম রাষ্ট্র

কুরআনের দলিল:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

“আর তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার কর।” [সূরা মায়িদা ৫:৪৯]

হাদিস:

وَأَنَا أُمْرُكُمْ بِحَمْلِ اللَّهِ أَمْرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি: জামাতবদ্ধ হওয়া, শ্রবণ করা, আনুগত্য করা, হিজরত ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা।”

ব্যাখ্যা: সালাত, যাকাত, হুদুদ, কিসাস, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি - ইসলামের অধিকাংশ বিধান ব্যক্তিগতভাবে পালন সম্ভব নয়। এগুলোর জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা লাগে। রাসূল সাঃ মদীনায় রাষ্ট্র গঠন করেই ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাষ্ট্রনায়ক ছাড়া এসব বিধান কিতাবেই থেকে যায়, বাস্তবে আসে না।

২. জামাতবদ্ধতা ও ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হলো ইমাম/আমীর

হাদিস:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“যখন তিনজন সফরে থাকে, তখন তারা যেন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়।”

ব্যাখ্যা: ৩ জন হলেও আমীর লাগে, আর উম্মাহর জন্য তো অবশ্যই। আমীর ছাড়া জামাত হয় না, জামাত ছাড়া শক্তি হয় না। আজ মুসলিম উম্মাহ ৫৭টি রাষ্ট্রে বিভক্ত, কিন্তু ইসলামী নেতৃত্ব না থাকায় ২০০ কোটি মুসলিমও ফিলিস্তিন ইস্যুতে অসহায়। ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বই উম্মাহকে ‘সীসাঢালা প্রাচীর’ বানাতে পারে

৩. নেতৃত্বের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য: তাকওয়া ও যোগ্যতা

হাদিস:

“জনগণের নেতা হবে সে যে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখে।”

ব্যাখ্যা: ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের জন্য এমন রাষ্ট্রনায়ক দরকার যার ৩টি গুণ থাকবে:

১. ইলম: কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান। নইলে সে মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করবে।
২. তাকওয়া: আল্লাহভীতি। নইলে ক্ষমতা তাকে ফেরাউন বানাবে।

3. যোগ্যতা: রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি, যুদ্ধনীতির জ্ঞান। রাসূল সাঃ ছিলেন একাধারে নবী, রাষ্ট্রনায়ক, সেনাপতি, বিচারক।

8. আনুগত্যের সূত্র রাষ্ট্রনায়ক

হাদিস:

وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

“যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে আমীরের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো।”

ব্যাখ্যা: ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিনিধি। তার আনুগত্য করা ফরজ। বর্তমানে সেক্যুলার শাসকদের আনুগত্য করতে গিয়ে উম্মাহ দীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ইসলামী নেতৃত্ব এলে আনুগত্যের পথ সহজ হবে।

৫. সভ্যতার পাহারাদার: ‘রিবাত’ এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের

কুরআন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا

“হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধরো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সদা প্রস্তুত থাকো/সীমান্ত পাহারা দাও।”

ব্যাখ্যা: ‘রিবাত’ মানে ইসলামী ভূখণ্ড ও সভ্যতার পাহারা দেওয়া। এটা ব্যক্তিগত কাজ নয়, রাষ্ট্রীয় কাজ। আজ মুসলিম সভ্যতার উপর বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক আগ্রাসন চলছে। ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক ছাড়া এই ‘রিবাত’ সম্ভব নয়।

পুনর্জাগরণের রোডম্যাপে রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকা

- একজন ইসলামিক রাষ্ট্রনায়ক আইন হিসেবে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করবেন

- একজন ইসলামিক রাষ্ট্রনায়ক ফিকাহ, আকাইদ, তাসাউফভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করবেন।
- একজন ইসলামিক রাষ্ট্রনায়ক সুদ, পুঁজিবাদ যাকাত, শোবাইতুল মাল, সুদমুক্ত অর্থনীতি গড়ে তুলবেন।
- একজন ইসলামিক রাষ্ট্রনায়ক জাতীয় স্বার্থ, উম্মাহর স্বার্থ, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলবেন।
- একজন ইসলামিক রাষ্ট্রনায়ক ইসলামী তাহযিব-তমদ্বুন রক্ষা করবেন।

শেষ কথা:

রাসূল সাঃ ১৩ বছর মক্কায় ব্যক্তি গঠন করেছেন, কিন্তু সভ্যতা গড়েছেন মদীনায় রাষ্ট্র গঠনের পর। খুলাফায়ে রাশেদার ৩০ বছরে ইসলাম ৩ মহাদেশে ছড়িয়েছে রাষ্ট্রশক্তির কারণেই।

তাই ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ চাইলে প্রথম কাজ হলো যোগ্য, মুত্তাকি, ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন করা ও তার হাতে বাইয়াত দেওয়া। নেতৃত্ব ছাড়া উম্মাহ হলো রাখালবিহীন ছাগলের পালের মতো - যা শয়তানের জন্য সহজ শিকার

৩.২ মুসলমানদের শক্তির উৎস

সভ্যতার পুনর্জাগরণ মানে শুধু অতীতের গৌরব ফিরিয়ে আনা নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে আবার বিশ্বনেতৃত্ব দেওয়া। এর জন্য ৮টি মূল শক্তির উৎস লাগবে:

১. ঈমান ও তাওহীদের চেতনা - আদর্শিক শক্তি*

দলিল: اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا “নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে আছেন।” [নাহল ১৬:১২৮]

পুনর্জাগরণে ভূমিকা: পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি বস্তুবাদ, ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি তাওহীদ। যখন মুসলিম উম্মাহ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর চেতনায় জাগবে, তখনই অন্য সব সভ্যতার দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে। বদরে ৩১৩ জন এ ঈমানের জোরেই ১০০০ জনকে হারিয়েছে।

২. ইলম ও আমলের সমন্বয় - বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি

দলিল: كُتِبَ لَهُمْ هَلْكَاءٌ إِلَّا الْعَامِلُونَ “সমস্ত আলেম ধ্বংসপ্রাপ্ত একমাত্র আমলকারী আলেম ছাড়া।”

পুনর্জাগরণে ভূমিকা: মুসলিমরা যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দিয়েছে তখনই সভ্যতা শীর্ষে ছিল। শুধু ফিকহ নয়, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন - সব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ লাগবে। ইলম ছাড়া আমল অন্ধ, আমল ছাড়া ইলম পঙ্গু।

৩. সবর ও রিবাত - প্রতিরক্ষা শক্তি

দলিল: اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا “ধৈর্য ধরো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সদা প্রস্তুত থাকো।” [আলে ইমরান ৩:২০০]

পুনর্জাগরণে ভূমিকা: সভ্যতার উপর বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক আগ্রাসন চলছে। ‘রিবাত’ মানে সীমান্ত পাহারা। আজকের রিবাত হলো মিডিয়া, শিক্ষা, অর্থনীতি দিয়ে ইসলামী সভ্যতাকে রক্ষা করা। সবর ছাড়া দীর্ঘ লড়াই সম্ভব না।

৪. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ - বিজয়ী শক্তি

দলিল: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا “তোমরা যদি যুদ্ধযাত্রা না কর, আল্লাহ কঠোর শাস্তি দেবেন।” [তওবা ৯:৩৯]

পুনর্জাগরণে ভূমিকা: জিহাদ মানে শুধু অস্ত্র নয়। কলমের জিহাদ, অর্থের জিহাদ, মিডিয়ার জিহাদ। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, উইঘুর - সর্বত্র মজলুমের পাশে দাঁড়ানো। জিহাদ বন্ধ করলে আল্লাহ অন্য জাতি দিয়ে আমাদের বদলে দেবেন।

৫. দাওয়াত ও ইসলাহ - নৈতিক শক্তি*

দলিল: وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতেই হবে যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে।” [আলে ইমরান ৩:১০৪]

পুনর্জাগরণে ভূমিকা: দাওয়াত ছাড়া সভ্যতা প্রসারিত হয় না। রাসূল সাঃ এর আখলাক ও দাওয়াতেই মানুষ দলে দলে ইসলামে এসেছে। আজ আমাদের ‘বিল হিকমাহ ওয়াল মাওইয়াতিল হাসানাহ’ দিয়ে দাওয়াত দিতে হবে [নাহল ১৬:১২৫]।

৬. অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা - বস্তুগত শক্তি

দলিল: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ “আর তাদের মোকাবেলায় তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী শক্তি প্রস্তুত কর।” [আনফাল ৮:৬০]

পুনর্জাগরণে ভূমিকা: সুদমুক্ত অর্থনীতি, যাকাতভিত্তিক বণ্টন, বাইতুল মাল - এই ব্যবস্থা ছাড়া সভ্যতা দাঁড়াবে না। আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের দাসত্ব থেকে বের হয়ে নিজস্ব অর্থনীতি গড়তে হবে।

৭. দোয়া ও তাওয়াক্কুল - রূহানী শক্তি

দলিল: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ “যখন সংকল্প কর, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর।” [আলে ইমরান ৩:১৫৯]

পুনর্জাগরণে ভূমিকা: আসবাব গ্রহণ করার পর আল্লাহর উপর ভরসাই মুমিনের আসল হাতিয়ার। বদরের রাতে রাসূল সাঃ এর দোয়াই বিজয় এনেছিল।

সভ্যতা পুনর্জাগরণের সূত্র:

ঈমান + জামাত + ইলম + সবর + জিহাদ + দাওয়াত + অর্থনীতি + তাওয়াক্কুল =
ইসলামী সভ্যতা

ইতিহাসের শিক্ষা:

১. মক্কী যুগ: ১৩ বছর ব্যক্তি গঠন - ঈমান ও সবরের শক্তি
২. মাদানী যুগ: ১০ বছর রাষ্ট্র গঠন - জামাত, জিহাদ, অর্থনীতির শক্তি
৩. খুলাফায়ে রাশেদা: ৩০ বছরে ৩ মহাদেশ - সব শক্তির সমন্বয়

আজকের বাস্তবতা: আমাদের কাছে কুরআন আছে, ২০০ কোটি জনসংখ্যা আছে, তেল-গ্যাস আছে। নেই শুধু ঈমানী চেতনা, ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ও আমল। এই ৩টা ফিরে এলেই সভ্যতা ফিরবে।

রাসূল সাঃ এর ভবিষ্যদ্বাণী: “তোমাদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন অন্যান্য জাতি তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে... কারণ তোমাদের অন্তরে ‘ওয়াহান’ ঢুকে যাবে।” সাহাবীরা বললেন: ওয়াহান কী? বললেন: “দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়।”
[আবু দাউদ]

তাই পুনর্জাগরণের প্রথম শর্ত: দুনিয়ার মহব্বত ছেড়ে আখিরাতমুখী হওয়া।

৩.৩ কোরআন ও সুন্নাহ সঠিক মর্ম অনুধাবন করা

ইসলামী সভ্যতা কোনো ইট-পাথরের নাম নয়, এটি ওহীভিত্তিক জীবনদর্শন। এই সভ্যতা পুনর্জাগরণের মূল চাবিকাঠি হলো কুরআন-সুন্নাহর সঠিক বাণী বোঝা। কারণ ছাড়া ফল আসে না।

১. কুরআন-সুন্নাহই সভ্যতার ‘সোর্স কোড’

দলিল:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

“আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।” [মুয়াত্তা মালিক]

কারণ: কম্পিউটার ভুল কোডে চলে না। তেমনি উম্মাহ যদি কুরআন-সুন্নাহ ভুল বোঝে বা আংশিক বোঝে, তাহলে যে সভ্যতা গড়বে তা ইসলামী হবে না। খারেজি, মুতাজিলা, বাতেনী ফিরকা - সবাই কুরআন পড়ত, কিন্তু ভুল বুঝে উম্মাহকে টুকরো করেছে।

২. ভুল ব্যাখ্যাই উম্মাহর পতনের প্রধান কারণ

কুরআনের হুঁশিয়ারি:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

“তারা আল্লাহর কালামকে তার স্থান থেকে বিকৃত করে।” [মায়িদা ৫:১৩]

ইতিহাসের শিক্ষা:

১. তাকদীরের ভুল ব্যাখ্যা: ‘সব আল্লাহর হাতে’ বলে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, জিহাদ ছেড়ে দিল। ফলে ইউরোপ এগিয়ে গেল।

২. জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা: কেউ জিহাদ মানে শুধু নফসের সাথে যুদ্ধ বোঝাল, কেউ নিরীহ হত্যাকে জিহাদ বলল। ফলে উম্মাহ হয় কাপুরুষ না হয় সন্ত্রাসী হলো।

৩. তাওয়াঙ্কুলের ভুল ব্যাখ্যা: ‘আল্লাহ দেবেন’ বলে আসবাব গ্রহণ ছেড়ে দিল। অথচ রাসূল সাঃ উট বেঁধে তারপর তাওয়াঙ্কুল করেছেন।

ফল: সভ্যতা নেতৃত্ব হারাল। আজ ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্র থাকলেও নিজস্ব শিক্ষা, অর্থনীতি, প্রযুক্তি নেই।

৩. সঠিক অনুধাবন ছাড়া ঐক্য অসম্ভব

দলিল: “وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا! ” “তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধর, বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” [আলে ইমরান ৩:১০৩]

কারণ: ‘আল্লাহর রজ্জু’ মানে কুরআন-সুন্নাহ। কিন্তু ৭৩ ফিরকা সবাই দাবি করে তারা কুরআন মানে। সমস্যা ‘আঁকড়ে ধরা’য় নয়, ‘বোঝা’য়। সাহাবীরা যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে না বুঝলে ঐক্য হবে না। ইমাম মালিক বলেন: “এই উম্মাহর শেষাংশ সংশোধন হবে না, তবে সেই পথে যা দিয়ে প্রথমাংশ সংশোধন হয়েছিল।” অর্থাৎ সাহাবীদের বুঝ।

৪. আমল করুলের শর্ত সঠিক ইলম

হাদিস:

كُلُّهُمْ هَلَكَاءٌ إِلَّا الْعَالِمُونَ، وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَلَكَاءٌ إِلَّا الْعَامِلُونَ

“সমস্ত মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত একমাত্র আলেম ছাড়া, আর সমস্ত আলেম ধ্বংসপ্রাপ্ত একমাত্র আমলকারী আলেম ছাড়া।”

কারণ: আল্লাহ দেখেন অন্তর ও আমল [মুসলিম ৪৬৫৭]। কিন্তু আমল যদি বিদআত হয়, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী হয়, তাহলে তা বাতিল। রাসূল সাঃ বলেন: “যে এমন আমল করল যার উপর আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” [মুসলিম]। সভ্যতা গড়তে হাজার আমল লাগে। ভুল আমল দিয়ে সভ্যতা নয়, ধ্বংস হয়।

৫. নেতৃত্বের যোগ্যতার প্রথম শর্ত সঠিক ইলম

দলিল: “জনগণের নেতা হবে সে যে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখে।”

কারণ: ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক যদি কুরআনের আয়াত **وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ** এর মানে শুধু ‘তাসবিহের শক্তি’ বোঝে, তাহলে সে ক্ষেপণাস্ত্র বানাবে না। ফলে উম্মাহ মার খাবে। উমর রা. কুরআন বুঝেই অর্ধপৃথিবী শাসন করেছেন।

৬. দাওয়াতের মূলনীতি: ‘বিল হিকমাহ’ বুঝতে কুরআন লাগে

দলিল: **ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ** “তোমার রবের পথে ডাক হিকমত ও উত্তম উপদেশ দিয়ে।” [নাহল ১৬:১২৫]

কারণ: ‘হিকমাহ’ মানে স্থান-কাল-পাত্র বুঝে কুরআন-সুন্নাহ পেশ করা। কুরআন না বুঝলে দাঈ হয় গোঁড়া হবে, না হয় শৈথিল্যবাদী হবে। দুটোই সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর।

৭. শত্রুর চক্রান্ত বুঝতে ওহীর জ্ঞান লাগে

দলিল: **وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ** “ইহুদী-খ্রিস্টানরা তোমার উপর কখনো সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ কর।” [বাকারা ২:১২০]

কারণ: আজ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, LGBTQ, সুদী অর্থনীতি কুরআন দিয়েই রুখতে হবে। কুরআন না বুঝলে মুসলিমরাই এগুলোকে ‘প্রগতি’ ভেবে গ্রহণ করবে। এভাবেই সভ্যতা ভেতর থেকে ধ্বসে যায়।

পুনর্জাগরণের জন্য ৩ স্তরে কুরআন-সুন্নাহ বোঝা ফরজ:

স্তর কাজ ফলাফল

১. ব্যক্তি – তাজবীদ, তরজমা, সাহাবীদের তাফসীর দিয়ে কুরআন পড়া ঈমান মজবুত, বিদআত থেকে মুক্তি

২. আলেম – উসূলুল ফিকহ, উসূলুত তাফসীর, হাদিস শাস্ত্র দিয়ে ইজতিহাদ যুগোপযোগী সমাধান, ফিতনা বন্ধ

৩. রাষ্ট্র – শিক্ষা, আইন, অর্থনীতি কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে সাজানো ইনসাফভিত্তিক সভ্যতা কায়ম।

সারকথা: ইউরোপ রেনেসাঁ পেয়েছে গ্রিক দর্শন দিয়ে। মুসলিম উম্মাহ রেনেসাঁ পাবে ওহী দিয়ে। কিন্তু ওহী তাকে থাকলে হবে না, বুঝতে হবে সাহাবীদের মতো করে।

রাসূল সাঃ এর দুআ: اللَّهُمَّ فَهِّئْ لِي فِي الدِّينِ “হে আল্লাহ! আমাকে দীনের সঠিক বুঝ দান কর।” [বুখারী]

যদি রাসূল সাঃ এর জন্য ‘ফিকহুদ্দীন’ লাগে, আমাদের কত বেশি লাগবে!

কুরআন-সুন্নাহর সঠিক বুঝ ছাড়া ইসলামী সভ্যতা = ইঞ্জিন ছাড়া গাড়ি। যতই ঠেলেন, আগাবে না।

৩.৩ ঐক্য

সভ্যতা গড়ে ব্যক্তি দিয়ে নয়, উম্মাহ দিয়ে। আর উম্মাহর প্রাণ হলো ঐক্য। ইট আলাদা আলাদা থাকলে দালান হয় না, সিমেন্ট দিয়ে জোড়া লাগাতে হয়। মুসলিম উম্মাহর সিমেন্ট হলো ঐক্য।

১. কুরআনের সরাসরি নির্দেশ: ঐক্যই ফরজ

দলিল ১:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” [আলে ইমরান ৩:১০৩]

দলিল ২:

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

“তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, করলে তোমরা ব্যর্থ হবে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে।” [আনফাল ৮:৪৬]

কারণ: আল্লাহ ‘ব্যর্থতা’ ও ‘শক্তি চলে যাওয়া’কে সরাসরি ঝগড়ার সাথে যুক্ত করেছেন। আজ ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্র, ২০০ কোটি মুসলিম। কিন্তু ফিলিস্তিনে ৫০ হাজার শহীদ হলেও আমরা কিছু করতে পারি না। কারণ ‘রীহ’ মানে হাওয়া/শক্তি চলে গেছে - বিভক্তির কারণে।

২. জামাত ছাড়া ইসলাম নেই - হাদিসের ঘোষণা

হাদিস ১:

يُذِ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ

“আল্লাহর হাত জামাতের উপর রয়েছে। যে বিচ্ছিন্ন হলো, সে জাহান্নামে বিচ্ছিন্ন হলো।”
[তিরমিযী ২১৬৭]

হাদিস ২:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

“যে আনুগত্য ছেড়ে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু।”
[মুসলিম ১৮৪৮]

কারণ: রাসূল সাঃ ৩ জনকেও সফরে আমীর বানাতে বলেছেন। তাহলে ২০০ কোটির উম্মাহ কীভাবে নেতৃত্ব ছাড়া চলবে? জামাত ছাড়া দীনও টিকে না, দুনিয়াও টিকে না।

৩. ইতিহাসের শিক্ষা: ঐক্যে উত্থান, বিভক্তিতে পতন

- রাসূল সাঃ এর যুগে আনসার-মুহাজির ছিল এক দেহ ফল ২৩ বছরে আরব উপদ্বীপ বিজয়।
- খুলাফায়ে রাশেদা ছিল এক খলিফার অধীনে ফল ৩০ বছরে ৩ মহাদেশে ইসলাম।

- উমাইয়া-আব্বাসীদের ছিল আভ্যন্তরীণ ঐক্য ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বনেতৃত্ব দিয়েছিল।
- উসমানী খিলাফত পতনে আরব-তুর্কি বিভক্তি, জাতীয়তাবাদের ফলে ১৯২৪ সালে খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটে।

বর্তমানে ৫৭ টুকরা, মাযহাবী-দলীয় কোন্দল সভ্যতার নেতৃত্ব হারানো
মূল সূত্র: ঐক্য = সভ্যতা। বিভক্তি = গোলামী।

৪. শত্রু সবসময় 'Divide and Rule' নীতি চালায়

কুরআনের ইঙ্গিত:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا شِيَعًا

“নিশ্চয়ই ফেরাউন পৃথিবীতে উদ্ধত হয়েছিল এবং সেখানকার মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল।” [কাসাস ২৮:৪]

বাস্তবতা: ব্রিটিশরা ‘আরব বিদ্রোহ’ ঘটিয়ে উসমানীদের ভেঙেছে। এখন আমেরিকা শিয়া-সুন্নী, মাযহাবী, দলীয় কোন্দল উস্কে দেয়। কারণ তারা জানে: মুসলিমরা এক হলে বিশ্বনেতৃত্ব আবার মুসলিমদের হাতে যাবে।

৫. সভ্যতার ৪টি স্তরের জন্য ঐক্য শর্ত।

সভ্যতার স্তম্ভ ঐক্য ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ

ক. রাজনৈতিক শক্তি না থাকায় ৫৭ রাষ্ট্র আলাদা আলাদা ভেটো খায়। এক খলিফা হলে জাতিসংঘ কাঁপত।

খ. অর্থনৈতিক শক্তি নেই। তাই মুসলিম দেশগুলো একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে। এক বাজার হলে ডলারের গোলামী থাকত না।

গ. সামরিক শক্তি র ঐক্য নেই। সৌদির অস্ত্র, তুর্কির ড্রোন, পাকিস্তানের পরমাণু - আলাদা আলাদা অকেজো। এক কমান্ডে অপরাজেয়।

৬. ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি ঈমান, জাতীয়তা নয়

দলিল:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

“মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।” [হুজুরাত ৪৯:১০]

কারণ: বাঙালি, আরব, তুর্কি, কুর্দি - এসব পরিচয় কবরে যাবে না। যাবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। রাসূল সাঃ বেলাল হাবশী, সালমান ফারসী, সুহাইব রুমীকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে সভ্যতা গড়েছেন। জাতীয়তাবাদ ইসলামী সভ্যতার ক্যান্সার।

৭. আল্লাহর সাহায্য ঐক্যবদ্ধ জামাতের সাথে

হাদিস:

“শয়তান একাকী ব্যক্তির সাথে থাকে, দু’জনের থেকে দূরে থাকে। তিনজন হলে শয়তান আরও দূরে থাকে। তোমরা জামাতবদ্ধ থাকো।” [তিরমিযী]

ব্যাখ্যা: নামাজেও কাতার সোজা না করলে আল্লাহ অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি করেন। উম্মাহর কাতার সোজা না হলে সাহায্য আসবে কীভাবে?

পুনর্জাগরণের জন্য ঐক্যের রোডম্যাপ:

১. আকীদার ঐক্য: কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবীদের বুকের উপর এক হওয়া। ছোটখাট ফিকহী ইখতিলাফ নিয়ে ঝগড়া না করা।
২. নেতৃত্বের ঐক্য: যোগ্য একজন ইসলামী রাষ্ট্রনায়কের হাতে বাইয়াত। ‘আহলুল হাল ওয়াল আকদ’ এর মাধ্যমে নির্বাচন।
৩. কর্মের ঐক্য: ফিলিস্তিন, শিক্ষা, অর্থনীতি - কমন ইস্যুতে একসাথে কাজ করা। দলীয় স্বার্থ বাদ দিয়ে উম্মাহর স্বার্থ দেখা।

৪.হৃদয়ের ঐক্য: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** - এই চেতনা লালন। অন্য মুসলিমকে কাফের বলা বন্ধ করা।

শেষ কথা: রাসূল সাঃ বলেছেন: “মুমিনগণ পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও সহানুভূতিতে এক দেহের মতো। দেহের এক অংশ অসুস্থ হলে সারা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভোগে।”
[বুখারী]

আজ ফিলিস্তিনের রক্তে আমাদের জ্বর আসে না। কারণ আমরা এক দেহ নেই। দেহ না হলে সভ্যতা হবে কী দিয়ে?

তাই সভ্যতার পুনর্জাগরণের প্রথম কাজ: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** - সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু ধরো। আলাদা আলাদা ধরলে ছিঁড়ে যাবে।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার বাস্তব কর্মপদ্ধতি

ঐক্য শুধু স্লোগান নয়, এটা প্রজেক্ট। রাসূল সাঃ মদীনায় ২৩টি গোত্রকে এক উম্মাহ বানিয়েছিলেন ধাপে ধাপে। আমাদেরও সেই সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে।

১. আকীদা ও মানহাজের ঐক্য: ভিত্তি ঠিক করা

*কুরআনের নির্দেশ:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
“এটাই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে সেগুলো তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।” [আনআম ৬:১৫৩]

বাস্তব পদক্ষেপ:

১. কমন প্ল্যাটফর্ম: কুরআন, সহীহ সুন্নাহ ও সাহাবীদের বুঝ - এই ৩টির উপর সবাইকে এক করা।

2. ইখতিলাফের আদব শেখানো: ইমাম শাফিঈ বলতেন: “আমার মত সঠিক, তবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।” ফিকহী ইখতিলাফ নিয়ে তাকফীর-তাবদী বন্ধ করা।
3. উম্মাহর ‘মাজমাউল ফিকহী’ গঠন: OIC এর অধীনে বিশ্বের বড় আলেমদের নিয়ে বোর্ড, যারা সমসাময়িক মাসআলায় এক ফতোয়া দেবেন।

২. নেতৃত্বের ঐক্য: একজন আমীরের অধীনে আসা

হাদিস: **إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ** “তিনজন সফরে থাকলেও একজনকে আমীর বানাও।”

বাস্তব পদক্ষেপ:

1. আহলুল হাল ওয়াল আকদ গঠন: প্রত্যেক দেশে ১০০ জন শীর্ষ আলেম, দ্বীনদার বুদ্ধিজীবী, গোত্রপ্রধান, সাবেক সেনা কর্মকর্তা নিয়ে শূরা বোর্ড।
2. যোগ্য নেতা বাছাই: ৭টি শর্ত - মুসলিম, পুরুষ, বালেগ, আদিল, আলেম, সক্ষম, কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে শাসনের অঙ্গীকারকারী।
3. ধাপে ধাপে বাইয়াত: প্রথমে স্থানীয় আমীর, তারপর জাতীয়, তারপর আন্তর্জাতিক খলিফা। রাসূল সাঃ মদীনার সনদ দিয়ে প্রথমে মদীনা রাষ্ট্র এক করেছেন।

সতর্কতা: নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া হারাম। উম্মাহ যাকে যোগ্য মনে করবে, তাকে দায়িত্ব দেবে [বুখারী ৭১৪৬]।

৩. হৃদয়ের ঐক্য: ভ্রাতৃত্ব জাগ্রত করা

কুরআন: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** “মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।” [হুজুরাত ৪৯:১০]

বাস্তব পদক্ষেপ:

1. মুআখাত কর্মসূচি: মদীনায় আনসার-মুহাজির ভাই বানানোর মতো ধনী মুসলিম দেশ গরীব মুসলিম দেশকে ‘Adopt’ করবে। সৌদি-সোমালিয়া, তুরস্ক-উইঘুর।

২.ঘৃণা চর্চা বন্ধ: ওয়াজ, ফেসবুক, ইউটিউবে অন্য মাযহাব/দলকে গালি দেওয়া বন্ধ।
মতভেদ হবে, মনভেদ নয়।

৩.একসাথে ইবাদত: হজ, উমরা, ইজতেমায় দলীয় ব্যানার নিষিদ্ধ। সবাই 'লাব্বাইক'
এর পতাকাতলে।

৪. কর্মের ঐক্য: কমন ইস্যুতে একসাথে কাজ

কুরআন: وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوَى “তোমরা সৎকাজ ও তাকওয়ায় পরস্পর
সহযোগিতা কর।” [মায়িদা ৫:২]

বাস্তব পদক্ষেপ:

চলুন দেখা যাক কোন সেক্টর ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির ফলাফল কেমন দ্বারায়,

ক. ফিলিস্তিন - সব মুসলিম দেশ একসাথে অর্থনৈতিক অবরোধ, কূটনৈতিক চাপ
ইসরাইল একা হয়ে যাবে।

খ. অর্থনীতি - 'ইসলামী দিনার' চালু, সুদমুক্ত বাণিজ্য জোন ডলারের গোলামী
শেষ।

গ. মিডিয়া - আল-জাজিরা, TRT, আর ইসলামী ইউটিউবারদের সমন্বয়ে 'উম্মাহ
মিডিয়া' পশ্চিমা প্রোপাগান্ডা রুখবে।

ঘ. শিক্ষা - একই সিলেবাস: কুরআন + বিজ্ঞান + জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ২০
বছরে নতুন প্রজন্ম তৈরি।

ঙ. প্রতিরক্ষা - 'মুসলিম ন্যাটো' গঠন: তুর্কি, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান সমন্বয়
কোনো মুসলিম দেশে হামলা মানে সবার উপর হামলা।

৫. শত্রু চেনা ও অভ্যন্তরীণ ফিতনা দমন

কুরআন: **وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ** “ইহুদী-খ্রিস্টানরা তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না।” [বাকারা ২:১২০]

বাস্তব পদক্ষেপ:

1. ‘Divide and Rule’ বোঝা: শিয়া-সুন্নী যুদ্ধ, আরব-আজম দ্বন্দ্ব কারা উস্কে দেয় তা উম্মাহকে জানানো।
2. তাকফীরি মানহাজ বর্জন: সামান্য ইখতিলাফে কাফের বলা খারেজীদের পথ। ইবনে তাইমিয়া বলেন: “আহলে কিবলাকে কাফের বলবে না।”
3. মুনাফিক চিহ্নিত করা: যারা উম্মাহর মধ্যে বিভেদ লাগায়, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া।

৬. সবর ও ত্যাগের মানসিকতা তৈরি

কুরআন: **اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا** “ধৈর্য ধরো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো, সদা প্রস্তুত থাকো।” [আলে ইমরান ৩:২০০]

বাস্তব পদক্ষেপ:

1. দলীয় স্বার্থ কুরবানী: ‘আমার দল বড়’ না বলে ‘উম্মাহ বড়’ বলা শেখা। হাসান রা. খিলাফত ছেড়ে দিয়েছিলেন উম্মাহর ঐক্যের জন্য।
2. ৫০ বছর মেয়াদী প্ল্যান: রাতারাতি খিলাফত হবে না। তুরস্ক ১০০ বছর সেক্যুলার থাকার পর ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। সবর লাগবে।
3. তারবিয়াত: পরিবার, মসজিদ, মাদরাসায় ‘আমরা এক উম্মাহ’ এই দারস দেওয়া।

রাসূল সাঃ এর মাদানী মডেল: ৫ ধাপে ঐক্য

ক. মসজিদে নববী: সবার মিলনকেন্দ্র - ইবাদত, পরামর্শ, বিচার এক জায়গায়।

খ. মুআখাত: আনসার-মুহাজির ভ্রাতৃত্ব - অর্থনৈতিক ঐক্য।

- গ. মদীনার সনদ: ইহুদীসহ সব গোত্র নিয়ে লিখিত সংবিধান - রাজনৈতিক ঐক্য।
 ঘ. বাইয়াত: আকাবা ও রিদওয়ানের বাইয়াত - নেতৃত্বের ঐক্য।
 ঙ. জিহাদ: বদর, উহুদ, খন্দক - সবাই এক কাতারে - প্রতিরক্ষার ঐক্য।

শুরুটা কোথা থেকে করবেন?

১. নিজে: অন্য মাযহাবের ভাইকে সালাম দিন, তার পিছনে নামাজ পড়ুন।
২. পরিবার: সন্তানকে শেখান - ‘তুমি প্রথমে মুসলিম, তারপর বাঙালি’।
৩. মসজিদ: খতিব সাহেবকে বলুন জুমায় দলীয় খুতবা না দিয়ে ঐক্যের খুতবা দিতে।
৪. সোশ্যাল মিডিয়া: #OneUmmah হ্যাশট্যাগে বিভেদ নয়, ঐক্যের পোস্ট দিন।

মনে রাখবেন: আল্লাহ বলেন: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ** “আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।” [সফ ৬১:৪]

ইটগুলো আলাদা হলে প্রাচীর হয় না, ধুলা হয়। উম্মাহ এক হলে প্রাচীর, আলাদা হলে ধুলা।

৩.৪ ওআইসিকে কার্যকর প্রতিষ্ঠান রূপে রূপান্তর করা

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে OIC-কে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের কারণ, প্রয়োজনীয়তা ও উপায়

১. কারণ: বর্তমান OIC কেন অকার্যকর?

OIC বা অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন ৫৭ মুসলিম রাষ্ট্রের জোট। কিন্তু ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, উইঘুর ইস্যুতে এটি ‘নিন্দা প্রস্তাব’ ক্লাব হয়ে আছে।

কুরআনের মানদণ্ডে ব্যর্থতা:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا “তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর, বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” [আলে ইমরান ৩:১০৩]

বাস্তবতা: OIC এর ৫৭ সদস্য ৫৭ দিকে টানছে। ‘আল্লাহর রজ্জু’ মানে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক ঐক্য নেই, আছে জাতীয় স্বার্থ।

হাদিসের মানদণ্ডে ব্যর্থতা:

“مُؤْمِنُونَ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ” [বুখারী]

বাস্তবতা: ফিলিস্তিনের রক্তে সৌদি-ইরানের জ্বর আসে না। কারণ OIC দেহ নয়, কঙ্কাল।

মূল কারণ ৩টি:

১. নেতৃত্বের সংকট: খলিফা নেই, ৫৭ জন ‘রাজা’। সবাই আমেরিকার ভয়ে চলে।
২. ভেটো ক্ষমতা নেই: জাতিসংঘের মতো বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই।
৩. সেনাবাহিনী নেই: ইসরাইল ২৫ লাখ ফিলিস্তিনিকে মারলেও OIC সৈন্য পাঠাতে পারে না।

২. প্রয়োজনীয়তা: OIC কার্যকর না হলে সভ্যতা ফিরবে না।

প্রশ্ন হলো OIC কার্যকর হলে কী হতো? এখন কী হচ্ছে?

১. রাজনৈতিক ৫৭ দেশের ১টি ভোট = বিশ্বের ২৮% ভোট হতো। এখন জাতিসংঘে ভেটো ক্ষমতা আমেরিকার, এক ভোটোতেই ফিলিস্তিন শেষ।

২. অর্থনৈতিক ইসলামী - দিনার, যাকাতভিত্তিক IMF, তেল-গ্যাস এক বাজারে হতো। এখন ৪৫% মুসলিম দারিদ্র্যসীমার নিচে, ডলারের গোলাম।

৩. সামরিক ‘মুসলিম - ন্যাটো’: তুরস্ক+পাকিস্তান+ইন্দোনেশিয়া = ৩০ লাখ সেনা হতো। এখন মিয়ানমার ১০ লাখ রোহিঙ্গা তাড়ালেও চুপ।

৪. বুদ্ধিবৃত্তিক - এক সিলেবাস, এক ফতোয়া বোর্ড, ‘ইসলামী নাসা’ হতো। বর্তমানে ৫৭ রকম শিক্ষাব্যবস্থা, ৫০০ রকম ফতোয়া।

৫. শরয়ী - عُنُقِهِ بَيْعَةً “যার গলায় বাইয়াত নেই তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের” [মুসলিম] । অথচ ২০০ কোটি মুসলিমের গলায় কোনো আমীরের বাইয়াত নেই।

সারকথা: রাসূল সাঃ মদীনার সনদ দিয়ে ছোট ছোট গোত্রকে এক রাষ্ট্র বানিয়েছেন। OIC হলো আধুনিক ‘মদীনার সনদ’ হওয়ার সম্ভাবনা। একে কার্যকর না করলে উম্মাহ আজীবন মার খাবে।

৩. OIC-কে কার্যকর করার ৭ দফা উপায়

ধাপ ১: শরয়ী সংবিধান প্রণয়ন - ‘হাবলুল্লাহ’ আঁকড়ে ধরা।

দলিল: اللَّهُ أَنزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابَ وَإِنَّا لَكَاثِرُونَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَّا وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتًا لَّخَرْنَا مِن دُونِ إِلَهِهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ [আল-আনাম ১৬: ৮৯]

করণীয়:

1. OIC চার্টার বদলে ‘কুরআন ও সুন্নাহই মূল আইন’ ঘোষণা করা।
2. ‘আন্তর্জাতিক মাজমাউল ফিকহী’ গঠন: ৫৭ দেশের ১০০ জন শ্রেষ্ঠ আলেম এক ফতোয়া দেবেন। মাযহাবী ইখতিলাফ থাকবে, কিন্তু উম্মাহর ইস্যুতে একমত।

ধাপ ২: নেতৃত্বের কেন্দ্রীকরণ - এক আমীর, এক বাইয়াত।

দলিল: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا “যদি আসমান-জমিনে আল্লাহ ছাড়া ইলাহ থাকত, দুটোই ধ্বংস হতো।” [আম্বিয়া ২১:২২]

করণীয়:

1. ৫৭ রাষ্ট্রপ্রধান ‘আহলুল হাল ওয়াল আকদ’ হয়ে একজনকে ‘আমিরুল মুমিনীন’ নির্বাচন করবে।
2. ৫ বছর মেয়াদ, যোগ্যতা: وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ বাই শূরা, কুরাইশ শর্ত শিখিল - সবচেয়ে মুত্তাকি আলেম+রাষ্ট্রনায়ক।
3. সব সদস্য রাষ্ট্র তাঁর হাতে বাইয়াত করবে। তাহলে هَلْكَاء মৃত্যু থেকে বাঁচবে।

ধাপ ৩: ‘মুসলিম নিরাপত্তা পরিষদ’ ও যৌথ সেনাবাহিনী গঠন

দলিল: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ “তাদের মোকাবেলায় সাধ্য অনুযায়ী শক্তি প্রস্তুত কর।” [আনফাল ৮:৬০]

করণীয়:

1. তুরস্কের ড্রোন, পাকিস্তানের পরমাণু, ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী, সৌদির টাকা - এক কমান্ডে আনা।
2. ঘোষণা: “যেকোনো মুসলিম দেশে হামলা মানে ৫৭ দেশের উপর হামলা” - NATO এর ৫ নং ধারার মতো।
3. বাজেট: প্রত্যেক দেশ জিডিপির ২% ‘বাইতুল মাল’ এ দেবে।

ধাপ ৪: অর্থনৈতিক ঐক্য - ‘ইসলামী বাজার’ কায়েম

দলিল: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন, সুদ হারাম করেছেন।” [বাকারা ২:২৭৫]

করণীয়:

1. ইসলামী দিনার: স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা। ডলারের বদলে নিজেদের মধ্যে দিনারে ব্যবসা।
2. ইসলামী IMF: যাকাত ও ওয়াকফভিত্তিক। গরীব মুসলিম দেশকে সুদমুক্ত ঋণ।
3. তেল-গ্যাস অস্ত্র: সব মুসলিম দেশ একসাথে দাম নির্ধারণ। ইসরাইলকে তেল না দেওয়ার ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত।

ধাপ ৫: সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা ঐক্য - ‘উম্মাহ সিলেবাস’

দলিল: أَفْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ “পড় তোমার রবের নামে।” [আলাক ৯৬:১]

করণীয়:

1. প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ‘কুরআন+বিজ্ঞান+জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ’ একই সিলেবাস।
2. ‘ইসলামী অক্সফোর্ড’ তৈরি: মদীনা, আল-আজহার, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়।
3. মিডিয়া ঐক্য: আল-জাজিরা+TRT+সমস্ত ইসলামী চ্যানেল ‘Voice of Ummah’ ব্যানারে।

ধাপ ৬: ভেটো ক্ষমতা ও বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত

কারণ: এখন OIC এর সিদ্ধান্ত মানা না মানা সদস্য রাষ্ট্রের ইচ্ছা।

করণীয়: চার্টার সংশোধন করে ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত সবাই মানতে বাধ্য। না মানলে সদস্যপদ স্থগিত+অর্থনৈতিক অবরোধ।

ধাপ ৭: জনগণকে সম্পৃক্ত করা - ‘উম্মাহ পার্লামেন্ট’

দলিল: الْأَمْرُ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ “কাজে তাদের সাথে পরামর্শ কর।” [আলে ইমরান ৩:১৫৯]

করণীয়: ৫৭ দেশের নির্বাচিত আলেম, যুবক, নারী, বিজ্ঞানী নিয়ে ১০০০ সদস্যের পার্লামেন্ট। তারা আমীরকে পরামর্শ দেবে, জবাবদিহি নেবে। এতে স্বৈরতন্ত্র হবে না।

বাধা ও সমাধান

১. জাতীয়তাবাদ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ দারস ব্যাপক করা। ‘আমি আগে মুসলিম’ চেতনা।

২. আমেরিকার চাপ - ৫৭ দেশ এক হলে আমেরিকারই চাপে পড়বে। ঐক্যই প্রতিরক্ষা।

৩. শাসকদের অনীহা - জনগণের চাপ: খুতবা, মিছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় #ReformOIC ক্যাম্পেইন।

শেষ কথা: রাসূল সাঃ ১৩ বছরে মক্কায় ব্যক্তি তৈরি করেছেন, ১০ বছরে মদীনায় রাষ্ট্র তৈরি করেছেন। OIC হলো সেই মদীনা রাষ্ট্রের আধুনিক রূপ। একে ‘নিন্দা ক্লাব’ থেকে ‘খিলাফতের ছায়া সংগঠন’ বানাতে পারলেই ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ শুরু হবে।

আপনি কী করতে পারেন?

১. এই ৭ দফা নিয়ে আলেমদের কাছে যান।

২. সোশ্যাল মিডিয়ায় OIC সংস্কারের দাবি তুলুন।

৩. নিজে لَا تَقْرُؤُوا এর উপর আমল করুন - দলীয় কোন্দল ছাড়ুন।

৩.৫ সামরিক শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে সামরিক শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়

১. গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: কুরআন-সুন্নাহর দলিল

ক. আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ

কুরআন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

“আর তাদের মোকাবেলায় তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী শক্তি ও যুদ্ধের ঘোড়া প্রস্তুত কর, যা দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে।” [আনফাল ৮:৬০]

ব্যাখ্যা: এখানে ‘কুওয়াহ’ মানে সব ধরনের সামরিক শক্তি। রাসূল সাঃ এর যুগে ‘ঘোড়া’ ছিল ট্যাংক-ড্রোনের সমতুল্য। ‘তুরহিবূনা’ মানে Deterrence - শত্রু যেন হামলার সাহসই না পায়।

খ. রিবাত - সভ্যতার পাহারাদারি ফরজ

কুরআন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধরো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো, সদা প্রস্তুত থাকো/সীমান্ত পাহারা দাও।” [আলে ইমরান ৩:২০০]

ব্যাখ্যা: ‘রিবাত’ মানে সীমান্তে সশস্ত্র পাহারা। আজকের রিবাত হলো স্ফেপগান্ধ, এয়ার ডিফেন্স, সাইবার নিরাপত্তা। এটা ফরজে কিফায়া - উম্মাহর একদল না করলে সবাই গুনাহগার।

গ. দুর্বলতা আল্লাহর গজবের কারণ

কুরআন:

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

“তোমরা যদি যুদ্ধযাত্রা না কর, আল্লাহ কঠোর শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি আনবেন।” [তওবা ৯:৩৯]

হাদিস: “অচিরেই জাতিগুলো তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন খাবারের পাত্রে মানুষ ঝাঁপায়।” সাহাবীরা বললেন: আমরা কি তখন সংখ্যায় কম হব? বললেন: “না, তোমরা সেদিন সংখ্যায় অনেক হবে, কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে ভাসা খড়কুটার মতো। আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় তুলে নেবেন এবং তোমাদের অন্তরে ‘ওয়াহান’ ঢেলে দেবেন।” জিজ্ঞেস করা হলো: ওয়াহান কী? বললেন: “দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়।” [আবু দাউদ]

বাস্তবতা: ২০০ কোটি মুসলিম, ৫৭ রাষ্ট্র, কিন্তু ৯০ লাখ ইসরাইল ৫০ হাজার ফিলিস্তিনিকে মারছে। কারণ আমাদের ‘ওয়াহান’ আছে, ‘কুওয়াহ’ নেই।

২. কেন স্বয়ংসম্পূর্ণতা জরুরি? ৫টি বাস্তব কারণ:

সমস্যা কী? পরনির্ভরতার ফল ?স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে কী হতো?

১. অস্ত্র আমদানি -আমেরিকা F-16 দেয়, কিন্তু সফটওয়্যার কোড দেয় না। ইসরাইলের বিরুদ্ধে ব্যবহার নিষেধ তুরস্কের Bayraktar TB2 ড্রোন নিজস্ব, তাই আজারবাইজান-ইউক্রেনে ব্যবহার হচ্ছে

২. প্রযুক্তি নিষেধাজ্ঞা-ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে মিসাইল প্রোগ্রাম আটকানোর চেষ্টা। ইরান নিজেই হাইপারসনিক মিসাইল বানিয়ে Deterrence তৈরি করেছে।

৩. কমান্ড সিস্টেম- সৌদি-আমিরাত আমেরিকার AWACS ছাড়া যুদ্ধ করতে পারে না
যুদ্ধের মাঝে আমেরিকা সুইচ বন্ধ করলে পুরো বাহিনী অন্ধ।

৪. খুচরা যন্ত্রাংশ - পাকিস্তানের F-16 এর জন্য আমেরিকার অনুমতি লাগে যুদ্ধের সময় নিষেধাজ্ঞা দিলে বিমান গ্রাউন্ডেড।

৫. সম্মান ও নিরাপত্তা - ফিলিস্তিনে মুসলিম মার খেলে ৫৭ দেশ শুধু নিন্দা জানায়
এক ‘মুসলিম ন্যাটো’ থাকলে ইসরাইল হামলার আগে ১০ বার ভাবত।

সারকথা: যে জাতির তরবারি অন্যের হাতে, তার স্বাধীনতা অন্যের হাতে।

৩. করণীয়: ৭ দফা রোডম্যাপ

ধাপ ১: নিয়ত ও মানহাজ ঠিক করা - ‘ফি সাবিলিল্লাহ’

দলিল: اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ “আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন।” [তওবা ৯:১১১]

করণীয়:

১. সামরিক শক্তির লক্ষ্য হবে ইসলাম ও মুসলিম রক্ষা, জমি দখল বা জাতীয়তাবাদ নয়।
২. সামরিক বাজেটকে ‘ফি সাবিলিল্লাহ’ খাত ঘোষণা। যাকাতের ৮ খাতের এক খাত ‘ফি সাবিলিল্লাহ’।

ধাপ ২: OIC ভিত্তিক ‘যৌথ প্রতিরক্ষা জোট’ গঠন

দলিল: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا “আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে ধরো।” [আলে ইমরান ৩:১০৩]

করণীয়:

১. মুসলিম ন্যাটো: তুরস্কের প্রযুক্তি + পাকিস্তানের পরমাণু + ইন্দোনেশিয়ার জনশক্তি + সৌদির অর্থ = ৫০ লাখ সেনা।
২. কমন কমান্ড: ‘যেকোনো মুসলিম দেশে হামলা মানে ৫৭ দেশের উপর হামলা’ চুক্তি।
৩. যৌথ মহড়া: প্রতি বছর ‘বদর’, ‘খন্দক’ নামে যৌথ মহড়া। শত্রুকে ‘তুরহিবুনা’ মেসেজ দেওয়া।

ধাপ ৩: সামরিক শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা - ‘যুদ্ধের ঘোড়া’ নিজে বানানো

দলিল: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ “সাপ্য অনুযায়ী শক্তি প্রস্তুত কর।”

করণীয়:

সেক্টর - বর্তমান উদাহরণ - টার্গেট

১. ড্রোন - তুরস্ক-Bayraktar, ইরান-Shahed-৫৭ দেশে যৌথ উৎপাদন

২. ক্ষেপণাস্ত্র-পাকিস্তান-শাহীন, ইরান-ফাত্তাহ হাইপারসনিক+ICBM - প্রযুক্তি শেয়ার

৩. এয়ার ডিফেন্স - তুরস্ক-HISAR, ইরান-Bavar-373 - ইসরাইলের Iron Dome এর বিকল্প।

৪. সাইবার - মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া IT শক্তি-‘মুসলিম সাইবার আর্মি’ গঠন।

৫. পরমাণু - পাকিস্তান আছে, ইরান-তুরস্কের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার -Deterrence এর জন্য সর্বসম্মত নীতি

ধাপ ৪: মানবসম্পদ তৈরি - ‘রিজাল’ প্রস্তুত

দলিল: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ “আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে।” [হজ ২২:৪০]

করণীয়:

১. সামরিক মাদরাসা: কুরআন+বিজ্ঞান+সামরিক প্রশিক্ষণ। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মাদরাসা থেকে বের হয়েছেন।
২. জেনারেলদের তারবিয়াত: ‘ওয়াহান’ তথা দুনিয়ার মহব্বত দূর করা। উমর রা. সেনাপতি নিয়োগে তাকওয়া দেখতেন।
৩. নারীদের ভূমিকা: নুসাইবা বিনতে কা’ব এর মতো মেডিক, লজিস্টিক, সাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ।

ধাপ ৫: অর্থনৈতিক স্বাধীনতা - ‘বাইতুল মাল’ শক্তিশালী করা

দলিল: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ “আল্লাহর পথে খরচ কর।” [বাকারা ২:১৯৫]

করণীয়:

১. সব মুসলিম দেশ GDP এর ৩% ‘উম্মাহ প্রতিরক্ষা তহবিল’ এ দেবে।
২. সুদমুক্ত অর্থনীতি দিয়ে অস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগ। অস্ত্র কেনা নয়, অস্ত্র বেচার দেশ হওয়া।

৩. ওয়াকফ: ধনীদের দিয়ে ‘অস্ত্র ওয়াকফ’ চালু। উসমান রা. ‘বীরে রুমা’ কিনে ওয়াকফ করেছিলেন।

ধাপ ৬: গোয়েন্দা ও তথ্য যুদ্ধে ঐক্য

দলিল: وَخُذُوا حِذْرَكُمْ “তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর।” [নিসা ৪:১০২]

করণীয়:

১. ‘মুসলিম ইন্টারপোল’ গঠন: মোসাদ-CIA এর মতো যৌথ গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক।
২. মিডিয়া যুদ্ধ: আল-জাজিরা+TRT+সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার দিয়ে ন্যারেটিভ কন্ট্রোল।
৩. সাইবার রিবার: ইসরাইলের পেগাসাস এর জবাবে ‘মুসলিম ফায়ারওয়াল’।

ধাপ ৭: শহীদি চেতনা জাগ্রত করা - মৃত্যুর ভয় দূর

দলিল: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا “আল্লাহর পথে নিহতদের মৃত ভেবো না।” [আলে ইমরান ৩:১৬৯]

করণীয়:

১. শিক্ষা সিলেবাসে বদর, উহুদ, ইয়ারমুক, আইন জালুত পড়ানো।
২. জুমার খুতবায় ‘ওয়াহান’ রোগের চিকিৎসা: দুনিয়ার মহব্বত কমানো, জান্নাতের লোভ বাড়ানো।
৩. শহীদ পরিবারকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা। যেন যুবকরা ভয় না পায়।

ইতিহাসের শিক্ষা: কখন মুসলিমরা সামরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিল?

১. রাসূল সাঃ এর যুগ:খন্দকের পরিখা, নিজস্ব অস্ত্র কারখানা। ফল: ১০ বছরে আরব বিজয়।
২. উমর রা. এর যুগ: ৪০ লাখ বর্গমাইল। কারণ: তাকওয়াবান সেনাপতি + স্বয়ংসম্পূর্ণ রসদ।
৩. উসমানী যুগ: নিজস্ব কামান দিয়ে কনস্টান্টিনোপল জয়। ৬০০ বছর বিশ্বশক্তি।

৪. পতন: যখন অস্ত্রের জন্য ইউরোপের দিকে তাকাল, তখনই গোলাম হলো।

শেষ কথা: রাসূল সাঃ বলেন: “কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একদল হকের উপর যুদ্ধরত থাকবে।” [মুসলিম] সেই দলকে ট্যাংক-বিমান আমেরিকার কাছ থেকে ভিক্ষা করতে হবে না।

তাই সভ্যতার পুনর্জাগরণের সূত্র:

ঈমান + ঐক্য + ইলম + অর্থ + অস্ত্র = ইসলামী সভ্যতা

অস্ত্র ছাড়া দাওয়াত বোবা, দাওয়াত ছাড়া অস্ত্র ডাকাত। দুটোই লাগবে।

৩.৬ পাশ্চাত্য বিরোধী জোট

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে পাশ্চাত্য বিরোধী জোট: শরয়ী দৃষ্টিকোণ ও বাস্তবতা

পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ বিশ্বে আধিপত্য করছে। ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ মানে এই আধিপত্যের মোকাবেলা করা। কিন্তু মোকাবেলার পদ্ধতি কী হবে - তা কুরআন-সুন্নাহ দিয়েই ঠিক করতে হবে।

১. শরয়ী মূলনীতি: ‘বিরোধ’ কার সাথে, কেন?

কুরআনের নির্দেশ:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

“যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না।” [মুমতাহিনা ৬০:৮]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“হে ঈমানদারগণ! ইহুদী-খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরের বন্ধু।”
[মায়িদা ৫:৫১]

মূলকথা: ইসলাম ‘পাশ্চাত্য’ নামের ভূগোলের বিরোধী নয়। বিরোধ ‘যুলুম’, ‘আগ্রাসন’ ও ‘আল্লাহদ্রোহী জীবনদর্শন’ এর বিরুদ্ধে। পাশ্চাত্যের সাধারণ জনগণ আমাদের শত্রু নয়, শত্রু হলো যায়নবাদ, উপনিবেশবাদ, LGBTQ এজেন্ডা, সুদী পুঁজিবাদ।

২. কেন পাশ্চাত্য বিরোধী জোটের প্রয়োজন? ৪টি কারণ

কারণ কুরআন-হাদিসের দলিল বর্তমান বাস্তবতা

১. আকীদা ও সংস্কৃতি রক্ষা: مَلَّتَهُمْ حَتَّى تَتَّبِعَ النَّصَارَى وَلَا الْيَهُودُ عَنْكَ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا
“ইহুদী-খ্রিস্টানরা তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ কর।” [বাকারা ২:১২০] Netflix, Hollywood, UN এর মাধ্যমে পরিবার ব্যবস্থা, হিজাব, শরীয়াহ ধ্বংসের চেষ্টা

২. রাজনৈতিক আগ্রাসন রোখা: إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا
তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” [নিসা ৪:১০১] ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া ধ্বংস। ফিলিস্তিনে ৭৫ বছর ধরে গণহত্যা

৩. অর্থনৈতিক দাসত্ব মুক্তি: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
“আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন, সুদ হারাম করেছেন।” [বাকারা ২:২৭৫] IMF, বিশ্বব্যাংক, ডলার দিয়ে ৫৭ মুসলিম দেশকে ঋণের জালে বন্দী

৪. সামরিক Deterrence: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
“তাদের মোকাবেলায় শক্তি প্রস্তুত কর যা দিয়ে আল্লাহর শত্রুকে ভীত করবে।” [আনফাল ৮:৬০] NATO ৩২ দেশ একজোট। মুসলিম ৫৭ দেশ আলাদা আলাদা, তাই মার খায়
ফল: রাসূল সাঃ বলেন: “অচিরেই জাতিগুলো তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে... কারণ তোমরা স্রোতে ভাসা খড়কুটার মতো হবে।” [আবু দাউদ]। এই খড়কুটা থেকে ‘সীসাতালা প্রাচীর’ হতে হলে জোট লাগবে।

৩. ইতিহাসের শিক্ষা: কখন মুসলিমরা জোট করে সফল হয়েছে

১.আহযাবের যুদ্ধ: ১০ হাজার কাফের জোট বনাম মদীনা। মুসলিমরা ইহুদী বনু কুরাইযাকে নিরপেক্ষ রেখে বিজয়ী হয়।

২.সালাহউদ্দিন আইয়ুবী:মিশর, সিরিয়া, ইরাকের মুসলিম জোট করে ক্রুসেডারদের হারান। বিভক্তি থাকলে জেরুজালেম উদ্ধার হতো না।

৩. উসমানী খিলাফত: ৬০০ বছর ইউরোপকে রুখে দিয়েছিল। কারণ ‘এক খলিফা, এক পতাকা’।

৪.পতন:প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবরা ব্রিটিশদের সাথে মিলে তুর্কিদের বিরুদ্ধে যায়। ফল: খিলাফত বিলুপ্ত, ফিলিস্তিন হাতছাড়া।

সূত্র:মুসলিমরা জোটবদ্ধ হলে বিজয়ী, পাশ্চাত্যের সাথে মিলে নিজেদের মারলে পরাজিত।

৪. বর্তমান পাশ্চাত্য বিরোধী জোটের ৩টি ধারা

ধারা ১: মুসলিম দেশগুলোর জোট - OIC কে কার্যকর করা

লক্ষ্য: ৫৭ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ঐক্য।

বাধা: সৌদি-ইরান দ্বন্দ্ব, আরব-তুর্কি অবিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ।

শরয়ী সমাধান: أَخَوَيْكُمْ: “মুমিনরা ভাই ভাই, সুতরাং ভাইদের মধ্যে মীমাংসা কর।” [হুজুরাত ৪৯:১০]। কমন শত্রু ইসরাইল-আমেরিকার বিরুদ্ধে শিয়া-সুন্নী ঐক্য ফরজ।

ধারা ২: অমুসলিম মজলুম রাষ্ট্রের সাথে কৌশলগত জোট

দলিল: রাসূল সাঃ হাবশার খ্রিস্টান বাদশাহ নাজাশীর কাছে সাহাবীদের পাঠান। মদীনার সনদে ইহুদীদের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি করেন।

বাস্তবতা: রাশিয়া, চীন, ভেনেজুয়েলা, দক্ষিণ আফ্রিকা - এরাও আমেরিকার একক আধিপত্যের বিরোধী।

সীমা: মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধু বানিও না।” [নিসা ৪:১৪৪]। অর্থাৎ জোট হবে স্বার্থভিত্তিক, আকীদা বিসর্জন দিয়ে নয়।

ধারা ৩: পাশ্চাত্যের ভেতরেই ‘ইনসাফপন্থী’ শক্তির সাথে সম্পর্ক

দলিল: “لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ” [মায়িদা ৫:৮২] নিকটতম পাবে তাদের যারা বলে আমরা নাসারা।”

বাস্তবতা: আমেরিকা-ইউরোপের লক্ষ মানুষ ফিলিস্তিনের পক্ষে, LGBTQ এর বিপক্ষে। তাদের সাথে মানবিক জোট করা যাবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: “তোমরা হাবশায় যাও, সেখানে এমন বাদশাহ আছেন যার কাছে কেউ যুলুমের শিকার হয় না।”

৫. জোট গঠনের ৫টি শরয়ী শর্ত ও কর্মপদ্ধতি

১. আকীদা বিক্রি না করা: কুরআন বলে الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا “যালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না।” [হুদ ১১:১১৩]। রাশিয়া-চীন বন্ধু হলেও তাদের নাস্তিক্যবাদ গ্রহণ করা যাবে না।

২. নেতৃত্ব মুসলিমের হাতে: “لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا” [নিসা ৪:১৪১]। জোটের প্রধান হবেন মুসলিম আমীর।

৩. লক্ষ্য হবে ইসলাম ও উম্মাহ রক্ষা: জোটের চুক্তিতে স্পষ্ট থাকবে - ফিলিস্তিন স্বাধীন, কাশ্মীর-উইঘুর মুক্তি, শরীয়াহর বিরুদ্ধে UN প্রস্তাব বাতিল।

৪. ধাপে ধাপে অগ্রসর: প্রথমে অর্থনৈতিক জোট - ইসলামী দিনার, তেলের অস্ত্র। তারপর সামরিক - ‘মুসলিম ন্যাটো’। শেষে রাজনৈতিক - খিলাফতের ছায়া।

৫. অভ্যন্তরীণ ঐক্য আগে: “وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا” “আল্লাহর রজ্জুকে সবাই ধরো।” নিজেরা ৫৭ টুকরা হয়ে পাশ্চাত্যের বিরোধিতা হাস্যকর। সৌদি-ইরান, তুর্কি-মিশর মীমাংসা ফরজ।

৬. সতর্কতা: যে জোট হারাম

১. আকীদা বিরোধী জোট: যেমন কমিউনিস্টদের সাথে মিলে ‘লা ইলাহা’ বাদ দেওয়া।
২. মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফেরের সাথে জোট: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবরা ব্রিটিশদের সাথে মিলে উসমানীদেব মারল - ফল: ১০০ বছরের গোলামী।
৩. অন্ধ পাশ্চাত্য বিদ্বেষ: ইসলাম সাদা চামড়ার বিরোধী নয়, যুলুমের বিরোধী। ইউরোপের ইসলাম গ্রহণকারী বিলাল ফিলিপস আমাদের ভাই, আরবের সেকুলার শাসক ভাই নয়।

শেষ কথা: রাসূল সাঃ বলেন: “ইসলাম উঁচু, তার উপর কিছু উঁচু নেই।” ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ মানে পাশ্চাত্যকে ধ্বংস করা নয়, বরং পাশ্চাত্যের যুলুমের জায়গায় আল্লাহর ইনসাফ কায়েম করা।

এর জন্য জোট লাগবে, কিন্তু সেই জোটের ভিত্তি হবে لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, নট ‘Anti-West’। পশ্চিমা জনগণও আমাদের দাওয়াতের টার্গেট।

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ “আল্লাহ তাঁর কাজে প্রবল।” [ইউসুফ ১২:২১] জোট হোক আল্লাহর জন্য, বিজয় আল্লাহই দেবেন।

৩.৭ বিদেশ নির্ভরশীলতা পরিহার

১. শরয়ী দৃষ্টিকোণ: নির্ভরশীলতা কেন হারাম ও অপমানজনক

কুরআনের মূলনীতি:

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“আল্লাহ কাফেরদের জন্য মুমিনদের উপর কোনো কর্তৃত্বের পথ রাখবেন না।” [নিসা ৪:১৪১]

হাদিস:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

“উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।” [বুখারী ১৪২৯] - অর্থাৎ দাতা হওয়া গ্রহীতা হওয়া থেকে ভালো।

ব্যাখ্যা: যে উম্মাহ খাদ্য, অস্ত্র, প্রযুক্তি, ঔষধ, কারেন্সির জন্য কাফেরদের মুখাপেক্ষী, সে উম্মাহ স্বাধীন নয়। ফেরাউন বনী ইসরাইলকে গোলাম বানিয়েছিল খাদ্য-পানির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। আজ IMF-বিশ্বব্যাংক-ডলার দিয়ে একই কাজ হচ্ছে।

২. বিদেশ নির্ভরশীলতার ৫টি ধ্বংসাত্মক পরিণতি:

ক্ষেত্রসমূহে নির্ভরশীলতার রূপ ও এর ফলাফল এবং কুরআনী সতর্কবাণী,

১. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে- ডলার, সুদী ঋণ, SWIFT যাকাত বিলুপ্ত, সুদী অর্থনীতি, দারিদ্র্য

[বাকারা ২:২৭৫] وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

২. সামরিক ক্ষেত্রে - F-16, প্যাট্রিয়ট আমদানি ইসরাইলের বিরুদ্ধে ব্যবহার নিষেধ, যুদ্ধের মাঝে পার্টস বন্ধ।

[আনফাল ৮:৬০] وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

৩. খাদ্যে - গম, তেল, বীজ আমদানি নিষেধাজ্ঞা দিলে দুর্ভিক্ষ। ইয়েমেনে ২০ লাখ

শিশু অপুষ্টিতেহীন [হুদ ১১:৬] وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

৪. প্রযুক্তিতে - Google, Microsoft, GPS তথ্য পাচার, সাইবার হামলায় অচল।

যুদ্ধের সময় GPS বন্ধ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ “সতর্কতা অবলম্বন কর।” [নিসা ৪:১০২]

৫. বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে - সেকুলার শিক্ষা, UN সিলেবাস LGBTQ, ধর্মহীনতা

চুকছে। ২য় প্রজন্ম ইসলাম ছাড়ছে وَلَا النَّصَارَى وَالْيَهُودُ [বাকারা ২:১২০]

রাসূল সাঃ এর ভবিষ্যদ্বাণী: “অচিরেই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে, বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে

টোকে, তোমরাও ঢুকবে।” [বুখারী ৩৪৫৬] - এটাই সাংস্কৃতিক-প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতা।

৩. ইতিহাসের শিক্ষা: যখন মুসলিমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল

১. মদীনার রাষ্ট্র: ইহুদীদের বাজার বর্জন করে নিজস্ব ‘সুক’ বানান। ২ বছরে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

২. আব্বাসী যুগ: বাইতুল হিকমাহ - নিজস্ব গবেষণাগার। ইউরোপ তখন অন্ধকারে, মুসলিমরা আলোর দিশারী।

৩. উসমানী যুগ: নিজস্ব কামান দিয়ে কনস্টান্টিনোপল জয়। ৬০০ বছর ইউরোপকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

৪. পতন: যখন অস্ত্র, জাহাজ, ছাপাখানা ইউরোপ থেকে নেওয়া শুরু, তখনই ‘Sick Man of Europe’ হলো।

৪. স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ৭ দফা কর্মপদ্ধতি

ধাপ ১: খাদ্য নিরাপত্তা - ‘রিজিকের চাবি’ নিজের হাতে

দলিল: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ “আমি যে পবিত্র রিজিক দিয়েছি তা খাও।” [বাকারা ২:১৭২]

করণীয়:

১. কৃষি বিপ্লব: ৫৭ মুসলিম দেশের ৬০% ভূমি অনাবাদী। সুদান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়ায় যৌথ কৃষি প্রকল্প।

২. বীজ ব্যাংক: ইসরাইলি-আমেরিকান হাইব্রিড বীজ বর্জন। দেশীয় বীজ সংরক্ষণ।

৩. পানি চুক্তি: নীলনদ, ফোরাড, সিন্ধু নিয়ে মুসলিম দেশগুলোর পানি জোট।

ধাপ ২: অর্থনৈতিক স্বাধীনতা - ‘দিনার-দিরহাম’ ফিরিয়ে আনা

দলিল: وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “আল্লাহ সুদ হারাম করেছেন।”

করণীয়:

1. ইসলামী স্বর্ণ দিনার: ৫৭ দেশের মধ্যে লেনদেন। ডলার বর্জন। মালয়েশিয়া ২০০২ সালে পরীক্ষামূলক চালু করেছিল।
2. ইসলামী IMF: যাকাত+ওয়াকফভিত্তিক। সুদমুক্ত ঋণ। গরীব দেশকে শর্ত ছাড়া সাহায্য।
3. হালালবাণিজ্যজোন: তুরস্ক-মালয়েশিয়া-কাতার মিলে 'D-8' কে কার্যকর করা।

ধাপ ৩: সামরিক শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা

দলিল: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ “শক্তি প্রস্তুত কর।”

করণীয়:

1. যৌথ প্রোডাকশন: তুরস্কের ড্রোন + পাকিস্তানের মিসাইল + ইরানের এয়ার ডিফেন্স = ‘মুসলিম মিলিটারি কমপ্লেক্স’।
2. প্রযুক্তি শেয়ার: F-35 এর বিকল্প ৫ম প্রজন্মের বিমান একসাথে বানানো।
3. সাইবার আর্মি: ইসরাইলের Unit 8200 এর জবাবে ‘উম্মাহ সাইবার ডিভিশন’।

ধাপ ৪: শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিপ্লব - ‘ইকরা’ কে কাজে লাগানো

দলিল: أَفْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ “পড় তোমার রবের নামে।” [আলাক ৯৬:১]

করণীয়:

1. এক সিলেবাস: কুরআন + গণিত + বিজ্ঞান + AI + জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। পশ্চিমা সেক্যুলার সিলেবাস বর্জন।
2. ইসলামী সিলিকন ভ্যালি: কাতার-মালয়েশিয়ায় ‘বাইতুল হিকমাহ ২.০’। মুসলিম বিজ্ঞানীদের ফিরিয়ে আনা।
3. মাতৃভাষায় বিজ্ঞান: জাপান-চীন নিজ ভাষায় নোবেল পায়। আমরাও আরবী, উর্দু, মালয় ভাষায় গবেষণা করব।

ধাপ ৫: মিডিয়া ও সংস্কৃতি স্বাধীনতা

দলিল: وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا “যালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না।” [হুদ ১১:১১৩]

করণীয়:

1. ‘উম্মাহ মিডিয়া’: আল-জাজিরা+TRT+ইউটিউবার মিলে Netflix এর বিকল্প। হলিউডের অশ্লীলতা বন্ধ।
2. সোশ্যাল মিডিয়া: Facebook-YouTube এর বিকল্প ‘মুসলিম’ প্ল্যাটফর্ম। তথ্য পাচার বন্ধ।
3. হালাল বিনোদন: সাহাবীদের বীরত্ব নিয়ে সিনেমা, গেমস। শিশুদের Frozen নয়, সালাহউদ্দিন চেনাও।

ধাপ ৬: রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে স্বাধীনতা

দলিল: *أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ* “তারা কি জাহেলিয়াতের বিধান চায়?” [মায়িদা ৫:৫০]

করণীয়:

1. UN ভেটো তোয়াক্কা না করা: ৫৭ দেশ একসাথে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র ঘোষণা দিলে কে ঠেকাবে?
2. ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন:* কুরআন বলে *لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ* [মায়িদা ৫:৫১]।
3. খিলাফতের ছায়া: OIC কে ‘আমিরুল মুমিনীন’ এর অধীনে আনা।

ধাপ ৭: মানসিক দাসত্ব মুক্তি - ‘ওয়াহান’ দূর করা

দলিল: “দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়” - এটাই ‘ওয়াহান’ [আবু দাউদ]

করণীয়:

1. শহীদি চেতনা: *وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا* “শহীদদের মৃত ভেবো না।” [আলে ইমরান ৩:১৬৯]
2. আত্মমর্যাদা: *كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ* “তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাহ।” [আলে ইমরান ৩:১১০] - পশ্চিমা ভিসা নয়, জান্নাতের ভিসা আসল।
3. বয়কট: Coca Cola, McDonalds, Starbucks - যারা ইসরাইলকে ফান্ড দেয়। *رَبِّ انصُرْ إِخْوَانَنَا فِي فَلَسْطِينَ* এর মতো *رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا* বলে বয়কট করো।

৫. গুরুটা কোথা থেকে? ব্যক্তি পর্যায়ে ৩টি কাজ

১. ভোগ বর্জন: iPhone এর বদলে দেশীয় ফোন, Netflix এর বদলে কুরআন তিলাওয়াত।

২. দক্ষতা অর্জন: কোডিং, কৃষি, ডাক্তারি শিখে উম্মাহর খেদমত। রাসূল সাঃ বলেন: “শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন থেকে উত্তম।” [মুসলিম]

৩. দুআ ও দাওয়াত: اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ “হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলিমকে সম্মানিত কর।” আর অন্যকে বোঝানো।

শেষ কথা: রাসূল সাঃ মক্কায় ১৩ বছর মার খেয়েছেন, কিন্তু আবিসিনিয়ার বাদশাহর কাছে শিক্ষা চাননি। হিজরত করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। এটাই সুন্নাহ।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا “যারা আমার পথে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদের পথ দেখাই।” [আনকাবুত ২৯:৬৯]

বিদেশ নির্ভরশীলতা = গরু বাঁধা দড়ি। দড়ি কাটলেই মুক্তি, সভ্যতাও ফিরবে।

৩.৮ নিজস্ব গণমাধ্যম ও প্রচার মাধ্যম তৈরি

১. গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: কেন নিজস্ব মিডিয়া ফরজ?

ক. কুরআনের নির্দেশ: ‘হক’ প্রচার করা ফরজ

দলিল:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْفًا

“বলো: সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই।” [ইসরা ১৭:৮১]

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

“তোমার রবের পথে ডাক হিকমত ও উত্তম উপদেশ দিয়ে।” [নাহল ১৬:১২৫]

ব্যাখ্যা: আজ ‘বাতিল’ প্রচার হচ্ছে CNN, BBC, Netflix দিয়ে। ‘হক’ প্রচারের জন্য নিজস্ব মিনার লাগবে। মাইক ছাড়া আযান যেমন পৌঁছায় না, মিডিয়া ছাড়া দাওয়াত পৌঁছায় না।

খ. যুদ্ধ এখন ন্যারেটিভের - বন্দুকের আগে ক্যামেরা

হাদিস:

الْحَرْبُ خِدْعَةٌ “যুদ্ধ কৌশল।” [বুখারী]

আধুনিক যুদ্ধের ৮০% হলো ‘Information Warfare’। ইসরাইল ৫০ হাজার ফিলিস্তিনি মারলেও বিশ্ব মিডিয়ায় সে ‘Victim’। কারণ মিডিয়া তার হাতে।

বাস্তবতা:

১. ফিলিস্তিনি: শিশু মরছে, কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া বলছে ‘হামাসের মানবতাল’।
২. উইঘুর: ১০ লাখ মুসলিম ক্যাম্পে, কিন্তু বিশ্ব চুপ। কারণ ক্যামেরা নেই।
৩. ইসলাম: ‘Terrorism’ শব্দটা ইসলামের সাথে জুড়ে দিয়েছে Hollywood।

ফল: রাসূল সাঃ বলেন: “কিয়ামতের আগে মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা বানানো হবে।” [আহমদ] - এটা মিডিয়া দিয়েই হচ্ছে।

গ. সভ্যতার ৪টি স্তম্ভের মধ্যে মিডিয়া হলো ‘রুহ’

সভ্যতার স্তম্ভ মিডিয়া না থাকলে কী হয়

১. আকীদা - তরুণরা TikTok থেকে দীন শেখে। ফল: নাস্তিকতা, LGBTQ
২. শিক্ষা - পশ্চিমা সিলেবাসে ‘ইসলাম=পশ্চাৎপদ’ পড়ানো হয়
৩. রাজনীতি - OIC সিদ্ধান্ত নিলেও বিশ্ব জানতে পারে না
৪. জিহাদ - মুজাহিদকে ‘সন্ত্রাসী’, দখলদারকে ‘শান্তিরক্ষী’ বানানো হয়

সারকথা: যার হাতে মিডিয়া, তার হাতে মানুষের মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক দখল হলেই সভ্যতা দখল।

২. বর্তমান মুসলিম মিডিয়ার সংকট

১. পরনির্ভরশীল: আল-জাজিরা ভালো, কিন্তু কাতার সরকারের ভয়ে অনেক সত্য বলে না। TRT তুর্কি স্বার্থ দেখে।
২. বিচ্ছিন্ন: ১০০০ ইউটিউবার ১০০০ দিকে টানছে। ‘উম্মাহ’ এর এক কণ্ঠস্বর নেই।
৩. প্রতিক্রিয়াশীল: ইসরাইল মারলে আমরা শুধু ‘নিন্দা’ ভিডিও বানাই। Agenda Set করতে পারি না।
৪. ভাষা ও প্রযুক্তিতে দুর্বল: ইংরেজি, AI, সিনেমা, গেমস - সব সেক্টরে পিছিয়ে। শিশুরা Frozen দেখে, সালাহউদ্দিন চেনে না।

৩. নিজস্ব গণমাধ্যম গড়ার ৮ দফা কর্মপদ্ধতি

ধাপ ১: নিয়ত ও মানহাজ ঠিক - ‘মিডিয়া জিহাদ’

দলিল: وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا “কুরআন দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বড় জিহাদ কর।”

[ফুরকান ২৫:৫২]

করণীয়:

১. সাংবাদিকতা, ফিল্ম মেকিং, গ্রাফিক্সকে ‘ফি সাবিলিল্লাহ’ ইবাদত ঘোষণা করা।
২. মিডিয়া কর্মীদের জন্য ‘আলেম+সাংবাদিক’ সমন্বিত সিলেবাস। শুধু আবেগ নয়, দলিল লাগবে।

ধাপ ২: ‘উম্মাহ মিডিয়া নেটওয়ার্ক’ গঠন - OIC এর অধীনে

দলিল: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا “আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে ধরো।” [আলে ইমরান ৩:১০৩]

করণীয়:

1. NewsAlliance: আল-জাজিরা+TRT+Geo+TV3 মিলে ‘Ummah News’। রয়টার্সের বিকল্প।
2. OTT Platform: Netflix এর বিকল্প ‘NoorFlix’। সাহাবীদের জীবনী, বিজ্ঞানী ইবনে সিনার সিরিজ।

3. News Agency: 'WANA - World Ahlus Sunnah News Agency'।
ফিলিস্তিন, কাশ্মীরের খবর নিজেরা কাভার করা।

ধাপ ৩: ভাষা ও প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা

দলিল: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ “আমি প্রত্যেক রাসূলকে তার জাতির ভাষায় পাঠিয়েছি।” [ইবরাহিম ১৪:৪]

করণীয়:

1. AI ও Algorithm:* YouTube-Facebook এর বিকল্প। ইসলামী কন্টেন্ট ডাউন হয় না এমন প্ল্যাটফর্ম। ‘Sawt’ বা ‘HaqqTube’।
2. গেমস ও অ্যানিমেশন: PUBG এর বদলে ‘Battle of Badr’ গেম। শিশুরা খেলতে খেলতে ইতিহাস শিখবে।
3. ১০০ ভাষায় ডাবিং: খুতবা, নাশিদ, ডকুমেন্টারি ইংরেজি, স্প্যানিশ, চীনা, সোয়াহিলি ভাষায়।

ধাপ ৪: কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি - ‘হিকমাহ’ দিয়ে দাওয়াত

দলিল: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ “হিকমত দিয়ে দাওয়াত দাও।” [নাহল ১৬:১২৫]

করণীয়:

টার্গেট কন্টেন্ট টাইপ উদাহরণ

১. মুসলিম যুবক- শর্ট ফিল্ম, রিলস ‘পর্ন vs জান্নাতের হুর’, ‘ডিপ্রেসন vs তাহাজ্জুদ’
২. অমুসলিম ডকুমেন্টারি ‘Islam in America’, ‘Science in Quran’
৩. শিশু- কার্টুন, নাশিদ ‘সালাহউদ্দিন সিরিজ’, ‘বদরের ৩১৩’
৪. নারী- পডকাস্ট, ব্লগ ‘হিজাবে সফল নারী’, ‘মা আয়েশার জীবন’
৫. শত্রু- Expose, ডেটা জার্নালিজম ‘ইসরাইলের যুদ্ধাপরাধ’, ‘UN এর দুমুখো নীতি’

ধাপ ৫: অর্থায়ন - ‘মিডিয়া ওয়াকফ’ চালু

দলিল: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ “আল্লাহর পথে খরচ কর।” [বাকারা ২:১৯৫]

করণীয়:

1. বাইতুল মাল: OIC এর ৫৭ দেশ GDP এর ০.১% দিলে বছরে ২০ বিলিয়ন ডলার। CNN এর বাজেট ১ বিলিয়ন।
2. ক্রাউড ফান্ডিং: ২০০ কোটি মুসলিম মাসে ১ ডলার দিলে মাসে ২০০ কোটি ডলার।
3. ওয়াকফ: উসমান রা. কূপ ওয়াকফ করেছিলেন। ধনীরা স্যাটেলাইট, স্টুডিও ওয়াকফ করবে।

ধাপ ৬: মানবসম্পদ তৈরি - 'সাংবাদিক মুজাহিদ'

দলিল: مَنْ جَهَّزَ غَزِيًّا فَقَدْ غَزَا “যে মুজাহিদকে প্রস্তুত করল সে-ই জিহাদ করল।” [বুখারী]

করণীয়:

1. মিডিয়া মাদরাসা: তাফসীর+সাংবাদিকতা+ভিডিও এডিটিং+সাইবার নিরাপত্তা একসাথে শেখানো।
2. নারীদের অংশগ্রহণ: নুসাইবা রা. যুদ্ধ করেছেন। আজ নারী স্ক্রিপ্ট রাইটার লাগবে।
3. নাগরিক সাংবাদিকতা: ২০০ কোটি ক্যামেরা আছে। ফিলিস্তিনি শিশু নিজেই সাংবাদিক। তাদের প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা দেওয়া।

ধাপ ৭: আইনী ও সাইবার সুরক্ষা

দলিল: وَخُذُوا حِذْرَكُمْ “সতর্কতা অবলম্বন কর।” [নিসা ৪:১০২]

করণীয়:

1. ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব: নিজস্ব সার্ভার, ক্লাউড, DNS। আমেরিকা সুইচ বন্ধ করলে যেন অচল না হয়।
2. সাইবার আর্মি: ইসরাইলের Unit 8200 এর জবাবে হ্যাকার নয়, ‘তথ্য যোদ্ধা’। মিথ্যা ন্যারেটিভ ধ্বংস করা।
3. আইনী সেল: ‘ইসলামোফোবিয়া’ এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা।
8. গুরুটা কোথা থেকে? ব্যক্তি থেকে উম্মাহ পর্যন্ত

১. ব্যক্তি: YouTube এ সত্য কमेंট করা, মিথ্যা রিপোর্ট মারা, ভালো চ্যানেল সাবস্কাইব করা। এটাও ‘কলমের জিহাদ’।
২. পরিবার: বাচ্চা হাতে Netflix নয়, ‘Durka Kids’ দেওয়া। টিভিতে খবরের আগে দুরুদ পড়া।
৩. মসজিদ: জুমায় খতিব সাহেব ৫ মিনিট ‘মিডিয়া সচেতনতা’ বলবেন। মসজিদের Facebook পেজ সক্রিয় করা।
৪. রাষ্ট্র: OIC কে চাপ দেওয়া - ‘মুসলিম BBC’ চাই। তুরস্ক-মালয়েশিয়া-কাতার জোট করে শুরু করুক।

শেষ কথা: রাসূল সাঃ এর যুগে কবি হাসসান বিন সাবিত রা. ছিলেন ‘মিডিয়া সেল’। কাফেররা কবিতা দিয়ে অপপ্রচার করত, হাসসান রা. কবিতা দিয়ে জবাব দিতেন। রাসূল সাঃ বলতেন: “হাসসানকে জিবরাইল দিয়ে সাহায্য করা হয়।” [বুখারী]

আজকের হাসসান হলো ক্যামেরা, কলম, কোডিং। যে এগুলো ইসলামের পক্ষে ব্যবহার করবে, জিবরাইল তার সাথেও আছে ইনশাআল্লাহ।

وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ
[হজ ২২:৪০]

মিডিয়া দিয়ে আল্লাহর দীনকে সাহায্য করুন, আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। সত্যতা ফিরবেই।

৩.৯ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা

১. কেন প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা জরুরি?

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ শুধু আদর্শ দিয়ে হবে না, কাঠামো লাগবে। ইতিহাস সাক্ষী: যখনই মুসলিম উম্মাহর শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক ও জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে, তখনই সভ্যতা পতনের দিকে গেছে।

কুরআনের মূলনীতি:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ “তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে হয়।” [শূরা ৪২:৩৮]

এই আয়াত শাসনের মূল ভিত্তি ঠিক করে দেয়: শূরা বা পরামর্শ। শূরা ছাড়া স্থিতিশীলতা আসে না, কারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া আনুগত্য তৈরি হয় না।

হাদিসের দিকনির্দেশনা:

রাসূল সাঃ বলেন: “তোমাদের উপর শাসক নিযুক্ত করা হলে, যদি সে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করে, তাহলে তার কথা শোনো ও মান্য করো।”

অর্থাৎ শাসক ও শাসিতের মধ্যে চুক্তি হলো ‘আল্লাহর কিতাব’। এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিনিধিত্ব লাগে যারা দেখবে শাসক কিতাব অনুযায়ী চলছে কিনা।

২. ইসলামী প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থার ৫টি স্তম্ভ

স্তম্ভ ১: আহলুল হাল ওয়াল আকদ - ‘যোগ্য প্রতিনিধি পরিষদ’

এরা হলেন উম্মাহর আলেম, বুদ্ধিজীবী, গোত্রপ্রধান, সামরিক বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ। এদের কাজ:

১. খলিফা/আমীর নির্বাচন: যোগ্যতার ভিত্তিতে সবচেয়ে মুত্তাকি ও সক্ষম ব্যক্তিকে বাছাই।
২. জবাবদিহিতা নিশ্চিত: শাসক শরীয়াহ লঙ্ঘন করলে তাকে সংশোধন করা, প্রয়োজনে অপসারণ।

3. বড় সিদ্ধান্তে শূরা:যুদ্ধ, সন্ধি, বাজেট - উম্মাহর ভাগ্য নির্ধারণী বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।

এটা পশ্চিমা পার্লামেন্টের মতো নয়। কারণ এখানে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, মানুষ শুধু আল্লাহর আইন প্রয়োগের প্রতিনিধি।

স্তম্ভ ২: বাইয়াত - শাসক ও জনগণের চুক্তি

বাইয়াত হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল। এটা দুই ধরনের:

1. বাইয়াতে খাসসা: আহলুল হাল ওয়াল আকদ শাসককে নির্বাচন করে বাইয়াত নেবে।
2. বাইয়াতে আম্মা: সাধারণ জনগণ আনুগত্যের শপথ করবে।

শর্ত: শাসক যতক্ষণ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে থাকে, ততক্ষণ জনগণ তার আনুগত্য করবে। শরীয়াহ বিরোধী আদেশে ‘লা তা’আতা লিমাখলুকিন ফি মা’সিয়াতিল খালিক’ - স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নেই।

এই ব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্র রোধ করে, আবার বিশৃঙ্খলাও ঠেকায়। কারণ বাইয়াত ভাঙা বিদ্রোহ, আর বিদ্রোহ ফিতনা।

স্তম্ভ ৩: শূরা মজলিস - আইন প্রণয়ন ও পরামর্শ সভা

কুরআনের নির্দেশ: **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ** “কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।” [আলে ইমরান ৩:১৫৯]

গঠন ও কাজ:

1. সদস্য: প্রতিটি প্রদেশ/পেশা থেকে নির্বাচিত বা মনোনীত ন্যায়পরায়ণ, আলেম ও বিশেষজ্ঞ।
2. এখতিয়ার: ইজতিহাদী মাসআলায় আইন তৈরি, বাজেট পাশ, শাসকের কাজ পর্যবেক্ষণ।
3. সীমা: কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান পরিবর্তন করতে পারবে না। যেমন সুদ হালাল বা নামাজ বাতিল করার ক্ষমতা কারো নেই।

এটি উম্মাহকে শাসনে অংশীদার করে। ফলে ‘আমাদের সরকার’ বোধ তৈরি হয়, যা স্থিতিশীলতার গ্যারান্টি।

সুস্তু ৪: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা - মাযলুমের আশ্রয়

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ “বলো, আমার রব ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন।” [আ’রাফ ৭:২৯]

বৈশিষ্ট্য:

1. খলিফাও আইনের উর্ধ্বে নয়: খলিফার বিরুদ্ধেও সাধারণ নাগরিক মামলা করতে পারবে।
2. কাজী নিয়োগ: খলিফা নিয়োগ দিলেও কাজী শুধু শরীয়াহ অনুযায়ী রায় দেবেন, শাসকের ইচ্ছায় নয়।
3. মাযলিম আদালত: শাসক বা সরকারি কর্মকর্তার যুলুমের বিচার এখানে হবে।

বিচার না থাকলে জনগণের আস্থা থাকে না। আস্থা না থাকলে স্থিতিশীলতা থাকে না।

সুস্তু ৫: বিকেন্দ্রীকরণ - ওয়ালী ও আমেল নিয়োগ*

রাসূল সাঃ ইয়েমেন, বাহরাইন, ওমানে আলাদা আমেল/গভর্নর পাঠাতেন। খুলাফায়ে রাশেদা প্রদেশ ভাগ করে শাসন করেছেন।

লাভ:

1. স্থানীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান।
2. ক্ষমতা এক কেন্দ্রে কুক্ষিগত হয় না, ফলে স্বৈরাচার জন্ম নেয় না।
3. প্রতিটি অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি কেন্দ্রে আসে, ফলে ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন’ কায়েম হয়।

তবে সকল প্রদেশের আকীদা, মুদ্রা, সেনাবাহিনী, পররাষ্ট্রনীতি এক খলিফার অধীনে থাকবে।

৩. পশ্চিমা গণতন্ত্র vs ইসলামী শূরা: পার্থক্য কোথায়?

সার্বভৌমত্ব জনগণের এবং সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর

- পশ্চিমা গণতন্ত্রের আইনের উৎস সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়। ইসলামী শূরার আইনের উৎস কুরআন-সুন্নাহ। ইজতিহাদী বিষয়ে শূরা।
- পশ্চিমা গণতন্ত্রের মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল। আজ সমকাম বৈধ, কাল নিষিদ্ধ হতে পারে। ইসলামী আইন স্থায়ী। হালাল-হারাম কিয়ামত পর্যন্ত এক।
- পশ্চিমা গণতন্ত্রে প্রতিনিধির যোগ্যতা যেকোনো নাগরিক, চরিত্র মুখ্য নয়। ইসলামী আইনে আদিল, আমানতদার, আলেম হওয়া শর্ত।
- পশ্চিমা গণতন্ত্রের লক্ষ্য দুনিয়ার স্বার্থ অপরদিকে ইসলামিক আইনের লক্ষ্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ

তাই ইসলামী ব্যবস্থা ‘Theocracy’ নয়, আবার ‘Secular Democracy’ ও নয়। এটি ‘Nomocracy’ - আল্লাহর আইনের শাসন।

৪. বাস্তবায়নের রোডম্যাপ: কীভাবে শুরু হবে?

১. চিন্তার বিপ্লব: ‘খিলাফত’ মানে রাজতন্ত্র নয়, বরং প্রতিনিধিত্বশীল শূরাভিত্তিক শাসন - এই ধারণা পরিষ্কার করা।

২. স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োগ: মসজিদ কমিটি, মাদরাসা, সংগঠনে আমীর নির্বাচন ও শূরার চর্চা চালু। ছোট মডেল বড় মডেলের ভিত্তি।

৩. আহলুল হাল ওয়াল আকদ তৈরি:

প্রতিটি দেশে সৎ আলেম, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সেনা কর্মকর্তা, অর্থনীতিবিদদের নিয়ে ছায়া পরিষদ গঠন।

৪. সংবিধান রচনা: ‘আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহই মূল আইন’ - এই ধারার ভিত্তিতে OIC এর ৫৭ দেশের জন্য অভিন্ন খসড়া সংবিধান।

৫. ধাপে ধাপে ঐক্য: অর্থনৈতিক জোট → প্রতিরক্ষা জোট → রাজনৈতিক ঐক্য। রাতারাতি হবে না, সবর লাগবে।

৫. এই ব্যবস্থা কেন স্থিতিশীলতা আনবে?

১. যুলুম বন্ধ হবে: শাসক জানবে জবাবদিহি করতে হবে। কাজী তাকে শাস্তি দিতে পারে।
২. বিদ্রোহ কমবে: জনগণ যখন দেখবে তাদের কথা শোনা হয়, শূরায় প্রতিনিধি আছে, তখন অস্ত্র ধরার প্রয়োজন পড়ে না।
৩. যোগ্য নেতৃত্ব আসবে: বংশ বা টাকার জোরে নয়, তাকওয়া ও দক্ষতায় নেতা নির্বাচন হবে।
৪. উম্মাহ এক হবে: ভোটের সময় মারামারি নয়, বাইয়াতের সময় ঐক্য। কারণ লক্ষ্য ক্ষমতা নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি।

শেষ কথা:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ “আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।” [রা’দ ১৩:১১]

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসমান থেকে নামবে না। শূরা, বাইয়াত, আদল - এই তিন স্তম্ভের উপর নিজস্ব প্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো দাঁড় করালেই ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ সম্ভব। অন্যথায় ৫৭ রাষ্ট্র ৫৭ দিকে টানতেই থাকবে, আর আমরা ‘খড়কুটা’ হয়েই থাকব।

8. উপসংহার

8.1 পাশ্চাত্য দর্শনের দুর্গন্ধ

ইসলামী সভ্যতার দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য দর্শনের কিছু মৌলিক দিক সমস্যাযুক্ত মনে করা হয়। এর কারণ, এসব ধারণা মানুষের ফিতরাত, সমাজ ও আখিরাতে সাথে সাংঘর্ষিক ফল তৈরি করেছে।

প্রথমত, পাশ্চাত্য দর্শনের একটি বড় ভিত্তি হলো মানবকেন্দ্রিকতা। এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকেই সবকিছুর মাপকাঠি বানানো হয়েছে। ‘আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি’ - এই কথা থেকে শুরু করে ‘মানুষই নিজের ভাগ্য নির্ধারক’ পর্যন্ত পুরো চিন্তা মানুষকে স্রষ্টার জায়গায় বসায়। ফলে হালাল-হারাম, ভালো-মন্দ নির্ধারণের এখতিয়ার আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে মানুষের হাতে চলে যায়। এ কারণে সমকামিতা, সুদ, মদ একেক সমাজে ‘অধিকার’ হয়ে যায়। কুরআন বলে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু আল্লাহর ইবাদতের জন্য। যখন ইবাদতের কেন্দ্র বদলে যায়, তখন জীবনের উদ্দেশ্যই বদলে যায়।

দ্বিতীয়ত, বস্তুবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা পাশ্চাত্য চিন্তার আরেকটি সমস্যা। এখানে বলা হয়, যা ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরা যায় না তার অস্তিত্ব নেই। ধর্মকে রাষ্ট্র ও জনজীবন থেকে আলাদা করে শুধু ব্যক্তিগত গণ্ডিতে আটকে দেওয়া হয়। এর ফলে আখিরাতে, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নামের ধারণা উঠে যায়। যখন জবাবদিহিতা থাকে না, তখন ‘যত খুশি ভোগ কর’ দর্শন তৈরি হয়। পুঁজিবাদ, ভোগবাদ, পরিবেশ ধ্বংস, যুদ্ধ - সবকিছুর পেছনে এই চিন্তা কাজ করে। মানুষের রুহ শান্তি পায় না, তাই পশ্চিমে ডিপ্রেশন ও আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি।

তৃতীয়ত, নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ সমাজের ভিত নষ্ট করেছে। পাশ্চাত্য দর্শন বলে সত্য-মিথ্যা, ন্যায্য-অন্যায্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বদলায়। তোমার কাছে যা ভালো, আমার কাছে তা খারাপ হতে পারে। এই যুক্তিতে চুরি খারাপ, কিন্তু রাষ্ট্র যদি ট্যাক্সের নামে নেয় তবে বৈধ। যিনা খারাপ, কিন্তু দুজনের সম্মতি থাকলে বৈধ। এভাবে স্থায়ী কোনো

মানদণ্ড থাকে না। আজ যা অপরাধ, কাল তা অধিকার হয়ে যায়। ফলে পরিবার, বিয়ে, লজ্জা - সব ধারণা ভেঙে পড়ছে। অথচ ইসলাম বলে দীন পূর্ণাঙ্গ, হালাল-হারাম কিয়ামত পর্যন্ত নির্ধারিত।

চতুর্থত, চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজকে টুকরো করে দিয়েছে। ‘My Body, My Choice’, ‘আমি যা খুশি করব’ - এই দর্শন মানুষকে পরিবার, সমাজ ও উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। বাবা-মা বোঝা হয়ে যায়, সন্তান দায় হয়ে যায়, প্রতিবেশী অচেনা হয়ে যায়। তাই বৃদ্ধাশ্রম বাড়ছে, জন্মহার কমছে, একাকীত্ব বাড়ছে। ইসলাম বলে মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। ব্যক্তির উপর সমাজের হক আছে, সমাজের উপর ব্যক্তির হক আছে। ভারসাম্য নষ্ট হলে সভ্যতা টেকে না।

পঞ্চমত, ডারউইনের বিবর্তনবাদকে সমাজে প্রয়োগ করে ‘যোগ্যতমের বেঁচে থাকা’ নীতি চালু করা হয়েছে। এর নামে উপনিবেশবাদ জায়েজ করা হয়েছে। বলা হয়েছে সাদা চামড়া উন্নত, তাই কালোদের শাসন করবে। শক্তিশালী জাতি দুর্বল জাতির সম্পদ লুট করবে। এই চিন্তা থেকেই দুই বিশ্বযুদ্ধ, হিরোশিমা, ফিলিস্তিন দখল হয়েছে। ইসলাম বলে আল্লাহর কাছে সম্মানিত সে-ই যে সবচেয়ে মুত্তাকি, গায়ের রং বা গোষ্ঠী দিয়ে নয়।

ষষ্ঠত, শুধু যুক্তি দিয়ে সব বিচার করার প্রবণতা ওহীকে অস্বীকার করতে শেখায়। বলা হয় ফেরেশতা, জিন, অদৃশ্য জগৎ অযৌক্তিক। অথচ বিজ্ঞান নিজেই স্বীকার করে মহাবিশ্বের বেশিরভাগ জিনিস সে দেখে না। মানুষের আকল সীমিত। সীমিত আকল দিয়ে অসীম আল্লাহর হিকমত মাপতে গেলে নাস্তিকতা আসে। ইসলাম আকলকে ব্যবহার করতে বলে, কিন্তু ওহীর অধীন করে।

সপ্তমত, নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে নতুনভাবে শোষণ করা হয়েছে। বলা হলো ঘর পরাধীনতা, অফিস স্বাধীনতা। ফলে নারীকে কারখানায়, কর্পোরেট দুনিয়ায় পুরুষের মতো খাটানো হলো। আবার বিজ্ঞাপন ও মিডিয়ায় নারীর শরীরকে পণ্য বানানো হলো। মা ও স্ত্রী হিসেবে যে সম্মান ইসলাম দিয়েছে, তা কেড়ে নিয়ে ‘ভোগের বস্তু’ বা ‘অর্থনৈতিক ইউনিট’ বানানো হলো।

এই চিন্তাগুলোর সম্মিলিত ফল হলো পরিবার ভাঙন, আত্মিক শূন্যতা, যুদ্ধ, বৈষম্য ও পরিবেশ বিপর্যয়। পাশ্চাত্য দর্শন প্রযুক্তি দিয়েছে, কিন্তু শান্তি দিতে পারেনি। কারণ যন্ত্র দিয়ে দেহের আরাম হয়, রুহের আরাম হয় না। রুহের আরাম শুধু ওহীর মধ্যেই আছে।

তাই ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ মানে পশ্চিমকে অন্ধভাবে ঘৃণা করা নয়। বরং পশ্চিমের বিষাক্ত দর্শন বর্জন করে তাওহীদ, আখিরাতমুখিতা, শরীয়াহ, ভ্রাতৃত্ব ও আদলের ভিত্তিতে নতুন সভ্যতা গড়া।

৪.২ ইসলামী দর্শনের হকিকত

ইসলামী দর্শনের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে হলে এর উৎস, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য জানা দরকার। ইসলামী দর্শন গ্রিক বা পাশ্চাত্য দর্শনের মতো শুধু মানুষের যুক্তির উপর দাঁড়ায় না। এর মূল ভিত্তি হলো ওহী, অর্থাৎ কুরআন ও রাসূল সাঃ এর সুন্নাহ। আকল বা যুক্তিকে এখানে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ওহীর অধীন করে।

ইসলামী দর্শনের কেন্দ্রে আছেন আল্লাহ। ‘তাওহীদ’ হলো এর প্রথম কথা। আসমান-জমিন, মানুষ, জীবন, মৃত্যু সবকিছুর ব্যাখ্যা শুরু হয় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ দিয়ে। মানুষ এখানে স্রষ্টা নয়, খলিফা বা প্রতিনিধি। তার দায়িত্ব হলো জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করা। তাই ইসলামী দর্শনে মানুষের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তা লাগামহীন নয়। সে আল্লাহর দেওয়া সীমার ভেতরেই স্বাধীন।

এই দর্শনের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ একসাথে অর্জন করা। পাশ্চাত্য দর্শন যেখানে শুধু দুনিয়া নিয়ে ভাবে, ইসলামী দর্শন বলে দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত। এখানে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি সবই ইবাদত, যদি নিয়ত হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি। ফলে জ্ঞানার্জন ফরজ হয়, ব্যবসা ইবাদত হয়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা জিহাদ হয়।

ইসলামী দর্শনের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো ভারসাম্য। এটি রুহ ও দেহ, ব্যক্তি ও সমাজ, আকল ও ওহী, দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য রাখে। চরম বস্তুবাদও

এখানে নেই, আবার দুনিয়া ত্যাগী বৈরাগ্যবাদও নেই। কুরআন বলে, ‘আল্লাহ তোমার উপর যা সহজ করেছেন তা গ্রহণ কর, আর আখিরাতও ভুলে যেয়ো না।’

নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইসলামী দর্শন আপেক্ষিক নয়। হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মানুষের কাজ হলো তা খুঁজে বের করা ও মেনে চলা। তাই সময় বা সমাজ বদলালেও মিথ্যা বলা হারামই থাকে, সুদ হারামই থাকে, ইনসাফ ফরজই থাকে। এই স্থায়ী মানদণ্ড সমাজকে স্থিতি দেয়।

জ্ঞানের উৎস হিসেবে ইসলামী দর্শন তিনটি জিনিসকে স্বীকার করে। এক, ওহী বা ঐশী জ্ঞান যা অভ্রান্ত। দুই, আকল বা যুক্তি যা ওহীকে বুঝতে সাহায্য করে। তিন, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ যা দিয়ে দুনিয়ার নিয়ম আবিষ্কার করা হয়। ইবনে সিনা, আল-বিরুনী, ইবনে খালদুনরা এই তিনের সমন্বয় করেই বিজ্ঞান ও সভ্যতায় নেতৃত্ব দিয়েছেন।

সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় ইসলামী দর্শন ‘উম্মাহ’ ধারণা দেয়। গোত্র, বর্ণ, ভাষার উপরে উঠে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব কায়েম হয়। শাসনের মূলনীতি হলো শূরা বা পরামর্শ, আদল বা ন্যায়বিচার, আমানত বা বিশ্বস্ততা। শাসক জনগণের সেবক, প্রভু নয়। জবাবদিহিতা শুধু জনগণের কাছে নয়, আল্লাহর কাছেও।

ইসলামী দর্শন মানুষকে শুধু অধিকারের কথা বলে না, দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দেয়। প্রতিবেশীর হক, পিতা-মাতার হক, গরীবের হক, এমনকি পশু-পাখি ও পরিবেশের হকও এখানে সংরক্ষিত। কারণ সবকিছুর মালিক আল্লাহ, মানুষ শুধু আমানতদার।

ইতিহাসে যখনই মুসলিমরা এই দর্শন আঁকড়ে ধরেছে, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইনসাফ, শিল্প-সাহিত্যে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে। বাগদাদের বাইতুল হিকমাহ, কুরতুবার লাইব্রেরি, উসমানীদেবির আদালত এর প্রমাণ। আর যখনই এই দর্শন থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিপূজা, রাজতন্ত্র ও অন্ধ অনুকরণ ধরেছে, তখনই পতন এসেছে।

তাই ইসলামী দর্শনের প্রকৃত অবস্থা হলো এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটি শুধু মসজিদের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়, বাজার, আদালত, গবেষণাগার, রাষ্ট্র সবখানে এর প্রয়োগ আছে। এর লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর গোলাম বানিয়ে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি দেওয়া।

৪.৩ ইসলামী অর্থব্যবস্থা সঠিক ব্যাখ্যা

ইসলামী অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হবে তাওহীদ, আদল ও ইহসানের ভিত্তিতে। এর পরিচালনার মূল কাঠামো কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে নেওয়া হবে। এখানে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রত্যেকের আলাদা দায়িত্ব আছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ইতায়ি যিল কুরবা

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

নিশ্চয়ই আল্লাহ আদল, ইহসান ও নিকটাত্মীয়কে দান করার নির্দেশ দেন। [সূরা নাহল ১৬:৯০] এই তিনটি হলো অর্থব্যবস্থা পরিচালনার মূলনীতি।

রাসূল সাঃ বলেছেন, কুল্লুকুম রাইন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

[সহীহ বুখারী ৮৯৩] তাই শাসক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও ভোক্তা সবার জবাবদিহিতা আছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা পরিচালনার ধাপগুলো হলো:

আল্লাহ বলেন, ওয়া আমরুল্হুম শূরা বাইনাহুম

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে হয়। [সূরা শূরা ৪২:৩৮] তাই রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত শূরা মজলিসের পরামর্শে নেওয়া হবে। এই মজলিসে ফকীহ,

অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজের প্রতিনিধি থাকবে। তারা দেখবে কোনো সিদ্ধান্ত কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কি না।

রাসূল সাঃ বলেছেন, ইয়া ওয়াসসিদাল আমরু ইলা গাইরি আহলিহি ফানতায়িরিস সাআহ

إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

যখন দায়িত্ব অযোগ্য লোকের হাতে দেওয়া হয় তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। [সহীহ বুখারী ৫৯] তাই অর্থ মন্ত্রণালয়, বাইতুল মাল, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্বে আমানতদার ও যোগ্য লোক নিয়োগ করতে হবে।

বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রীয় অর্থ পরিচালনা করা হবে। আল্লাহ বলেন, ওয়া মা কানাল্লাহু লিয়ুদীআ আজরা মুহসিনীন

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। [সূরা তাওবা ৯:১২০] বাইতুল মালে জমা হবে যাকাত, উশর, খারাজ, জিযিয়া, গনিমত, ফাই ও খনিজ সম্পদের আয়। এখান থেকে গরীব, মিসকিন, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির, ইসলাম প্রচার, প্রতিরক্ষা ও জনকল্যাণে ব্যয় করা হবে।

রাসূল সাঃ এর যুগে বাইতুল মাল ছিল মসজিদে নববীতে। তিনি বলেছেন, মান তরাকা মালান ফালিওয়ারাসাতিহি ওয়া মান তরাকা দাইনান আও দায়াআন ফাআলাইয়া ওয়া ইলাইয়া

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوَرَّثَتْهُ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلِيَ وَ عَلَيَّ

যে সম্পদ রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের, আর যে ঋণ বা অসহায় পরিজন রেখে যায় তার দায়িত্ব আমার উপর। [সহীহ মুসলিম ১৬১৯] অর্থাৎ রাষ্ট্র অসহায়ের দায়িত্ব নেবে।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ বলেন, ওয়া যারু মা বাকিয়া মিনার রিবা ইন কুনতুম মু'মিনীন

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

তোমরা যদি মুমিন হও তবে সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও। [সূরা বাকারা ২:২৭৮] এর বিকল্প হলো মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, ইজারা, সালাম ও ইসতিসনা চুক্তি।

রাসূল সাঃ বলেছেন, যাহাবু বিয যাহাবি রিবান ইল্লা হাআ ওয়া হা

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

সোনার বদলে সোনা নগদ না হলে সুদ হয়। [সহীহ বুখারী ২১৩৪] তাই মুদ্রা বিনিময়, ঋণ ও বাকি বেচা-কেনায় শরীয়াহ বোর্ডের তদারকি থাকবে।

বাজার ব্যবস্থা হবে উন্মুক্ত কিন্তু নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহ বলেন, ওয়া লা তাবখাসুন নাসা আশইয়াআহম ওয়া লা তা'সাও ফিল আরদি মুফসিদ্দীন

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

মানুষকে তাদের প্রাপ্য কম দিও না এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। [সূরা শুআরা ২৬:১৮৩]

রাসূল সাঃ বাজারে দাম নির্ধারণ করতে অস্বীকার করে বলেছেন, ইন্নাল্লাহা হুয়াল মুসাদ্দিরুল কাবিদুল বাসিতুর রায্যাক

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ

আল্লাহই দাম নির্ধারণকারী, সংকুচিতকারী, প্রশস্তকারী ও রিজিকদাতা। [সুনান আবু দাউদ ৩৪৫১] তবে ইহতিকার, গাবন ফাহিশ ও নাজাশ নিষিদ্ধ। তিনি হিসবা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন বাজার তদারকির জন্য।

যাকাত ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে আদায় ও বণ্টন করা হবে। আল্লাহ বলেন, খুয মিন আমওয়ালিহিম সাদাকাতান তুতাহিরুলহম ওয়া তুযাক্কিহিম বিহা

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ কর যা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। [সূরা তাওবা ৯:১০৩]

রাসূল সাঃ আমেল বা যাকাত আদায়কারী নিয়োগ দিতেন। তিনি বলেছেন, মনিসতা'মালনাহ্ আলা আমালিন ফারাযাকনাহ্ রিয়কান ফামা আখাযা বা'দা যালিকা ফাহুয়া গুলুল

مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ
আমরা যাকে কোনো কাজে নিয়োগ দিয়ে বেতন দেই, এরপর সে যা গ্রহণ করে তা খিয়ানত। [সুনান আবু দাউদ ২৯৪৩] তাই যাকাত বিভাগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকবে।

শ্রম ও মালিকের সম্পর্ক হবে ইনসাফের উপর। আল্লাহ বলেন, ওয়া লা তাবখাসুন নাসা আশইয়াআহুম

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

মানুষকে তাদের প্রাপ্য কম দিও না। [সূরা হূদ ১১:৮৫]

রাসূল সাঃ বলেছেন, ইখওয়ানুকুম খাওয়ালুকুম জাআলাহুমুল্লাহ্ তাহতা আইদীকুম
إِخْوَانُكُمْ حَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ
তোমাদের অধীনস্থরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন।
[সহীহ বুখারী ৩০] তাই শ্রমিককে ভাই মনে করে ন্যায্য মজুরি, বিশ্রাম ও নিরাপত্তা দিতে হবে।

সম্পদ উৎপাদন ও হালাল ব্যবসা উৎসাহিত করা হবে। আল্লাহ বলেন, হুয়াল্লাযী জাআলা লাকুমুল আরদা যালুলান ফামশু ফী মানাকিবিহা ওয়া কুলু মির রিয্কিহি
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
তিনিই জমিনকে তোমাদের জন্য অনুগত করেছেন, অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর রিজিক থেকে আহার কর। [সূরা মুলক ৬৭:১৫]

রাসূল সাঃ বলেছেন, মা আকালা আহাদুন তাআমান কাভু খাইরাম মিন আয় ইয়া'কুলা মিন আমালি ইয়াদিহি

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

নিজ হাতের কাজের চেয়ে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। [সহীহ বুখারী ২০৭২]
কৃষি, শিল্প, ব্যবসা সব হালাল খাতকে রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা দেবে।

অপচয় রোধ ও সম্পদ সংরক্ষণ করা হবে। আল্লাহ বলেন, ইন্নালা মুবাযযিরীনা কানু ইখওয়ানাশ শায়াতীন

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। [সূরা ইসরা ১৭:২৭] রাষ্ট্রীয় সম্পদে খিয়ানত করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

এভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে, শূরার ভিত্তিতে, আমানতদার লোক দিয়ে, যাকাত ও সুদমুক্ত লেনদেনের মাধ্যমে, বাজার তদারকি করে এবং শ্রমের মর্যাদা দিয়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হবে। এর উদ্দেশ্য হলো অভাব দূর করা ও মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য অবকাশ দেওয়া।

৪.৪ শিক্ষা ব্যবস্থার মূলউটপাটন। শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামিক শিক্ষানীতি ও মূল্যবোধ প্রণয়ন।

শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম শিক্ষা নীতি ও মূল্যবোধ প্রণয়নের ভিত্তি হলো তাওহীদ ও ওহী। ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু তথ্য জানা নয়, বরং মানুষকে আল্লাহর খলিফা হিসেবে গড়ে তোলা যাতে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। [সূরা আলাক ৯৬:১] এখানেই ইসলামী শিক্ষার প্রথম নীতি স্পষ্ট: জ্ঞান অর্জন হবে আল্লাহর নামে, তাঁকে চেনার জন্য। শিক্ষা আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।

রাসূল সাঃ বলেছেন, তালাবুল ইলমি ফারীদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। [সুনান ইবনে মাজাহ ২২৪] এই হাদীস শিক্ষাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব বানিয়ে দেয়। রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো সবার জন্য এই ফরজ আদায়ের সুযোগ তৈরি করা।

ইসলামী শিক্ষানীতির প্রথম মূলনীতি হলো আকীদা শুদ্ধ করা। আল্লাহ বলেন, ফা'লাম আল্লাহ্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অতএব জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। [সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯] শিক্ষার শুরু হবে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস দিয়ে। কারণ বিশ্বাস ঠিক না হলে আমল ও আখলাক ঠিক হবে না।

রাসূল সাঃ জিবরীল আ. এর হাদীসে ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, আন তু'মিনা বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়া ইয়াওমিল আখিরি ওয়া তু'মিনা বিল কাদারি খাইরিহি ওয়া শাররিহি

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলদের উপর, শেষ দিবসের উপর এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর। [সহীহ মুসলিম ৮] এই ছয়টি বিষয় হবে শিক্ষার আকীদাগত কাঠামো।

দ্বিতীয় মূলনীতি হলো ইলম ও আমলের সমন্বয়। আল্লাহ বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লিমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা কর না তা কেন বল? [সূরা সফ ৬১:২] জ্ঞান যদি চরিত্র গঠন না করে তবে তা বোঝা মাত্র।

রাসূল সাঃ বলেছেন, মান তাআল্লামা ইলমান মিম্মা ইউবতাগা বিহি ওয়াজহুল্লাহি লা ইয়াতাআল্লামুহু ইল্লা লিইউসীবা বিহি আরাদান মিনাদ দুইয়া লাম ইয়াজিদ আরফাল জান্নাতি ইয়াওমাল কিয়ামাহ

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি এমন ইলম শিখে যা দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করা হয়, অথচ সে তা শুধু দুনিয়ার সম্পদ লাভের জন্য শিখে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। [সুনান আবু দাউদ ৩৬৬৪] তাই নিয়ত শুদ্ধ করা শিক্ষার মূল ভিত্তি।

তৃতীয় মূলনীতি হলো আখলাক ও আদব শিক্ষা দেওয়া। আল্লাহ বলেন, ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর আছেন। [সূরা কালাম ৬৮:৪] রাসূল সাঃ এর চরিত্রই হবে শিক্ষার্থীর আদর্শ।

রাসূল সাঃ বলেছেন, ইন্নামা বুইসতু লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

আমি তো কেবল উত্তম চরিত্র পূর্ণতা দিতেই প্রেরিত হয়েছি। [মুআত্তা মালিক ১৬১৪] তাই সত্যবাদিতা, আমানতদারি, লজ্জাশীলতা, বিনয়, সবর, শোকর, মাতা-পিতার হক, প্রতিবেশীর হক পাঠ্যসূচিতে থাকবে।

চতুর্থ মূলনীতি হলো জাগতিক জ্ঞান ও দ্বীনী জ্ঞানের সমন্বয়। আল্লাহ বলেন, কুল হাল ইয়াসতাওয়িল্লাযীনা ইয়া'লামুনা ওয়াল্লাযীনা লা ইয়া'লামুন

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? [সূরা যুমার ৩৯:৯] আবার বলেন, ওয়া কুল রাবিবি যিদনী ইলমা

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

আর বল, হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। [সূরা ত্বহা ২০:১১৪] এখানে ইলম মানে শুধু ফিকহ নয়, বরং উপকারী সব জ্ঞান।

রাসূল সাঃ বলেছেন, আল হিকমাতু দাল্লাতুল মু'মিনি ফাহাইসু ওয়াজাদাহা ফাহুয়া আহক্বু বিহা

الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

হিকমত মুমিনের হারানো সম্পদ, সে যেখানেই তা পাবে সেটির সে-ই বেশি হকদার। [সুনান তিরমিযী ২৬৮৭] তাই চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি, বিজ্ঞান সবই ইসলামী শিক্ষার অংশ, যদি তা আল্লাহর বিধান মেনে মানবতার কল্যাণে লাগানো হয়।

পঞ্চম মূলনীতি হলো উস্তায ও ছাত্রের সম্পর্ক আদবের উপর প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ বলেন, ইয়ারফাইল্লাহু ল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত
يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা উঁচু করবেন। [সূরা মুজাদালা ৫৮:১১]

রাসূল সাঃ বলেছেন, লাইসা মিল্লা মান লাম ইয়ারহাম সাগীরানা ওয়া লাম ইয়ুওয়াক্কির কাবীরানা ওয়া লাম ইয়ারিফ লিআলিমিনা হাক্বাহ
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوقِرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ
যে আমাদের ছোটদের দয়া করে না, বড়দের সম্মান করে না এবং আলেমের হক চিনে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। [মুসনাদ আহমদ ২২৮০৭] শিক্ষকের সম্মান ও ছাত্রের প্রতি স্নেহ শিক্ষার পরিবেশ ঠিক রাখে।

ষষ্ঠ মূলনীতি হলো নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা। রাসূল সাঃ এর যুগে মহিলা সাহাবীরা বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহি যাহাবার রিজালু বিহাদীসিকা ফাজআল লানা মিন নাফসিকা ইয়াওমান না'তীকা ফীহি
يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ
হে আল্লাহর রাসূল, পুরুষরা আপনার হাদীস নিয়ে গেল। আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করুন যেদিন আমরা আপনার কাছে আসব। [সহীহ বুখারী ১০১] তিনি তাদের জন্য আলাদা দিন নির্ধারণ করে দিতেন। তাই মেয়েদের জন্য নিরাপদ ও শরীয়াহসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

সপ্তম মূলনীতি হলো জিহাদ, দাওয়াহ ও উম্মাহবোধ জাগ্রত করা। আল্লাহ বলেন, ওয়া আঈদু লাহুম মাসতাতা'তুম মিন কুওওয়াতিন
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত কর। [সূরা আনফাল ৮:৬০]
শক্তি মানে শুধু অস্ত্র নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিও শক্তি।

রাসূল সাঃ বলেছেন, মান খারাজা ফী তালাবিল ইলমি ফায্য়া ফী সাবিলিল্লাহি হাত্তা ইয়ারজিতা

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হয় সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে থাকে।
[সুনান তিরমিযী ২৬৪৭]

ইসলামী শিক্ষানীতি প্রণয়নে পাঠ্যসূচিতে কুরআন, হাদীস, সীরাত, ফিকহ, আকীদা, আরবী ভাষা বাধ্যতামূলক থাকবে। এর সাথে গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, চিকিৎসা, কৃষি ও প্রযুক্তি থাকবে তাওহীদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। শিক্ষার ভাষা হবে মাতৃভাষা ও আরবী। শিক্ষকের প্রশিক্ষণ, পাঠ্যবই রচনা ও পরীক্ষা পদ্ধতি সবই ওহীর আলোকে হবে।

এই নীতির লক্ষ্য হলো এমন মানুষ তৈরি করা যারা আল্লাহকে চিনে, রাসূল সাঃ কে আদর্শ মানে, হালাল-হারাম বুঝে, উম্মাহর দরদ রাখে এবং দুনিয়াকে আখিরাতের শস্যক্ষেত বানায়।

৪.৫ একটি পরিবার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবারের একটি সদস্য একজন দায়ী

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ শুরু হয় ঘর থেকে। কারণ ঘরই মানুষের প্রথম মাদ্রাসা, আর ঘরের প্রতিটি সদস্য যদি দাঈ হয়ে ওঠে তবে সমাজের চেহারা পাল্টে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা কর। [সূরা তাহরীম ৬:৬]

এই আয়াত পরিবারকে দাওয়াত ও তারবিয়াতের কেন্দ্র বানায়। রাষ্ট্র, মসজিদ, মাদ্রাসা যতই শক্তিশালী হোক, যদি ঘরে তাওহীদ, সালাত ও আদব না থাকে তবে সভ্যতা দাঁড়ায় না। ঘর ঠিক হলে উম্মাহ ঠিক হয়।

রাসূল সাঃ বলেছেন, **كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ**

অর্থ: তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। [সহীহ বুখারী ৮৯৩]

এই দায়িত্বের কারণেই পরিবারের প্রত্যেক সদস্য দাঈ হওয়ার উপযোগী। বাবা সন্তানকে তাওহীদ শেখাবে, মা আদব শেখাবে, বড় ভাই ছোট ভাইকে সালাতের দিকে ডাকবে, সন্তান বাবা-মাকে গীবত ও সুদ থেকে ফিরাবে। এখানে দাওয়াতের পথ খোলা থাকে কারণ সম্পর্কের ভিত্তি ভালোবাসা ও বিশ্বাস।

লুকমান আ. এর উদাহরণ দেখো। আল্লাহ বলেন, **وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ**

অর্থ: যখন লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলল, হে আমার প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না। [সূরা লুকমান ৩১:১৩]

তিনি সন্তানকে শিরক থেকে বাঁচাতে নরম উপদেশ দেন। ইসলামী সভ্যতা গড়তে হলে আকীদা আগে ঠিক করতে হয়। ঘরের ভেতর যদি শিরক, কুসংস্কার ও বেদআত চলে তবে বাইরে খিলাফাহ কায়েম হলেও তা টেকে না। পরিবারের দাঈ সদস্য ঘরের আকীদা শুদ্ধ করে।

ইবরাহীম আ. তাঁর পিতাকে বলেছেন, **يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ**

অর্থ: হে আমার পিতা, আপনি কেন তার ইবাদত করেন যে শোনে না, দেখে না। [সূরা মারইয়াম ১৯:৪২]

এখানে আদব ও যুক্তি একসাথে আছে। পরিবারের দাঈ সদস্য বড়দের সাথেও আদব রক্ষা করে হক কথা বলে। এভাবে ঘরে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরি হয়।

রাসূল সাঃ বলেছেন, **بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً**

অর্থ: আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াত হয়। [সহীহ বুখারী ৩৪৬১]

ঘরের প্রতিটি সদস্য যদি একটি আয়াত বা একটি সুন্নাহ জানে এবং তা অন্যকে শেখায় তবে ঘরই দাওয়াতের কেন্দ্র হয়ে যায়। স্ত্রী স্বামীকে তাহাজ্জুদের কথা মনে করিয়ে দেয়, স্বামী স্ত্রীকে পর্দার হিকমত বোঝায়, সন্তান পিতা-মাতাকে যাকাত ও সাদাকার ফজিলত শোনায়ে। এভাবে দৈনন্দিন জীবনে দীন জীবন্ত হয়ে ওঠে।

পরিবারের দাঈ সদস্যের কার্যকারিতা হলো সে আমল দিয়ে দাওয়াত দেয়। আল্লাহ বলেন, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

অর্থ: তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও অথচ নিজেদের কথা ভুলে যাও? [সূরা বাকারা ২:৪]

ঘরের লোকেরা আগে দেখে তুমি নিজে নামাজ পড়ো কি না, সত্য বলো কি না। কথার চেয়ে আমল দ্রুত প্রভাব ফেলে। ঘরে যখন বাবা-মা ফজরে ওঠে, কুরআন পড়ে, সাদাকা করে তখন সন্তান স্বাভাবিকভাবেই তা গ্রহণ করে।

আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

অর্থ: তুমি তোমার রবের পথে ডাক হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। [সূরা নাহল ১৬:১২৫]

ঘরে হিকমাহ ও নরম উপদেশ কাজ করে। চিৎকার-চেঁচামেচি ঘরকে দূরে সরায়, কিন্তু গল্প, কিসসা, দোয়া ও ভালোবাসা ঘরকে আল্লাহর দিকে ফেরায়। এই পরিবেশে বড় হওয়া সন্তান সমাজে গিয়ে ইনসার, আমানতদারি ও জিহাদ ফী সাবিলাহর চেতনা নিয়ে দাঁড়ায়।

রাসূল সাঃ বলেছেন, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

অর্থ: মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ছাড়া: সাদাকায় জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। [সহীহ মুসলিম ১৬৩১]

একজন নেক সন্তান হলো সভ্যতার চলমান প্রজেক্ট। সে শুধু নিজে নেক হয় না, বরং মা-বাবার মৃত্যুর পরও তাদের জন্য দোয়া করে। এভাবে একটি পরিবার শত বছর পর্যন্ত সভ্যতার ধারা টিকিয়ে রাখে।

ঘরের দাঈ সদস্য ঘরে ইলম ও যিকিরের মজলিস কায়েম করে। আল্লাহ বলেন, **وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ**

অর্থ: তুমি নিজেকে ধরে রাখ তাদের সাথে যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি চেয়ে। [সূরা কাহফ ১৮:২৮]

ঘরে যদি সকাল-সন্ধ্যা কুরআন, তাফসীর, সীরাত ও যিকিরের মজলিস থাকে তবে ঘর নূরানী হয়। সেই ঘর থেকে বের হওয়া প্রজন্ম বাইরে গিয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রে নেতৃত্ব দেয়।

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের জন্য মসজিদের মিস্বর একা যথেষ্ট নয়। দরকার হাজারো ঘর যেখানে প্রতিটি সদস্য দাঈ। খাদীজা রা. রাসূল সাঃ কে প্রথম দিন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্চিত করবেন না। এই একটি ঘরের দাওয়াত থেকেই নবুওয়াতের মিশন শুরু হয়েছিল।

যখন হাজারো ঘরে এমন দাঈ সদস্য তৈরি হবে তখন সমাজে ইনসাফ, পবিত্রতা, আমানতদারি ও জিহাদ ফী সাবিলাহর চেতনা ফিরে আসবে। তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার, আদালত ও রাষ্ট্র আপনাআপনি ইসলামী রূপরেখায় গড়ে উঠবে। এটাই হলো একটি পরিবার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পরিবারের একজন সদস্য একজন দাঈ হওয়ার কার্যকারিতা।

৪.৬ জনগণের মন থেকে খিলাফতভীতি দূর করন ও খিলাফতের প্রকৃত হকিকত তুলে ধরা

খিলাফতভীতি মূলত অজ্ঞতা, ভুল ইতিহাস চর্চা আর শত্রুদের প্রচারণা থেকে আসে। মানুষ যখন খিলাফতকে দেখে শুধু ক্ষমতা দখল, জুলুম আর রক্তপাতের নাম হিসেবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই ভয় পায়। অথচ খিলাফতের হকিকত হলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করা যাতে ইনসাফ, নিরাপত্তা ও ইবাদতের পরিবেশ তৈরি হয়।

জনগণের মন থেকে এই ভীতি দূর করতে প্রথম কাজ হলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে খিলাফতের প্রকৃত উদ্দেশ্য তুলে ধরা।

আল্লাহ বলেন, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে জমিনে খলিফা বানোর ওয়াদা করেছেন, যেমন তিনি খলিফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের। [সূরা নূর ২৪:৫]

এখানে খিলাফত কোনো জুলুমের নাম নয়, বরং ঈমান ও আমলের প্রতিদান। এর শর্ত হলো ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য করা।

রাসূল সাঃ বলেছেন, وَإِنَّهُ خَلَفُهُ نَبِيٌّ، وَكُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ

অর্থ: বনী ইসরাঈলকে নবীরা পরিচালনা করতেন। যখন এক নবী মারা যেতেন আরেক নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আমার পরে কোনো নবী নেই, তবে অনেক খলিফা হবে। [সহীহ বুখারী ৩৪৫]

এই হাদীস দেখায় খিলাফত নবুওয়াতের পরবর্তী নিয়াম। এর কাজ হলো মানুষকে আল্লাহর দিকে পরিচালনা করা, জুলুম করা নয়।

খিলাফতভীতি দূর করার দ্বিতীয় উপায় হলো রাশিদা খিলাফতের আদর্শ চিত্র মানুষের সামনে আনা। আবু বকর রা. খলিফা হয়ে বলেছিলেন, আমি তোমাদের শাসক হয়েছি

অথচ আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম নই। যদি আমি সঠিক পথে চলি তবে আমাকে সাহায্য করো, আর যদি বাঁকা হই তবে আমাকে সোজা করে দিও। সত্যবাদিতা আমানত, মিথ্যা খিয়ানত।

উমর রা. রাতে মদীনার অলিগলি ঘুরে দেখতেন কেউ না খেয়ে আছে কি না। তিনি বলতেন, ফোরাতে তীরে একটি ছাগলছানাও যদি না খেয়ে মরে আমি ভয় করি কিয়ামতের দিন আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। এই হলো খিলাফতের হকিকত: দায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও রাইয়্যাহর হক আদায়।

তৃতীয় উপায় হলো খিলাফতের মাকাসিদ মানুষকে বোঝানো। খিলাফতের উদ্দেশ্য হলো দীন হিফাজত করা, জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা দেওয়া, ইনসাফ কায়েম করা, জুলুম রোধ করা এবং দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ বলেন, *الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ*
 অর্থ: আমি যদি তাদেরকে জমিনে ক্ষমতা দিই তবে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। [সূরা হজ ২:৪১]
 এই আয়াত পড়লে বোঝা যায় খিলাফতের কাজ হলো সমাজকে আল্লাহমুখী বানানো, মানুষকে শোষণ করা নয়।

চতুর্থ উপায় হলো ভুল উপস্থাপনা ও প্রচারণার জবাব দেওয়া। মানুষ খিলাফত বলতে মনে করে রক্ত, তলোয়ার ও বাধ্যতামূলক ইসলাম গ্রহণ। অথচ রাসূল সাঃ মদীনায় ইহুদী-মুশরিকদের সাথে চুক্তি করেছেন, তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। উমর রা. বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর গির্জা ভাঙেননি, বরং চুক্তি করে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ*

অর্থ: দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। সত্য-মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে গেছে। [সূরা বাকারা ২:২৫৬]

খিলাফত কখনো জোর করে ঈমান চাপায় না, বরং ন্যায় ও নিরাপত্তা দিয়ে মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য দেখায়।

পঞ্চম উপায় হলো ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্তরে খিলাফতের চেতনা জাগ্রত করা। প্রতিটি মুসলিম নিজেকে আল্লাহর খলিফা মনে করবে। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

অর্থ: তিনিই তোমাদেরকে জমিনে প্রতিনিধি বানিয়েছেন। [সূরা ফাতির ৩৫:৩৯]

যখন একজন মানুষ নিজ ঘরে, ব্যবসায়, চাকরিতে আল্লাহর বিধান কায়ম করে তখন সে খিলাফতের স্বাদ পায়। এই স্বাদ পেলে খিলাফতের প্রতি ভীতি থাকে না, বরং আকাঙ্ক্ষা জাগে।

ষষ্ঠ উপায় হলো ইতিহাসের সঠিক পাঠ। খিলাফতে আব্বাসিয়া, উমাইয়া, উসমানিয়ার সময়ে বিজ্ঞান, চিকিৎসা, স্থাপত্য, বিচার ব্যবস্থা কত উন্নত ছিল তা তুলে ধরতে হবে। কর্ডোভার লাইব্রেরি, বাগদাদের বাইতুল হিকমাহ, সুলতান সুলাইমান কানুনির ন্যায়বিচার মানুষের সামনে আনতে হবে। এতে বোঝা যায় খিলাফত মানে অন্ধকার যুগ নয়, বরং জ্ঞান ও ইনসাফের যুগ।

সপ্তম উপায় হলো দাওয়াতের ভাষা বদলানো। মানুষকে ভয় দেখিয়ে নয়, ভালোবাসা, হিকমাহ ও বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হবে। আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

অর্থ: তুমি তোমার রবের পথে ডাক হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। [সূরা নাহল ১৬:১২৫]

যখন মানুষ দেখবে খিলাফত মানে গরীবের হক, এতিমের আশ্রয়, মজলুমের বিচার, তখন ভয় কেটে যাবে।

খিলাফতভীতি দূর হবে তখনই যখন মানুষ বুঝবে খিলাফত হলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বান্দার শান্তি ও মুক্তির নিয়াম। এটি কোনো গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের নাম নয়, বরং উম্মাহর সম্মিলিত দায়িত্ব। রাসূল সাঃ বলেছেন, تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونُ خِلَافَةُ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ تَكُونُ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةُ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত থাকবে যতদিন আল্লাহ চান, তারপর তিনি তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর হবে নবুওয়াতের মিনহাজের উপর খিলাফত। [মুসনাদ আহমদ ১৮৪০৬]

খিলাফতভীতি দূর করতে শুধু বই-কিতাবে আলোচনা করলে হবে না, মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হবে। ব্যক্তি ও সমষ্টিগত পর্যায়ে কিছু করণীয় হলো:

নিজের জ্ঞান ঠিক করা প্রথম কাজ। যতক্ষণ নিজে খিলাফতের হকিকত না জানবে, ততক্ষণ অন্যকে বোঝানো যাবে না। আল্লাহ বলেন, **فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ**

অর্থ: তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর। [সূরা নাহল ১৬:৪৩]

তাই কুরআন, সীরাত, খুলাফায়ে রাশিদীনের ইতিহাস পড়তে হবে। নিজে জানার পর ঘরের মানুষ, বন্ধু, প্রতিবেশীর সাথে আলোচনা শুরু করতে হবে।

ব্যক্তিগত দাওয়াতে হিকমাহ অবলম্বন করতে হবে। রাসূল সাঃ বলেছেন, **إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانُهُ**

অর্থ: নম্রতা যেখানেই থাকে তাকে সুন্দর করে, আর যেখান থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয় তাকে কুৎসিত করে দেয়। [সহীহ মুসলিম ২৫৯৪]

তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, আড্ডায়, কর্মস্থলে খিলাফতকে ন্যায়, নিরাপত্তা ও রহমতের নিয়াম হিসেবে তুলে ধরতে হবে। মানুষকে ভয় না দেখিয়ে বাস্তব উপকার দেখাতে হবে।

পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট ছাপিয়ে বিতরণ করা যায়। এগুলোতে খিলাফতের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, খুলাফায়ে রাশিদীনের নমুনা এবং কুরআন-হাদীসের রেফারেন্স সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে। আল্লাহ বলেন, **وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ**

অর্থ: তুমি উপদেশ দিতে থাক, নিশ্চয়ই উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে। [সূরা যারিয়াত ৫১:৫]

ছোট ছোট লেখা, গ্রাফিক্স, কোটেশন মানুষের মনে দাগ কাটে। মসজিদ, মাদ্রাসা, লাইব্রেরি, বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলো পৌঁছে দিতে হবে।

সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভার আয়োজন করা দরকার। এখানে আলেম, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, আইনবিদদের ডেকে খিলাফতের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে হবে। রাসূল সাঃ মসজিদে নবীতে সাহাবাদের নিয়ে মজলিস করতেন। আজও মসজিদ,

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার এ কাজে ব্যবহার করা যায়। প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখতে হবে যাতে মানুষের সন্দেহ দূর হয়।

মিডিয়া ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে হবে। ছোট ভিডিও, অডিও লেকচার, আর্টিকেল তৈরি করে ইউটিউব, ফেসবুক, টেলিগ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

অর্থ: তোমরা সৎকাজ ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য কর। [সূরা মায়িদা ৫:২]

একজন লিখবে, একজন ডিজাইন করবে, একজন ভয়েস দেবে। এভাবে দলবদ্ধভাবে কাজ করলে প্রভাব বেশি হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টাডি সার্কেল চালু করা যায়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সপ্তাহে একদিন বসে খিলাফতের ইতিহাস, সিয়াসত শারইয়াহ, মাকাসিদুশ শারীয়াহ পড়বে। রাসূল সাঃ বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

অর্থ: যে ব্যক্তি ইলম তালাশের জন্য পথ চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। [সহীহ মুসলিম ২৬৯]

এই সার্কেল থেকে ভবিষ্যতের দাঈ ও নেতা তৈরি হবে।

সেবামূলক কাজের মাধ্যমে খিলাফতের চেতনা বাস্তবে দেখাতে হবে। গরীবকে খাবার দেওয়া, রোগীর সেবা করা, বন্যার সময় সাহায্য করা, ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা— এগুলোই খিলাফতের রূহ। রাসূল সাঃ বলেছেন, خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

অর্থ: মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সে যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। [মুজামুল আওসাত, তাবারানী ৫৭৮-৭]

যখন মানুষ দেখবে খিলাফতের দাবিদাররাই সবচেয়ে বেশি মানবসেবা করছে, তখন তাদের ভীতি কেটে আস্তা জন্মাবে।

মসজিদের খতিব ও ইমামদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জুমার খুতবায়, বয়ানে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা, ইনসাফের গুরুত্ব, জুলুমের পরিণতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। উমর

রা. বলতেন, যদি আমি আমার ওপর কোনো আমীর নিযুক্ত করি তবে আমি তার কাজ দেখাশোনা করব। জনগণের সামনে জবাবদিহিতার এই চিত্র তুলে ধরতে হবে।

সবচেয়ে বড় করণীয় হলো নিজে সেই নমুনা হয়ে দেখানো। ঘরে ইনসাফ, বাজারে আমানতদারি, অফিসে সততা, সমাজে দয়া—এই চরিত্রই খিলাফতের শ্রেষ্ঠ প্রচার। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ: তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। [সূরা আহযাব ৩:২১]
যখন মানুষ দেখবে খিলাফতের কথা বলা লোকেরা নিজেরাই সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু, তখন খিলাফতভীতি আপনাআপনি দূর হয়ে যাবে।

৪.৭ ইসলামী সভ্যতার সোনালী যুগের ইতিহাস কে সকলের জন্য সহজলভ্য ও সহজবোধ্য হিসেবে প্রচার করা।

ইসলামী সভ্যতার সোনালী যুগের ইতিহাস হলো আমাদের হারানো গৌরবের মানচিত্র। এটাকে সবার জন্য সহজলভ্য ও সহজবোধ্য করতে হলে ভাষা, মাধ্যম আর উপস্থাপনার ধরন বদলাতে হবে।

কীভাবে সহজলভ্য ও সহজবোধ্য করা যায়?

ভাষা সহজ করতে হবে। ইতিহাসকে আরবি-ফারসি শব্দ আর জটিল পরিভাষায় আটকে রাখলে সাধারণ মানুষ দূরে সরে যায়। গল্পের মতো, কাহিনির ছলে বলতে হবে। আল্লাহ বলেন, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

অর্থ: আমি তোমার কাছে উত্তম কাহিনি বর্ণনা করছি। [সূরা ইউসুফ ১:৩]

কুরআন নিজেই ইতিহাসকে কিসসার আকারে পেশ করেছে। বাগদাদের বাইতুল হিকমাহ, কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়, সালাহুদ্দিনের ন্যায়বিচার—এগুলো গল্পের মতো শোনাতে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই শুনবে।

বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। সবাই বই পড়ে না। তাই ছোট ভিডিও, অডিও পডকাস্ট, কমিকস, অ্যানিমেশন, ইনফোগ্রাফিক্স বানাতে হবে। রাসূল সাঃ বলেছেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

অর্থ: আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াত হয়। [সহীহ বুখারী ৩৪৬১]

এক মিনিটের ভিডিওতে ইবনে সিনার চিকিৎসা অবদান, আল-খাওয়ারিজমির গণিত, ফাতিমা আল-ফিহরির বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তুলে ধরলে সেটা লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্কুল-কলেজের ইতিহাস বইয়ে শুধু ইউরোপীয় রেনেসাঁ পড়ানো হয়। অথচ একই সময়ে মুসলিমরা বিজ্ঞান, চিকিৎসা, দর্শনে এগিয়ে ছিল। মসজিদের মক্তব, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডি সার্কেলে সীরাতের পর খিলাফতে রাশিদা, উমাইয়া, আব্বাসিয়া, উসমানিয়ার ইতিহাস পড়াতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

অর্থ: বল, হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। [সূরা ত্বহা ২০:১৪]

জাদুঘর ও প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। পুরনো পাণ্ডুলিপি, যন্ত্রপাতি, মানচিত্র, স্থাপত্যের মডেল দেখালে মানুষ বাস্তবভাবে অনুভব করে। উমর রা. বলতেন, মানুষকে তার দীনের উপর দেখো না, দেখো তার আমলের উপর। ইতিহাসের বাস্তব নমুনা দেখলে বিশ্বাস জন্মায়।

স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ ও সংক্ষিপ্তকরণ করতে হবে। ইবনে খালদুন, তাবারি, ইবনে কাছীরের বিশাল গ্রন্থগুলো সবাই পড়তে পারে না। তাই অভিজ্ঞ লেখকরা সেগুলো সহজ করে ৫০-১০ পাতার বই বানাবে। আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ

قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

অর্থ: আমি কোনো রাসূল পাঠাইনি তার কওমের ভাষা ছাড়া, যাতে সে তাদের কাছে স্পষ্ট করে বোঝাতে পারে। [সূরা ইবরাহীম ১:৪]

এই প্রচারের প্রভাব

আত্মপরিচয় ফিরে আসবে। যখন একজন মুসলিম জানবে তার পূর্বপুরুষরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে দুনিয়া নেতৃত্ব দিয়েছে, তখন তার মধ্যে হীনম্মন্যতা দূর হবে। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَهْنُؤُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
অর্থ: তোমরা হীনবল হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও। [সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৯]

ইতিহাস জানলে মানুষ বুঝবে আমরা পরাজিত জাতি নই, আমরা সাময়িকভাবে পিছিয়ে পড়েছি।

অনুপ্রেরণা তৈরি হবে। ইমাম শাফেয়ীর ছাত্রজীবন, ইবনে হাইসামের গবেষণা, নূরুদ্দিন জঙ্গির ইনসাফ শুনলে তরুণদের মধ্যে জ্ঞান ও নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগবে। রাসূল সাঃ বলেছেন, الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ
অর্থ: শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম ও প্রিয়। [সহীহ মুসলিম ২৬৪]

সোনালী যুগের উদাহরণ শক্তিশালী মুমিন গড়ে তোলে।

ঐক্য মজবুত হবে। যখন মানুষ দেখবে আরব, অনারব, তুর্কি, বারবার, ফারসি সবাই মিলে এক খিলাফতের ছায় জ্ঞান ও ইনসাফ কায়েম করেছিল, তখন জাতি-গোত্রের বিভেদ কমবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ
অর্থ: নিশ্চয়ই এই তোমাদের উম্মাহ একই উম্মাহ, আর আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। [সূরা আশ্বিয়া ২১:৯২]

খিলাফতের প্রতি আস্থা ফিরবে। মানুষ যখন দেখবে খিলাফতের অধীনে বিজ্ঞান উন্নত হয়েছে, বিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ ছিল, অমুসলিমরাও নিরাপদ ছিল, তখন খিলাফতভীতি কেটে যাবে। তারা বুঝবে খিলাফত মানে জুলুম নয়, বরং ইনসাফ।

দাওয়াতের পথ খুলে যাবে। অমুসলিমরাও যখন জানবে ইসলামী সভ্যতা চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যায় দুনিয়াকে কী দিয়েছে, তখন তাদের মনে ইসলামের প্রতি আগ্রহ জাগবে। আল্লাহ বলেন, اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ, অর্থ: তুমি তোমার রবের পথে ডাক হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। [সূরা নাহল ১৬:১২৫]

ইতিহাস হলো সবচেয়ে বড় হিকমাহ।

সভ্যতার পুনর্জাগরণ শুরু হয় মানসিক জাগরণ দিয়ে। মানুষ যখন জানবে আমরা কারা ছিলাম, তখন বুঝবে আমরা কী হতে পারি। রাসূল সাঃ বলেছেন, لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ অর্থ: আল্লাহ এই দীনের মধ্যে এমন একদলকে রোপণ করতে থাকবেন যাদেরকে তিনি তাঁর আনুগত্যে ব্যবহার করবেন। [সুনান ইবনে মাজাহ ৮]

সোনালী যুগের ইতিহাস সেই গাছের বীজ। এটাকে সহজ করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিলে নতুন প্রজন্ম সেই গাছে পরিণত হবে।

তথ্য সূত্র

আল কোরআন

আল হাদিস শরীফ (সহীহ সিত্তাহ)

বই: ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণে পথ ও পাথেয়।

সার্চ ইঞ্জিন।